ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবাখাতে দুর্নীতি:

জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫

২৫ জুন ২০২৬

সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বিশেষজ্ঞ দল

ড. সেকান্দার হায়াত খান, *প্রাক্তন অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
পিকে. মো. মতিউর রহমান, *প্রাক্তন অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
মোহাম্মদ শোয়ায়েব, *প্রাক্তন অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, *অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
এ.কে. এনামুল হক, *মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)*

গবেষণা দল

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
মোহাম্মদ নূরে আলম, *রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, *গবেষণা সহযোগী-কোয়ান্টিটেটিভ, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
কাওসার আহমেদ, *গবেষণা সহযোগী-কোয়ান্টিটেটিভ, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
মুহা. নূরুজ্জামান ফরহাদ, *গবেষণা সহযোগী-কোয়ান্টিটেটিভ, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

গবেষণা সহকারী

মো: জহুরুল ইসলাম
সালমা সিদ্দিকা
মাহমুদা আক্তার পলি
তনিমা আক্তার জীম
মো ইয়াছিন আরাফাত
সাখীহা আলম
সাদিয়া তাবাসসুম

বিশেষ সহযোগিতা

মাহবুব আলম, *সহকারী কো-অর্ডিনেটর, আইটি ইউনিট, টিআইবি*
রিফাত রহমান, *সহকারী কো-অর্ডিনেটর, ডাটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি*
কে. এম. রফিকুল আলম, *সহকারী কো-অর্ডিনেটর, ডাটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি*
সামছুদ্দোহা সাফায়েত, *সহকারী কো-অর্ডিনেটর, টিআইবি*
এবং টিআইবি'র অন্যান্য বিভাগ ও ইউনিটের সহকর্মীবৃন্দ

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা ১৪

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ১৪

১.২ জরিপের উদ্দেশ্য ১৫

১.৩ জরিপের আওতা ১৫

১.৪ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন ১৬
১.৪.১ নমুনার আকার ১৬
১.৪.২ নমুনার বণ্টন ১৬
১.৪.৩ জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার বণ্টন ১৭

১.৫ জরিপের সময়কাল ১৮

১.৬ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ১৮

১.৭ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ ১৯

১.৮ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি ১৯

অধ্যায় ২: খানা ও তথ্যদাতার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য ২০

২.১ খানার বৈশিষ্ট্য ২০

২.২ খানাপ্রধানের ধর্ম ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ২১

২.৩ খানাপ্রধানের বয়স, লিঙ্গ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ২২

২.৪ খানাপ্রধানের পেশা ২৩

২.৫ তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য ২৩

২.৬ তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ২৪

২.৭ খানার গড় মাসিক আয় ও ব্যয় ২৪

২.৮ সেবাগ্রহণ পদ্ধতি ২৫

২.৯ খাতভেদে সেবাগ্রহীতা খানার হার ২৬

অধ্যায় ৩: সেবাখাতে দুর্নীতি ও অনিয়ম ২৮

৩.১ সেবাখাতে দুর্নীতির সার্বিক চিত্র ২৮

৩.২ দুর্নীতির ধরন ২৮

৩.৩ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় ২৯

৩.৪ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ৩০

৩.৫ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ ৩০

৩.৬ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি ৩১

৩.৭ বিভাগভেদে দুর্নীতি এবং ঘুষের শিকার ৩২

৩.৮ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ৩২

৩.৯ দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২৩ বনাম ২০২৫ ....৩৩

৩.১০ অবস্থান, খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা এবং আয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গভেদে পার্থক্য ৩৬

৩.১১ খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর লিঙ্গ ও বয়সভেদে দুর্নীতি ও ঘুষ ৩৯
৩.১২ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার ৪১
৩.১৩ দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিকার ৪১
৩.১৪ দুর্নীতির কারণ এবং প্রতিরোধে খানার মতামত ৪৪

অধ্যায় ৪: খাতওয়ারী দুর্নীতির চিত্র ৪৬

৪.১ পাসপোর্ট ৪৬
৪.২ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ৫২
৪.৩ বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা ৫৫
৪.৪ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ৫৮
৪.৫ ভূমি সেবা ৬১
৪.৬ স্বাস্থ্যসেবা ৬৪
৪.৭ কৃষি ৬৮
৪.৮ শিক্ষা ৭১
৪.৯ জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা ৭৮
৪.১০ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ৮০
৪.১১ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা ৮৬
৪.১২ বিদ্যুৎ ৮৮
৪.১৩ বীমা ৯০
৪.১৪ গ্যাস ৯৩
৪.১৫ ব্যাংকিং ৯৪
৪.১৬ এনজিও ৯৭
৪.১৭ কর ও শুল্ক ৯৯
৪.১৮ অন্যান্য সেবাখাত/প্রতিষ্ঠান ১০০

অধ্যায় ৫: উপসংহার ও সুপারিশ ১০৩

৫.১ জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ১০৩
৫.২ জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি'র সুপারিশ ১০৩

পরিশিষ্ট ১০৫

সারণির তালিকা

সারণি ১.১: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন ১৮
সারণি ২.১: খানাপ্রধানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় (%) ২১
সারণি ২.২: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)....২২
সারণি ২.৩: খানাপ্রধানের পেশা (%) ২৩
সারণি ২.৪: অঞ্চলভেদে তথ্যদাতার ধরন (%) ২৩
সারণি ২.৫: লৈঙ্গিক ও অঞ্চলভেদে তথ্যদাতাদের বয়স (%)....২৪
সারণি ২.৬: লিঙ্গ ও অঞ্চলভেদে তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা (%) ২৪
সারণি ২.৭: বিভাগ ও অঞ্চলভেদে খানাপ্রতি গড় মাসিক আয় (টাকা) ২৫
সারণি ২.৮: বিভাগ ও অঞ্চলভেদে খানাপ্রতি মাসিক গড় ব্যয় (টাকা) ২৫
সারণি ২.৯: খাতভেদে সেবাগ্রহণ পদ্ধতি (%)....২৬
সারণি ২.১০: অঞ্চলেভেদে বিভিন্ন খাত হতে সেবাগ্রহণকারী খানার হার (%) ২৭
সারণি ৩.১: অঞ্চলেভেদে বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ২৮
সারণি ৩.২: অঞ্চল ও খাতভেদে খানার ঘুষের শিকার (%)....২৯
সারণি ৩.৩: খাত এবং অঞ্চলভেদে গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)....৩০
সারণি ৩.৪: ২০২৫ সালে জাতীয় প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা) ৩৩
সারণি ৩.৫: বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%): ২০২৩ ও ২০২৫-এর জরিপের তুলনা....৩৩
সারণি ৩.৬: বিভিন্ন সেবাখাতে ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%): ২০২৩ ও ২০২৫ এর জরিপের তুলনা....৩৪
সারণি ৩.৭: বিভিন্ন সেবাখাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমান (টাকা): ২০২৩ ও ২০২৫ এর জরিপের তুলনা....৩৫
সারণি ৩.৮: খাতভেদে সেবাগ্রহীতা নারী-পুরুষের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৩৯
সারণি ৩.৯: দুর্নীতি প্রতিরোধে খানার মতামত (%) ৪৫
সারণি ৪.১: বিভাগভেদে পাসপোর্ট সেবায় দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ৪৭
সারণি ৪.২: পাসপোর্ট অফিসের ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৪৮
সারণি ৪.৩: পাসপোর্ট ও আবেদনের ধরনভেদে দুর্নীতির ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৪৮
সারণি ৪.৪: সেবার পর্যায়/ধরনভেদে দুর্নীতির ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)....৪৯
সারণি ৪.৫: অঞ্চল ও পাসপোর্ট অফিসের ধরনভেদে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি (%) ৫০
সারণি ৪.৬: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র ৫১
সারণি ৪.৭: বিআরটিএ হতে গৃহীত সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৫৩
সারণি ৪.৮: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে বিআরটিএ প্রদত্ত সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র....৫৪
সারণি ৪.৯: বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার ধরনভেদে সেবা গ্রহণকারী খানা (%)....৫৫
সারণি ৪.১০: আদালতভেদে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৫৬
সারণি ৪.১১: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র....৫৭
সারণি ৪.১২: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৫৯
সারণি ৪.১৩: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)....৫৯
সারণি ৪.১৪: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র ৬০
সারণি ৪.১৫: ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)....৬২
সারণি ৪.১৬: ভূমি সংক্রান্ত সেবার ধরনভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৬২
সারণি ৪.১৭: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে ভূমি সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র ৬৩
সারণি ৪.১৮: স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)....৬৫
সারণি ৪.১৯: স্বাস্থ্যসেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%) গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৬৬
সারণি ৪.২০: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র ৬৭
সারণি ৪.২১: কৃষি সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)....৬৯
সারণি ৪.২২: কৃষি সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৬৯
সারণি ৪.২৩: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে কৃষি খাতে খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র ৭০
সারণি ৪.২৪: অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবাগ্রহীতা খানা (%) ৭১
সারণি ৪.২৫: অঞ্চলভেদে শিক্ষার স্তরভিত্তিক সেবাগ্রহীতা খানা (%) ৭২
সারণি ৪.২৬: অঞ্চলভেদে পাঠ্যসূচি/পাঠক্রমের ধরনভিত্তিক সেবাগ্রহণকারী খানার হার (%)....৭২

সারণি ৪.২৭: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ও নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)........................ ৭৩
সারণি ৪.২৮: শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা) ৭৪
সারণি ৪.২৯: পাঠ্যসূচির ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%) এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)........................৭৪
সারণি ৪.৩০: শিক্ষা সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা) ৭৫
সারণি ৪.৩১: নির্বাচিত নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষাখাতে খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র ৭৭
সারণি ৪.৩২: জাতীয় পরিচয়পত্র সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৭৯
সারণি ৪.৩৩: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে এনআইডি সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র.............................৭৯
সারণি ৪.৩৪: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৮১
সারণি ৪.৩৫: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবাভেদে গ্রহণে দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৮১
সারণি ৪.৩৬: সনদ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার খানা (%) এবং ঘুষের পরিমাণ (টাকা)..৮১
সারণি ৪.৩৭: সনদ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার খানা (%) ৮২
সারণি ৪.৩৮: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৮২
সারণি ৪.৩৯: সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় আসার জন্য বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)....................৮৩
সারণি ৪.৪০: বিচার ও সালিশে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)..৮৩
সারণি ৪.৪১: হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ৮৩
সারণি ৪.৪২: ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ৮৪
সারণি ৪.৪৩: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র..... ৮৫
সারণি ৪.৪৪: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তায় প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৮৬
সারণি ৪.৪৫: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৮৭
সারণি ৪.৪৬: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র ৮৭
সারণি ৪.৪৭: বিদ্যুৎ খাতে প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৮৮
সারণি ৪.৪৮: বিদ্যুৎ খাতে সেবাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা) ৮৯
সারণি ৪.৪৯: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র.................................. ৮৯
সারণি ৪.৫০: বীমা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%).. ৯০
সারণি ৪.৫১: বীমা সংক্রান্ত সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)...........................৯১
সারণি ৪.৫২: বীমা সংক্রান্ত সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)..................................৯১
সারণি ৪.৫৩: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে বীমা সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র.................................. ৯২
সারণি ৪.৫৪: সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানা (%) ৯৩
সারণি ৪.৫৫: সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানার হার...৯৩
সারণি ৪.৫৬: ব্যাংকিং সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)... ৯৫
সারণি ৪.৫৭: ব্যাংকিং সেবার ধরনভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানা (%) ৯৫
সারণি ৪.৫৮: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে ব্যাংকিং খাতে খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র..............................৯৬
সারণি ৪.৫৯: এনজিও খাতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)..৯৭
সারণি ৪.৬০: এনজিও'র ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)...৯৭
সারণি ৪.৬১: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে এজিও খাতে খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র ৯৮
সারণি ৪.৬২: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র ৯৯
সারণি ৪.৬৩: অন্যান্য সেবা খাত/প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)..১০১
সারণি ৪.৬৪: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে অন্যান্য সেবাখাতে খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র.........................১০২

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১.১: একনজরে নমুনায়ন পদ্ধতি ১৭
চিত্র ২.১: খানার সদস্যদের লিঙ্গ (%) ২১
চিত্র ২.২: খানা প্রধানের ধর্ম (%) ২১
চিত্র ২.৩: খানাপ্রধানের লিঙ্গ (%)...২২
চিত্র ২.৪: খানার সেবাগ্রহণ পদ্ধতি (%) ২৬
চিত্র ৩.১: বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ২৯
চিত্র ৩.২: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%) ৩১
চিত্র ৩.৩: ঘুষ আদায়কারী ব্যক্তি (%)..৩২
চিত্র ৩.৪: বিভাগভেদে দুর্নীতি এবং ঘুষের শিকার খানা (%) ৩২
চিত্র ৩.৫: অঞ্চলভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%)...৩৬
চিত্র ৩.৬: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%)..............................৩৬
চিত্র ৩.৭: খানাপ্রধানের পেশাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ৩৭
চিত্র ৩.৮: খানাপ্রধানের পেশাভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%) ৩৮
চিত্র ৩.৯: খানার আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা ৩৯
চিত্র ৩.১০: খানার পক্ষে সেবাগ্রহীতার লিঙ্গভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া (%) ৪০
চিত্র ৩.১১: সেবা গ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার (%)...৪১
চিত্র ৩.১২: আদিবাসী, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও লিঙ্গভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার সেবাগ্রহীতা (%)........................৪১
চিত্র ৩.১৩: দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা (%)..৪২
চিত্র ৩.১৪: দুর্নীতির শিকার হয়ে অভিযোগ দায়েরের মাধ্যম (%) ৪২
চিত্র ৩.১৫: খাতভিত্তিক দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের (%) ৪৩
চিত্র ৩.১৬: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপ (%)........................৪৩
চিত্র ৩.১৭: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের না করার কারণ (%) ৪৪
চিত্র ৩.১৮: উত্তরদাতার মতে দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ (%) ৪৪
চিত্র ৪.১: পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ৪৬
চিত্র ৪.২: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)...৪৯
চিত্র ৪.৩: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি (%) ৫০
চিত্র ৪.৪: বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)...................৫২
চিত্র ৪.৫: বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট সেবা খাতে ঘুষ দেওয়ার কারণ (%) ৫৩
চিত্র ৪.৬: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি (%) ৫৪
চিত্র ৪.৭: বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ৫৫
চিত্র ৪.৮: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%) ৫৬
চিত্র ৪.৯: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি (%)...৫৭
চিত্র ৪.১০: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ৫৮
চিত্র ৪.১১: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%) ৬০
চিত্র ৪.১২: ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)..................৬১
চিত্র ৪.১৩: ভূমি সেবা খাতে ঘুষ দেওয়ার কারণ (%)..৬২
চিত্র ৪.১৪: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি (%) ৬৩
চিত্র ৪.১৫: বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানা (%) ৬৪
চিত্র ৪.১৬: স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ৬৫
চিত্র ৪.১৭: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%) ৬৬
চিত্র ৪.১৮: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি (%)...৬৭
চিত্র ৪.১৯: কৃষি সেবায় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ৬৮
চিত্র ৪.২০: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)..৬৯
চিত্র ৪.২১: শিক্ষাখাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ৭৩
চিত্র ৪.২২: শিক্ষাখাতে ঘুষের শিকার খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ (%) ৭৬
চিত্র ৪.২৩: শিক্ষাখাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি (%) ৭৬

চিত্র ৪.২৪: জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার খানা (%)....................................৭৮
চিত্র ৪.২৫: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেয়ার কারণ (%) ৭৯
চিত্র ৪.২৬: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)....................................৮০
চিত্র ৪.২৭: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)....................................৮৪
চিত্র ৪.২৮: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি (%)....................................৮৪
চিত্র ৪.২৯: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা খাতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)....................................৮৬
চিত্র ৪.৩০: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)....................................৮৯
চিত্র ৪.৩১: বীমা সংক্রান্ত সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)....................................৯১
চিত্র ৪.৩২: বীমা খাতে ঘুষ দেওয়ার কারণ (%)....................................৯২
চিত্র ৪.৩৩: ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)....................................৯৪
চিত্র ৪.৩৪: ব্যাংকিং খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)....................................৯৬
চিত্র ৪.৩৫: বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম/দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)....................................১০০
চিত্র ৪.৩৬: অন্যান্য সেবাখাত/প্রতিষ্ঠানের সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি (%)....................................১০১
চিত্র ৪.৩৭: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)....................................১০২

শব্দসংক্ষেপ

আইসিইউ	:	ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (Intensive Care Unit)
আইএমপিএস	:	ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিপারপাস স্যাম্পলিং ফ্রেম (Integrated Multipurpose Sampling Frame)
ইউএইচএফডব্লিউসি	:	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (Union Health and Family Welfare Center)
ইউএসসি	:	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (Union Sub Center)
ই-কমার্স	:	ইলেকট্রনিক কমার্স (Electronic Commerce)
ই-টিআইএন	:	ইলেকট্রনিক ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (Electronic Tax Identification Number)
ই-পাসপোর্ট	:	ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট (Electronic Passport)
এনজিও	:	বেসরকারি সংস্থা (Non Government Organisation)
এমপিও	:	মান্থলি পে-অর্ডার (Monthly Pay Order)
এফআইআর	:	ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (First Information Report)
এমআরপি	:	মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (Machine Readable Passport)
এলএ	:	ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন (Land Acquisition)
এলসি	:	লেটার অব ক্রেডিট (Letter of credit)
এসএ	:	স্টেট অ্যাকুইজিশন (State Acqisition)
এসডিজি	:	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goal)
ওজোপাডিকো	:	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (West Zone Power Distribution Company)
কাবিখা	:	কাজের বিনিময়ে খাদ্য (Food for Work)
কাবিটা	:	কাজের বিনিময়ে টাকা (Taka for Work)
এনআইডি	:	জাতীয় পরিচয় পত্র (National Identity Document)
জিআর	:	গ্রাচুইটাস রিলিফ (Gratuitous Relief)
জিআরএস	:	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System)
জিডি	:	জেনারেল ডায়েরি (General Diary)
জিডিপি	:	গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট (Gross Domestic Product)
টিআইবি	:	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (Transparency International Bangladesh)
টিটি	:	টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (Telegraphic Transfer)
টিসি	:	ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (Transfer certificate)
ডিপিএস	:	ডিপোজিট পেনশন স্কিম (Deposit Pension Scheme)
ডিপিডিসি	:	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (Dhaka Power Distribution Company Ltd.)
ডিবি	:	ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ (Detective Branch)
ডেসকো	:	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (Dhaka Electric Supply Company Ltd.)
দুদক	:	দুর্নীতি দমন কমিশন (Anti-corruption Commission)
নেসকো	:	নর্দার্ন ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (Northern Electricity Supply Company Ltd.)
পিএসইউ	:	প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট (Primary Sampling Unit)
পেট্রোবাংলা	:	বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation)
বাপবিবো	:	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (Bangladesh Rural Electrification Board)
বিআরটিএ	:	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Road Transport Authority)
বিউবো	:	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (Electricity Development Board)
বিএডিসি	:	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (Bangladesh Agricultural Development Corporation)
বিজিবি	:	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (Border Guard Bangladesh)
বিবিএস	:	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics)
ভিজিএফ	:	ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (Vulnerable Group Feeding)
ভিজিডি	:	ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (Vulnerable Group Development)
ভিপি	:	ভেস্টেট প্রোপার্টি (Vested Property)
মূসক	:	মূল্য সংযোজন কর (Vlaue Added Tax)
সিআইডি	:	ক্রাইম অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (Crime and Investigation Department)
সিএইচসিপি	:	কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (Community Health Care Provider)
বিআইএন	:	বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (Business Identification Number)
আইএমপিএস	:	ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিপারপাস স্যাম্পলিং ফ্রেম (Integrated Multipurpose Sampling Frame)
পিএসইউ	:	প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট (Primary Sampling Unit)
এসই	:	স্ট্যান্ডার্ড এরর (Standard Error)
এসপিএসএস	:	স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্যাকেজ ফর সোশাল সায়েন্স (Statistical Package for Social Science)
স্টাটা	:	স্ট্যাটিস্টিক্যাল সফটওয়্যার ফর ডাটা সায়েন্স (Statistical Software for Data Science)
টিআইএন	:	ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (Tax Identification Number)

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-২০৪১) সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) লক্ষ্য ১৬.৫-এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল পর্যায়ে দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। ২০২৪ সালে কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত জুলাই আন্দোলনেও দুর্নীতিকে রাষ্ট্রের অন্যতম সংকট হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক শাসনের দাবি জোরালো হয়। রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে অন্যতম প্রত্যাশা ছিল দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ করা। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও বিরোধীদলীয় জোটের নির্বাচনী ইশতেহারেও সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের ওপর অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। বিশেষ করে, এই অঙ্গীকারের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখা, নির্বাচনী ইশতেহার, দলের চেয়ারপার্সনের নির্বাচনী বক্তৃতা, শপথ গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া প্রথম ভাষণে এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ঘোষণায়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা এবং অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সেবাখাতে দুর্নীতি ও ঘুষ লেনদেন সাধারণ জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ও সেবাখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। টিআইবির পূর্ববর্তী জরিপ ও গণমাধ্যমসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রের তথ্য মতে বাংলাদেশে সেবাখাতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় দুর্নীতি বিরাজমান। ফলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা জানা এবং তদনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান।

এই উদ্দেশ্যে টিআইবি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, বিস্তার ও মাত্রা নিরূপণের উদ্দেশ্যে সাধারণত দুই-তিন বছর পরপর নিয়মিতভাবে 'সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ' পরিচালনা করছে। এ জরিপের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা জনগণ বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কী ধরনের দুর্নীতি, অনিয়ম ও হয়রানির শিকার হচ্ছে তার ধরন, ব্যাপকতা ও প্রবণতা বিশ্লেষণ করা হয়। একইসঙ্গে জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে সরকার, নীতিনির্ধারক, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে কার্যকর নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করাই এ জরিপের অন্যতম লক্ষ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টিআইবি'র খানা জরিপের সাথে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রতিবছর প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণাসূচকের কোনো সম্পর্ক নেই। উক্ত সূচকে এই জরিপসহ টিআইবি পরিচালিত অন্য কোনো গবেষণালব্ধ তথ্য বিবেচিত হয় না। এখানে আরও দুটি মৌলিক পার্থক্য উল্লেখযোগ্য – প্রথমত, দুর্নীতির ধারণাসূচকটি মূলত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। অন্যদিকে টিআইবি পরিচালিত এই খানা জরিপ কোনো প্রকার ধারণা বা মতামতনির্ভর জরিপ নয়, বরং এতে জরিপকৃত খানার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত সেবাখাতে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয়ত, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর দুর্নীতির ধারণাসূচকে মূলত জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের দুর্নীতির প্রকোপ বা ব্যাপকতার ধারণানির্ভর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে এ জরিপে নির্ধারিত সেবাখাতে সেবাগ্রহীতারা সেবা গ্রহণের সময় সেবা প্রদানকারীর কাছে ঘুষসহ যে ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হন তার চিত্র তুলে ধরা হয়।

টিআইবি ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ১১টি দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে। এবারের জরিপে সেবাখাতে দুর্নীতি বিষয়ক তথ্যের বিবেচ্য সময় ছিল নভেম্বর ২০২৪ থেকে অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত, যা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে সেবাখাতে দুর্নীতির একটি অবস্থা তুলে ধরে। এবারের জরিপের বিশেষ তাৎপর্য এই যে এর মাধ্যমে রক্তক্ষয়ী জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী দীর্ঘ প্রতীক্ষিত গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রার শুরুতে সেবাখাতে দুর্নীতির ভবিষ্যতে তুলনাযোগ্য পরিমাপের ভিত্তিতে তৈরি হবে। এবারের জরিপে (২০২৫) দেখা যায়, বাংলাদেশের ৮১ দশমিক ৬ শতাংশ খানা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত বা প্রতিষ্ঠানের সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনো খাতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা এর আগে সর্বশেষ ২০২৩-এর জরিপে ছিল ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ। অর্থাৎ ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ সেবাখাতে দুর্নীতির ব্যাপকতা ১৫ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে বেশি খানা (৮৪.৪ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে পাসপোর্ট সেবা নিতে গিয়ে; এর পরেই রয়েছে বিআরটিএ (৭৯.৩ শতাংশ), বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা (৭১.৩ শতাংশ), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৬৯.৪ শতাংশ), ভূমি (৬৬.৩ শতাংশ), সরকারি স্বাস্থ্যসেবা (৬৪.৪ শতাংশ) এবং কৃষি (৬৪.৪ শতাংশ) সেবা। সার্বিকভাবে ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশ খানা সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যেখানে পাসপোর্ট (৭৬.৬ শতাংশ), বিআরটিএ (৬৩.৫ শতাংশ), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৪৯.৩ শতাংশ), কৃষি (৪৯.৩ শতাংশ), ভূমি (৪৭.৬ শতাংশ) এবং বিচারসংশ্লিষ্ট সেবায় (৩৯.৬ শতাংশ) সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো সবচেয়ে বেশি হারে ঘুষের শিকার হয়েছে।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাত/প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে এক বছরে (২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত) সেবা নিতে গিয়ে খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৫ হাজার ১২৪ টাকা। সর্বোচ্চ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী খাত/প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা (খানাপ্রতি গড়ে ২৪,৬৯১ টাকা), ব্যাংকিং (খানাপ্রতি গড়ে ১৯,৩২২ টাকা), ভূমি (খানাপ্রতি গড়ে ১১,৩১১

টাকা), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (খানাপ্রতি গড়ে ৭,৪০৭ টাকা) এবং বিআরটিএ (খানাপ্রতি গড়ে ৬,৯২৩ টাকা) অন্যতম। জরিপে বিবেচ্য সময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সকল খাত/প্রতিষ্ঠানে দেওয়া ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের প্রাক্কলিত মোট পরিমাণ ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত জাতীয় বাজেটের ১ দশমিক ৫৮ শতাংশ এবং জিডিপির শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ। জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩-এর প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণের তুলনায় ২০২৫-এ প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রায় ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয়, দুর্নীতি দরিদ্র, নিম্ন আয়ের ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অন্যায্য বোঝা। নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ওপর ঘুষ ও নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। যেসব খানার মাসিক আয় ১৬ হাজার ৭০৬ টাকার কম তাদের বার্ষিক আয়ের ১ দশমিক ৯ শতাংশ ঘুষ হিসেবে খরচ করতে হয়। পক্ষান্তরে মাসিক আয় ৮৫ হাজার টাকার বেশি এমন খানার ক্ষেত্রে এ হার শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ, অর্থাৎ নিম্ন আয়ের খানার ওপর দুর্নীতির আর্থিক বোঝা ২ দশমিক ৭ গুণ বেশি। জরিপে আরও দেখা যায়, নারী, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হতে হচ্ছে, যা তাদের সীমিত আর্থ-সামাজিক সক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত বোঝা তৈরি করছে এবং তাদের প্রান্তিকতাকে আরও বৃদ্ধি করছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা, শিক্ষা ইত্যাদি খাতে নারী সেবাগ্রহীতাদের উল্লেখযোগ্য হারে দুর্নীতির শিকার হওয়া এসব খাতে নারীদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করছে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের প্রত্যাশিত অগ্রগতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।

জরিপে অনলাইনে ও মিশ্র পদ্ধতির (আংশিক অনলাইনে ও আংশিক সরাসরি উপস্থিত হয়ে) তুলনায় সরাসরি উপস্থিত হয়ে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার বেশি। তবে বিভিন্ন খাতে ডিজিটাল সেবার আংশিক প্রচলন করা হলেও এসব খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের হার থেকে বোঝা যায়, একদিকে ডিজিটাল সেবা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ, অন্যদিকে ডিজিটালাইজেশন এমনভাবে করা হয়েছে যেন সেবাগ্রহীতাকে মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় ও ক্ষেত্রবিশেষে দালালের ওপর নির্ভর করতে হয়, এবং সেবাগ্রহীতা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। একদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচারসংশ্লিষ্ট সেবায় দুর্নীতি ও ঘুষের উচ্চ হার অব্যাহত রয়েছে, যা সাধারণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বড় বাধা, অন্যদিকে কৃষি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পাসপোর্ট এবং বিআরটিএ'র মতো জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে উচ্চ দুর্নীতি ও ঘুষ বৃদ্ধি পেয়েছে বা একইরকম রয়েছে, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক সেবাপ্রাপ্তির অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করছে।

ঘুষ আদায়ের শিকার খানার ৯৮ দশমিক ১ শতাংশ বাধ্য হয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, অন্যদিকে সেবাদাতার সাথে যোগসাজশে ২৩ দশমিক ১ শতাংশ খানা ঘুষ দিয়েছে বলে জরিপে দেখা যায়। দুর্নীতির কারণ হিসেবে বেশিরভাগ উত্তরদাতা বিচারহীনতা, সচেতনতার অভাব, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ না করা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করাকে চিহ্নিত করেছেন। প্রক্রিয়াগত জটিলতা, হয়রানি এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির আশঙ্কায় দুর্নীতির শিকার হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ খানা অভিযোগ জানাতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছে। অধিকাংশ খানা (৬১.৩ শতাংশ) মনে করে "সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি", যা দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণ করে। অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে অর্ধেকের বেশি (৫৩.৩ শতাংশ) খানার কোনো ধারণা নেই। দুদক সম্পর্কে ২৯ দশমিক ৫ শতাংশ এবং অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা (জিআরএস) সম্পর্কে ১ দশমিক ৪ শতাংশ খানার জানা থাকলেও এসব মাধ্যমে অভিযোগ দায়েরের হার খুব কম – দুদকের ক্ষেত্রে এ হার শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ ও জিআরএস-এর ক্ষেত্রে শূন্য দশমিক ২ শতাংশ, যা এসব ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাহীনতার প্রতিফলন। অন্যদিকে, যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তাদের ২১ দশমিক ৬ শতাংশ ক্ষেত্রে অভিযোগ গ্রহণ করাই হয়নি, এবং ৫১ শতাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, যা দুর্নীতি প্রতিকারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রবল অনীহা ও অব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে।

জরিপে অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা, তদারকি ও নজরদারি জোরদার করা, দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং অভিযোগ ব্যবস্থাকে আরও সহজলভ্য, কার্যকর ও জনবান্ধব করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের স্বার্থে আইনের কঠোর, নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত প্রয়োগ, তথ্যের অভিগম্যতা বৃদ্ধি এবং সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ধারাবাহিক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যে পর্যায়েরই হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে ভয় বা পক্ষপাতহীনভাবে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর অগ্রগতি অর্জন এবং তা দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখা সম্ভব হবে না।

এই জরিপের বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সাথে কাজ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ প্যানেল। এই প্যানেলের সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক সেকান্দার হায়াত খান, অধ্যাপক পিকে. মো. মতিউর রহমান, অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, অধ্যাপক সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন এবং অধ্যাপক এ. কে. এনামুল হকের সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত জরিপ পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। আমরা তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামানের নেতৃত্বে সম্পন্ন করেছেন টিআইবির গবেষক শাহজাদা এম আকরাম, মোহাম্মদ নুরে আলম, মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, কাওসার আহমেদ ও মুহা. নূরুজ্জামান ফরহাদ। গবেষণা ও জরিপ পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের কাজে সহায়তা করেছেন গবেষণা সহকারী মো: জহুরুল ইসলাম, সালমা সিদ্দিকা, মাহমুদা আক্তার পলি, তনিমা আক্তার জীম, মো ইয়াছিন আরাফাত, সাখীহা আলম ও সাদিয়া তাবাসসুম। তাছাড়া, এই খানা জরিপের জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত ১০৮ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী এবং ২৭ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ককে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই বহুমুখি প্রতিকূলতা (বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনেক ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ঝুঁকি) সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে সুচারুভাবে জরিপের তথ্য সংগ্রহের কাজটি সফলভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে। মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত এলাকায় কর্মরত টিআইবির এরিয়া কো-অর্ডিনেটর এবং সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ও ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস)-এর সদস্যগণ।

গবেষণার মান উন্নত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য টিআইবির উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়েরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে পরামর্শ ও প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের ঊর্ধ্বতন গবেষণা ফেলোসহ অন্যান্য সদস্য ও অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ডেটাবেস তৈরি, ফলাফল ড্যাশবোর্ডে উপস্থাপন ও ইনফোগ্রাফিক্স তৈরি করে সহযোগিতা করার জন্য টিআইবি'র সহকর্মী মাহাবুব আলম, রিফাত রহমান, কে. এম. রফিকুল ইসলাম এবং সামছুদ্দোহা সাফায়েতকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

দুর্নীতিমুক্ত, জবাবদিহিমূলক ও সুশাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল ও উপস্থাপিত সুপারিশমালা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন বলে আমরা আশা করছি। টিআইবি সংশ্লিষ্ট সকলের যে কোনো ধরনের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শকে স্বাগত জানাবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

খানা	একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজন খানাপ্রধান হিসেবে স্বীকৃত এমন পরিবারকে এই জরিপে 'খানা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
খানাপ্রধান	পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালনকারী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তিকে খানাপ্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
খানার সদস্য	জরিপ করার সময়ের আগে কমপক্ষে ছয়মাস ধরে খানায় অবস্থান করছে এমন ব্যক্তিকে (রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন/গৃহস্থালীর বিশেষ কাজে জড়িত) ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। স্থায়ীভাবে খানার বাইরে অবস্থান করার পরও নিয়মিত পরিবারের সাথে একত্রিত হয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা স্বীকৃত, এমন ব্যক্তিকেও খানার সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
খানার সক্রিয় সদস্য	খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে, খানা বা এর সদস্যদের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে, এমন সদস্যকে খানার সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
সেবা	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনগণের আবশ্যিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফি কিংবা ফি ছাড়া সহায়তা বা সহযোগিতা প্রদানের কাজকে সেবা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
সেবাখাত	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরাসরি নাগরিক সুবিধা প্রদান করে, এমন সরকারি ও বেসরকারি খাতকে এ জরিপে সেবাখাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
দুর্নীতি	এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'সেবাখাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার'। এক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ বলতে জনগণের অর্থ বা সম্পদ অন্যায়ভাবে কিংবা আইন-বহির্ভূত উপায়ে নিজের আয়ত্তে আনা বা হস্তগত করাকে বোঝানো হয়েছে।
ঘুষ	এ জরিপে ব্যবহৃত ঘুষের সংজ্ঞা হচ্ছে 'বাধ্য করে অথবা যোগসাজশে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়'। নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত অর্থ, প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ এবং আত্মসাৎকৃত অর্থ ইত্যাদি নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনকে এ জরিপে ঘুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
দুর্নীতির শিকার	কোনো খানার যে কোনো সদস্য সারা বছরে যে কোনো খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে কমপক্ষে একবার দুর্নীতির শিকার হলে সেই খানাটি দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে এই জরিপে বিবেচনা করা হয়েছে। সেবাগ্রহীতার ক্ষেত্রেও দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঘটনা নির্ণয়ে একই পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে।
ঘুষের শিকার	ওপরে বর্ণিত বিভিন্ন নিয়মবহির্ভূত অর্থ যারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দেয় তাদের ঘুষের শিকার বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কোনো খানার যে কোনো সদস্য সারা বছরে যে কোনো খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে কমপক্ষে একবার ঘুষ দিতে বাধ্য হলে, স্বেচ্ছায় ঘুষ দিলে বা যোগসাজশে ঘুষ দিলে সেই খানাটি ঘুষের শিকার হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সেবাগ্রহীতার ক্ষেত্রেও ঘুষের শিকার হওয়ার ঘটনা নির্ণয়ে একই পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে।
প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি	খানার যে কোনো সদস্যের যে কোনো ধরনের শারীরিক/মানসিক প্রতিবন্ধকতা থাকলে তাকে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি হিসেবে এই জরিপে বিবেচনা করা হয়েছে।
বিভিন্ন খাত সংক্রান্ত সেবা	
স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, সরকারি মাতৃসদন কেন্দ্র ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (যেমন: বেসরকারি ক্লিনিক, বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ইত্যা) দিমাধ্যমে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা এই খাতে অন্তর্ভুক্ত। তবে দুর্নীতির তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কেবল সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
শিক্ষা	বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি, এমপিওভুক্ত বেসরকারি রেজিস্টার্ড, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) হতে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভর্তি, বেতন, পরীক্ষার ফি, পরীক্ষার নিবন্ধন, বই বিতরণ, উপবৃত্তি ও বিবিধ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সেবাগুলোকে বোঝানো হয়েছে। তবে দুর্নীতির তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু সরকারি ও এমপিওভুক্ত বেসরকারি রেজিস্টার্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের সেবা এই জরিপের অন্তর্ভুক্ত।
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সকল জনসংশ্লিষ্ট সেবা, যেমন জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, জলবায়ু ও দুর্যোগ সহায়তা, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা এবং অন্যান্য সেবাকে বোঝানো হয়েছে।

ভূমি	ভূমিসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যেমন ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর রেকর্ড অফিস, এলএ ও এসএ শাখা, জেলা রেজিস্ট্রার অফিস, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে প্রদত্ত সব ধরনের সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
কৃষি	সার ও বীজ সরবরাহ, সরকারি ভর্তুকি, কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনীসহ অন্যান্য উপকরণের জন্য সরকারপ্রদত্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত হিসেবে থানা পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, র‍্যাব, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ এবং সিআইডি'র কাছ থেকে প্রাপ্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	একজন বিচারপ্রার্থীর বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য, মামলা ও বিচারকার্য পরিচালনা ও এ সংক্রান্ত সহায়তার সাথে জড়িত সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে গৃহীত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিদ্যুৎ	বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান, যেমন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বিপিডিবি, ডেসকো, ডিপিডিসি, ওয়েস্টজোন পাওয়ার কোম্পানিপ্রদত্ত গ্রাহক সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
ব্যাংকিং	সরকারি তফসিলি, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক এবং বহুজাতিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ, ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ, হিসাব/এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/মানি অর্ডার, কৃষি ঋণ, বয়স্কভাতা/ পেনশনের টাকা উত্তোলন, বিভিন্ন বিল প্রদান এবং অন্যান্য সেবাকে বিবেচনা করা হয়েছে।
কর ও শুল্ক	ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর আওতায় আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক প্রদানের ক্ষেত্রে খানা কর্তৃক টিআইএন, ভ্যাট ও বিআইএন নিবন্ধন, আয়কর ও ভ্যাট নির্ধারণ, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে পণ্যের শুল্ক নির্ধারণ, আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক, ডাক শুল্ক ও ভ্রমণ কর সংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
এনজিও	উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বেসরকারি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র গ্রাহক সেবাকে (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মঝারি ঋণ) বোঝানো হয়েছে।
বীমা	সরকারি এবং বেসরকারি সব ধরনের বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, আগুন এবং দুর্ঘটনা বীমা, অবসর বীমা প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)	বিআরটিএ হতে রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সনদ, রুট পারমিট, ট্যাক্স টোকেন, ইন্সুরেন্স নথি জমা, মালিকানা বা ঠিকানা বদল, কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্তি, হারানো নথি বা সনদ সংগ্রহ, গাড়ির কাগজপত্র জমা দেওয়া, ড্রাইভিং লাইসেন্স (ড্রাইভিং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, লাইসেন্স সংগ্রহ বা নবায়ন, হারানো লাইসেন্স সংগ্রহ) প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
পাসপোর্ট	নতুন পাসপোর্ট করা, নবায়ন করা, পাসপোর্টে তথ্য সংযোজন বা বিয়োজন বা পরিবর্তন সম্পর্কিত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
গ্যাস	গ্যাস সংযোগ বা পুনঃসংযোগ, মেরামত ও বিল সংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, উপজেলা/জেলা কৃষি অফিস, উপজেলা/জেলা মৎস্য অফিস, উপজেলা/জেলা পশুসম্পদ অফিস, উপজেলা/জেলা খাদ্য অফিস, সামরিক বাহিনী (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী), আধা-সামরিক বাহিনী (বিজিবি, কোস্টগার্ড), মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কার্যালয় কর্তৃক বিতরণকৃত দুর্যোগ সহায়তাকে বোঝানো হয়েছে। এখানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিতরণকৃত দুর্যোগ সহায়তাকে বিবেচনা করা হয়নি।
জাতীয় পরিচয়পত্র	জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) একটি বাধ্যতামূলক নথি যা ১৮ বছর বয়সে পরিণত হলে প্রত্যেক বাংলাদেশী নাগরিককে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়ে সংগ্রহ করতে হয়। নতুন এনআইডি সংগ্রহ, এনআইডির তথ্য সংশোধন ইত্যাদি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
অন্যান্য সেবাখাত/প্রতিষ্ঠান	সুনির্দিষ্ট ১৭টি খাতের বাইরের খাতগুলোকে অন্যান্য নামক একটি আলাদা খাতে যুক্ত করা হয়েছে। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস), অনলাইন শপিং, ওয়াসা, নির্বাচন কমিশন, ডাক বিভাগ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বিটিসিএল, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিসের সেবা প্রভৃতি অন্যান্য খাতের অন্তর্ভুক্ত।

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে দুর্নীতি একটি গুরুতর বাধা। বাংলাদেশে এটি এখন গণমাধ্যম ও সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের আলোচনা ও উদ্বেগের অন্যতম প্রধান বিষয়। রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও কৌশলগত পরিকল্পনায় দুর্নীতি দমনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং শাসনব্যবস্থাকে সবার জন্য–বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য–সহজপ্রাপ্য ও কার্যকর করার ওপর জোর দেওয়া হলেও বাস্তব প্রয়োগে সুশাসন নিশ্চিত করতে এখনও নানা চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

২০২৪ সালের কর্তৃত্ববাদী সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে (যা জুলাই আন্দোলন নামে অধিক পরিচিত) দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রতিফলিত হয়। যদিও আন্দোলনের তাৎক্ষণিক কারণ ও দাবিগুলো ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত, তবুও সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রকাঠামোতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং ন্যয়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি জোরালোভাবে উঠে আসে। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণ দুর্নীতিকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম প্রধান সংকট হিসেবে চিহ্নিত করে। তাদের বক্তব্যে উঠে আসে যে, প্রশাসন, শিক্ষা ব্যবস্থা, নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং সেবাখাতে দুর্নীতির বিস্তার মেধা, ন্যায়বিচার ও সমান সুযোগের পথকে বাধাগ্রস্ত করছে। ফলে একটি দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি আন্দোলনের একটি অন্তর্নিহিত শক্তিতে পরিণত হয়।

রাষ্ট্রীয় ও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের নানা স্তরে দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে। রাজনীতি, প্রশাসন ও বেসরকারি খাতের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পারস্পরিক যোগসাজশে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে ক্ষমতার অপব্যবহার, অনৈতিক সুবিধা অর্জন এবং বিপুল অঙ্কের অর্থের অবৈধ লেনদেন ঘটে, যা সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক উভয় পর্যায়েই গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ ধরনের দুর্নীতি সাধারণত বৃহৎ দুর্নীতি হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের সময় সেবাগ্রহীতারা নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্মুখীন হয়। এসব সেবার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ আদায়সহ হয়রানি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদিকে ক্ষুদ্র দুর্নীতি হিসেবে ধরা হয়, যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ব্যাহত করে।

দুর্নীতি মানব উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সমতার পথে একটি গুরুতর প্রতিবন্ধক। এটি কেবল সম্পদের সুষম বণ্টনকে ব্যাহত করে না, বরং রাষ্ট্রীয় সেবার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্তিকেও সীমিত করে। বিশেষ করে সেবাখাতে দুর্নীতির প্রভাব আরও গভীর ও প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়, কারণ এখানেই সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার মতো মৌলিক প্রয়োজনীয়তার জন্য নির্ভরশীল। সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম, ঘুষ, অতিরিক্ত অর্থ দাবি কিংবা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে, যা সামাজিক বৈষম্যকে আরও তীব্র করে তোলে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫[১], অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫[২], জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২[৩], প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)[৪] এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৩১ দফাভিত্তিক 'রাষ্ট কাঠামো মেরামতের রূপরেখা'য়'[৫] সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে অঙ্গীকার করা হয়েছে। এছাড়া জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।[৬] এছাড়া দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কৌশলগত পরিকল্পনা ও আইনি কাঠামো বিদ্যমান, যার মূল লক্ষ্য দুর্নীতি হ্রাসের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা। তবে এসব উদ্যোগের কার্যকর বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এখনো প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। এছাড়া ২০১৫ সালে জাতিসংঘ-ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১৬ শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং এর লক্ষ্য ১৬.৫-এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল পর্যায়ে দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জন কেবল প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয় নয়; বরং এটি মানব উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

[১] বিস্তারিত দেখুন: https://www.scribd.com/document/957526183
[২] বিস্তারিত দেখুন: https://plandiv.gov.bd/pages/files/694031e1a31054345f0d263e
[৩] বিস্তারিত দেখুন: https://plandiv.gov.bd/sites/default/files/files/plandiv.portal.gov.bd/files/2ea72201_007b_4604_a195_581522889b67/শুদ্ধাচার%20কৌশল.pdf
[৪] বিস্তারিত দেখুন: https://plandiv.gov.bd/pages/files/694031e1a31054345f0d266a
[৫] বিস্তারিত দেখুন: https://www.bnpbd.org/31-points?language=bn
[৬] বিস্তারিত দেখুন: https://uncaccoalition.org/the-uncac/about-the-uncac/?utm_source=chatgpt.com

বাংলাদেশ এই বৈশ্বিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইতোমধ্যে বিভিন্ন নীতি, কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কার্যকর অগ্রগতি নিশ্চিত করতে নির্ভরযোগ্য তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে খানাভিত্তিক জরিপ দুর্নীতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরার একটি কার্যকর উপায়। এ ধরনের জরিপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে দুর্নীতির প্রকৃতি, ধরন, বিস্তৃতি ও তীব্রতা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। এ ধরনের অভিজ্ঞতাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি দুর্নীতির অদৃশ্য বা অনানুষ্ঠানিক দিকগুলো উদ্ঘাটনে বিশেষভাবে কার্যকর, কারণ অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ঘটনা আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত হয় না বা অভিযোগ হিসেবে উঠে আসে না। এতে দুর্নীতির প্রকৃতি, বিস্তৃতি এবং সেবাখাতভেদে এর পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ হয়। ফলে খানার সদস্যদের সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত তথ্য বাস্তব পরিস্থিতির একটি ধারণা দেয়, যা নীতি-নির্ধারণ, সেবা ব্যবস্থার সংস্কার এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ ক্ষেত্রে দেশে দুর্নীতি বিষয়ক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়মিত তথ্যসূত্র হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর দুর্নীতি বিষয়ক খানা জরিপ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই জরিপের মাধ্যমে সেবাখাতে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতির প্রবণতা, ধরন ও মাত্রা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন খাতে দুর্নীতি কমছে বা বাড়ছে, কোথায় ঝুঁকি বেশি এবং কোন জনগোষ্ঠী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত–এসব গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। তাছাড়া, এই জরিপের তথ্য মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের পথে বিদ্যমান বাধাগুলো শনাক্ত করতে সহায়তা করে। ফলে এটি নীতি-নির্ধারকদের জন্য প্রমাণনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে লক্ষ্যভিত্তিক কৌশল প্রণয়ন, সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা সহজপ্রাপ্য করার উদ্যোগ নেওয়া সহজ হয়। ফলে খানাভিত্তিক এই জরিপ কেবল দুর্নীতির চিত্রই তুলে ধরে না, বরং তা মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ভিত্তিও তৈরি করে। একইসঙ্গে সেবাপ্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর কৌশল গ্রহণ এবং নাগরিকবান্ধব সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলে খানা জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য কেবল বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিফলন নয়, বরং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সহায়ক হিসেবে বিবেচিত। এই প্রেক্ষাপটে 'সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫' রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকার ও কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে এবং সেবাখাতে দুর্নীতির ধরন অনুযায়ী যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি এটি জনগণের মধ্যে দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে সোচ্চার ও উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

টিআইবি সেবাখাতে দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা নির্ণয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত দুই থেকে তিন বছর অন্তর মোট দশটি খানা জরিপ পরিচালিত হয়েছে – ১৯৯৭, ২০০২, ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১ এবং ২০২৩ সালে। বর্তমান খানা জরিপটি সেবাখাতে দুর্নীতির ওপর একাদশ জরিপ। এই জরিপের মাধ্যমে ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির শিকার হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

১.২ জরিপের উদ্দেশ্য

জরিপের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো –

১. সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে খানাগুলো কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা;
২. বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলো যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা;
৩. খানাগুলোর আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা বিশ্লেষণ করা; এবং
৪. দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা।

১.৩ জরিপের আওতা

জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'সেবাখাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার'। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন নাগরিকদের কল্যাণে ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত ক্ষমতা বা দায়িত্বকে ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তখন সেটি দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এই জরিপে দুর্নীতির ধারণা কেবল ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, বরং একে একটি বিস্তৃত সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যারূপে বিবেচনা করা হয়েছে। জরিপে সেবা নিতে গিয়ে সাধারণ জনগণ যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় সেসব এই জরিপে দুর্নীতির আওতাভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে ঘুষ, জোরপূর্বক অর্থ আদায়, আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও প্রভাব বিস্তার। জরিপে 'বাধ্য করে অথবা যোগসাজশে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়'কে ঘুষের সংজ্ঞা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

জরিপে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী খানাগুলোর সদস্যরা যে ধরনের অনিয়ম, হয়রানি বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানের সম্মুখীন হয়েছে, সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপে সুনির্দিষ্ট ১৭টি সেবাখাত/প্রতিষ্ঠানের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচিত খাতগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বিআরটিএ, কর ও শুল্ক, এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ), পাসপোর্ট, বীমা, গ্যাস, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা। উপরোক্ত সুনির্দিষ্ট খাতগুলোর বাইরে অন্যান্য খাত বা প্রতিষ্ঠানে খানার অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করার জন্য জরিপের প্রশ্নপত্রে 'অন্যান্য সেবাখাত' নামে একটি অংশ সংযোজন করা হয়। অন্যান্য সেবার আওতায় মোবাইল আর্থিক সেবা, ওয়াসা, ডাক বিভাগ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বিটিসিএল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানপ্রদত্ত সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জরিপে খাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদানের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে।

১.৪ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন

এই জরিপে সারা দেশের প্রতিনিধিত্বশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রণীত আইএমপিএস (Integrated Multipurpose Sampling Frame–IMPS) ব্যবহার করা হয়েছে। নমুনা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অনুসরণ করে দুই পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (Two-stage Stratified Cluster Sampling) প্রয়োগ করা হয়, যাতে দেশের ভৌগোলিক ও জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্য যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়।

প্রথম পর্যায়ে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগকে গ্রাম ও শহরাঞ্চলভিত্তিক মোট ১৬টি স্তরে (strata) বিভক্ত করা হয়েছে। এভাবে স্তরায়নের মাধ্যমে প্রতিটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নমুনা নির্বাচন করা হয়, যা জরিপের ফলাফলকে অধিকতর নির্ভুল ও প্রতিনিধিত্বশীল করে তোলে। পরবর্তীতে বিবিএস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আইএমপিএস ফ্রেমে অন্তর্ভুক্ত মোট ২ হাজার ৭৬৬টি পিএসইউ (Primary Sampling Unit - PSU) থেকে প্রতিটি স্তরের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক পিএসইউ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়েছে এভাবে সর্বমোট ১ হাজার ১৪৯টি পিএসইউ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৬৬৪টি এবং শহরাঞ্চলে ছিল ৪৮৫টি পিএসইউ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিটি পিএসইউ-তে সমসংখ্যক খানা তালিকাভুক্ত (listing) করা হয়। এই তালিকা তৈরির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল সম্ভাব্য খানা শনাক্ত করা হয়, যাতে নমুনা নির্বাচন আরও সুশৃঙ্খল ও পক্ষপাতমুক্ত থাকে। পরবর্তীতে এই তালিকা থেকে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিটি স্তর থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খানা চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয় এবং সেগুলোর ওপর জরিপ পরিচালনা করা হয়।

১.৪.১ নমুনার আকার

নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে ৫ শতাংশ ত্রুটির সীমা (Margin of Error) বিবেচনায় প্রতিটি স্তরে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

$$n = \frac{p(1-p)z^2 * \text{design effect}}{e^2}$$

এখানে,

n = নমুনার আকার

p = ০.৭০৯ (২০২১ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের অনুপাত)

z = ১.৯৬ (৯৫% confidence interval এ Sample Variate-এর মান)

e = ৫% (স্তর ভিত্তিক Margin of Error)

design effect = ৩

এভাবে নির্ধারিত স্তরপ্রতি নমুনার আকার দাঁড়ায় ৯৫১টি খানা। তবে ১২ শতাংশ তথ্যের অপ্রাপ্ততা (non-response) বিবেচনায় (যেহেতু পূর্ববর্তী খানাতালিকা ব্যবহার করা হবে, তাই এই হার ৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২ শতাংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে) স্তরপ্রতি সর্বনিম্ন নমুনার আকার দাঁড়ায় ৯৯০টি খানা। অর্থাৎ প্রতিটি স্তর হতে সমানসংখ্যক (৯৫১টি) খানা পাওয়ার লক্ষ্যে ১ হাজার ৮০টি খানা জরিপের জন্য নির্বাচনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

১.৪.২ নমুনার বণ্টন

প্রতিটি স্তর হতে প্রাথমিকভাবে ১৩টি খানা চূড়ান্তভাবে জরিপের জন্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন স্তরে আইএমপিএস ফ্রেম অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক পিএসইউ না থাকায় উক্ত স্তরগুলোতে নির্ধারিত খানার সংখ্যায় পৌছানোর লক্ষ্যে কোনো কোনো

পিএসইউ হতে ২৬ থেকে ৩৪টি খানা নির্বাচন করা হয়েছে। ফলে রংপুর, ময়মনসিংহ এবং বরিশালের শহরাঞ্চল এলাকাগুলোর পিএসইউ হতে ২৬টি এবং সিলেটের শহরাঞ্চল এলাকাগুলোর পিএসইউ থেকে ৩৪টি করে খানা নির্বাচন করা হয়। এইভাবে প্রতিটি স্তর থেকে ১ হাজার ৮০টি খানা এবং প্রতিটি বিভাগ থেকে ২ হাজার ১৬০টি খানা তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়।

চিত্র ১.১: একনজরে নমুনায়ন পদ্ধতি

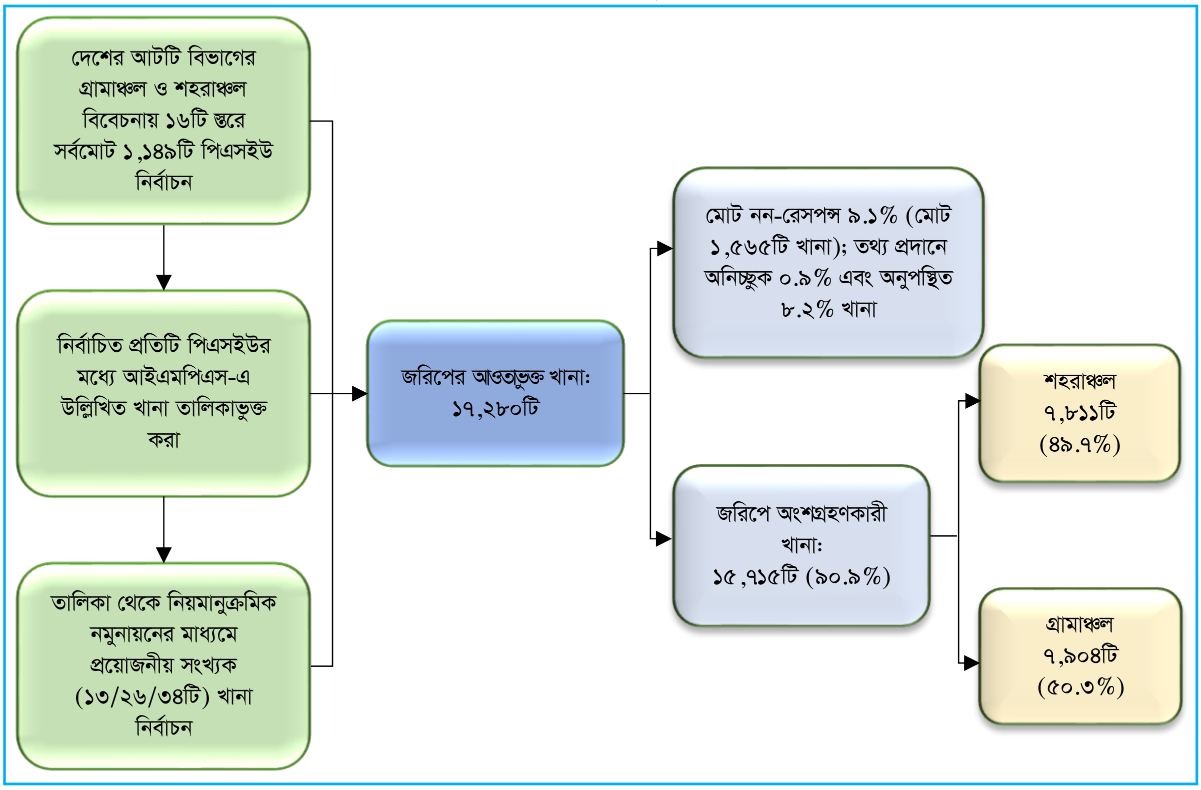

১.৪.৩ জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার বণ্টন

জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫-এ নমুনা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সর্বমোট ১৭ হাজার ২৮০টি খানার তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, যা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীলতা নিশ্চিত করেছে। তবে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় মোট ১ হাজার ৫৬৫টি খানা (৯.১%) থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি; এর মধ্যে ১৫০টি খানা (০.৯ শতাংশ) তথ্য প্রদানে অনিচ্ছুক এবং ১ হাজার ৪১৫টি (৮.২ শতাংশ) খানা পরিদর্শনের সময় অনুপস্থিত ছিল। ফলে চূড়ান্তভাবে ১৫ হাজার ৭১৫টি খানায় সফলভাবে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, যা নির্ধারিত মোট নমুনার ৯০ দশমিক ৯ শতাংশ। এর মধ্যে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের খানার সংখ্যা প্রায় সমান, যেখানে গ্রামাঞ্চলে ৭ হাজার ৯০৪টি খানা (৫০.৩ শতাংশ) এবং শহরাঞ্চলে ৭ হাজার ৮১১টি খানা (৪৯.৭ শতাংশ) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আটটি প্রশাসনিক বিভাগের গ্রাম ও শহরাঞ্চলভিত্তিক এই স্তরায়িত বিন্যাসের মাধ্যমে জরিপের নমুনা জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীলতা নিশ্চিত করেছে এবং পরিসংখ্যানগত মানদণ্ড অনুসারে উচ্চমান বজায় রেখেছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই নমুনা কাঠামো থেকে প্রাপ্ত প্রধান সূচক – বিশেষত গত এক বছরে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার – বিশ্বাসযোগ্যতার দিক থেকে সন্তোষজনক। উভয় সূচকের ক্ষেত্রে ত্রুটির সীমা ছিল প্রায় ±১.৬ শতাংশ, যা জরিপের ফলাফলকে নির্ভরযোগ্য ও নীতিনির্ধারণে ব্যবহারযোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সারণি ১.১: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন

বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট খানা
ঢাকা	৯৫২	৯৬৮*	১,৯২০
চট্টগ্রাম	৯৮৪	৯৭৭*	১,৯৬১
রাজশাহী	১,০০৪	৯৫১	১,৯৫৫
খুলনা	৯৯২	৯৫৪	১,৯৪৬
বরিশাল	১,০০৫	১,০২১	২,০২৬
রংপুর	৯৮৯	৯৮০	১,৯৬৯
সিলেট	৯৬৯	৯৭৩	১,৯৪২
ময়মনসিংহ	১,০০৯	৯৮৭	১,৯৯৬
মোট খানা	**৭,৯০৪**	**৭,৮১১**	**১৫,৭১৫**

**ঢাকার পিঙ্ক সিটি আবাসন কর্তৃপক্ষ, এবং রাঙ্গামাটির কাউখালীতে নিরাপত্তার অজুহাতে স্থানীয় নেতৃত্বের বাধার কারণে মোট দুটি পিএসইউতে জরিপ করা সম্ভব হয়নি*

পূর্ববর্তী জরিপগুলোর তুলনায় অধিক নির্ভুল, তুলনাযোগ্য এবং প্রতিনিধিত্বশীল তথ্য নিশ্চিত করতে নমুনা বণ্টনের কৌশল পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এই জরিপে প্রতিটি স্তর (প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল) থেকে সমানসংখ্যক (equal allocation) খানা নির্বাচন করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিটি স্তরের জন্য সমান গুরুত্ব নিশ্চিত হয়েছে এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ আরও কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য হয়েছে। এছাড়া নমুনা কাঠামোর মানোন্নয়নের জন্য বিবিএস প্রণীত সর্বশেষ আইএমপিএস ফ্রেম ব্যবহার করা হয়েছে, যা ২০২২ সালের জনশুমারির ও গৃহগণনার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। এই নতুন ও উন্নত ফ্রেম দেশের বর্তমান জনসংখ্যাগত বাস্তবতা ও ভৌগোলিক বিন্যাসকে আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে। জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পিএসইউ এবং সংশ্লিষ্ট খানার সংখ্যা বিবিএস থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে, যা নমুনা নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে আরও মানসম্মত এবং বিজ্ঞানসম্মত করেছে।

১.৫ জরিপের সময়কাল

এই খানা জরিপের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ২০২৫ সালের ১২ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত হয়। নির্ধারিত এই সময়ের মধ্যে ৬৪টি জেলায় মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন করা হয়। জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর কাছ থেকে বিগত এক বছরের (নভেম্বর ২০২৪ থেকে অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত) বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৬ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

মাঠপর্যায়ে দক্ষ ও নির্ভরযোগ্যভাবে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জরিপকাজে অভিজ্ঞ ২৭ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক (ফিল্ড সুপারভাইজর) এবং ১০৮ জন তথ্য সংগ্রহকারী (ফিল্ড এনুমারেটর) নিয়োগ দেওয়া হয়। নির্বাচিত ব্যক্তিদের জন্য ১১ দিনব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, যেখানে জরিপের উদ্দেশ্য, প্রশ্নপত্রের কাঠামো, সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল এবং নৈতিক দিকসহ টিআইবি'র প্রয়োজনীয় নীতিমালা (মানবসম্পদ নীতিমালা, জেন্ডার নীতিমালা, সুরক্ষা নীতিমালা ইত্যাদি) বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী ফিল্ড টেস্ট পরিচালিত হয় এবং এর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হয়। একইসঙ্গে জরিপ পরিচালনার খুঁটিনাটি বিষয়, যেমন উত্তরদাতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, নিরপেক্ষভাবে প্রশ্ন করা এবং তথ্য যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ফিল্ড টেস্ট এবং গবেষক ও পরামর্শক দলের পর্যালোচনার পর খসড়া প্রশ্নমালা জরিপের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে আধুনিক ও কার্যকর করতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কোবোটুলবক্স (KoBoToolbox) ব্যবহার করে স্মার্টফোনের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয় এবং সংগৃহীত উপাত্ত টিআইবি'র প্যাক্ট্যাপ (PACTApp) সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়। এই ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে তথ্যের তাৎক্ষণিক যাচাই, ত্রুটি কমানো এবং উপাত্তের মান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। মাঠপর্যায়ে প্রতিটি দলের তত্ত্বাবধায়ক নিজ নিজ দলের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে। জরিপ চলাকালীন পূরণকৃত প্রতিটি প্রশ্নপত্র টিআইবি'র গবেষক দল ও ফিল্ড সুপারভাইজরদের তত্ত্বাবধানে পুনঃযাচাই করা হয়, যাতে তথ্যের নির্ভুলতা ও সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে। এক্ষেত্রে গবেষক দল ও ফিল্ড সুপারভাইজার কর্তৃক শতভাগ প্রশ্নপত্রের 'রেকর্ড চেক', ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রশ্নপত্রের 'ব্যাক চেক', ৪ দশমিক ৫ শতাংশ 'স্পট ও অ্যাকোম্পানি চেক' এবং ৩ শতাংশ প্রশ্নপত্রের টেলিফোন চেক করা হয়।

জরিপ থেকে সংগৃহীত উপাত্তের বিশ্লেষণ টিআইবি'র নিজস্ব গবেষণা দল সম্পন্ন করেছে। গবেষণার বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে ধারণাপত্র প্রণয়ন থেকে শুরু করে ফলাফল উপস্থাপন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছয়জন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সেকান্দর হায়াত খান, পিকে. মো. মতিউর রহমান, মোহাম্মদ শোয়ায়েব ও সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, যারা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি)-এর প্রাক্তন বা

বর্তমান অধ্যাপক, এবং এ. কে. এনামুল হক, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)। তাঁদের সক্রিয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শের মাধ্যমে জরিপের নকশা, বাস্তবায়ন ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া আরও সমৃদ্ধ ও মানসম্পন্ন হয়েছে।

১.৭ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য মাঠপর্যায়ে সংগৃহীত প্রশ্নমালার তথ্যসমূহে বিদ্যমান অসামঞ্জস্য, ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করা এবং বিশ্লেষণের জন্য উপযোগী একটি পরিশুদ্ধ ডেটাসেট তৈরি করা। এ জন্য তথ্য পুনঃযাচাই, সম্পাদনা (editing), রিকোডিং (recoding) এবং ক্লিনিং (cleaning)-এর বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করা হয়, যাতে উপাত্তের গুণগত মান নিশ্চিত করা যায়। জরিপের উপাত্ত বিশ্লেষণে বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন স্টাটা (STATA), এসপিএসএস (SPSS), এমএস এক্সেল (MS Excel) ইত্যাদি। এসব সফটওয়্যারের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে উপাত্ত ব্যবস্থাপনা (data management), পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ এবং ফলাফল উপস্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। বিশ্লেষণের প্রতিটি ধাপে নমুনাভুক্ত খানাগুলোর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে ‘ডিজাইন-ভিত্তিক’ (design-based) প্রাক্কলন (estimation) নিরূপণের জন্য উপযুক্ত পরিসংখ্যানিক ভর[৭] (weight) প্রয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো জাতীয় পর্যায়ে সাধারণীকরণযোগ্য (generalizable) এবং প্রতিনিধিত্বশীল (representative) হয়েছে।

বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রধানত বিভিন্ন সূচক ও চলকের শতকরা হার (percentage) এবং গড় (mean) নির্ণয় করা হয়েছে, যা সেবাখাতে দুর্নীতির বিস্তৃতি ও প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক। পাশাপাশি জরিপে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় বাংলাদেশের মোট খানার ওপর ভিত্তি করে সামগ্রিক ও খাতভিত্তিক ঘুষের পরিমাণের প্রাক্কলন করা হয়েছে।[৮] প্রাক্কলনসমূহের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য খাতভিত্তিক Standard Error (SE)[৯] নির্ণয় করা হয়েছে। তাছাড়া দুর্নীতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি খানার যে কোনো সদস্য যে কোনো খাত থেকে সেবা গ্রহণকালে যদি একবার ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেয় বা অন্যান্য ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় তাহলে সেই খানাকে দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়েছে। তদুপরি, পরিসংখ্যানিক ভর নির্ধারণ ও গড় হিসাবের ক্ষেত্রে তুলনামূলক আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিশ্লেষণের নির্ভুলতা বৃদ্ধি করেছে।

১.৮ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি

জাতীয়ভাবে মোট ঘুষের প্রাক্কলন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পর্যায়গুলো অনুসরণ করা হয় -

১. প্রথমত, সার্বিকসহ প্রতিটি খাতে খানাপ্রতি গড় ঘুষ নির্ণয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যতগুলো খানা সারা বছরে কোনো না কোনো খাত থেকে একবারও সেবা গ্রহণ করে থাকলে সেই খানার সংখ্যাকে ‘হর’ ধরা হয়েছে।

২. দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনশুমারি ও গৃহগণনা, ২০২২ অনুযায়ী খানার সংখ্যা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ওপর ভিত্তি করে জরিপের বিবেচ্য সময়ে খানার সংখ্যা প্রাক্কলন করা হয়েছে যা ৪ কোটি ৭৫ লাখ।

৩. সর্বশেষে, প্রাক্কলিত খানার সংখ্যাকে গড় ঘুষ দ্বারা গুণ করে প্রাথমিক প্রাক্কলন করা হয়েছে, এবং পরবর্তীতে জরিপের সেবাগ্রহীতা খানার হার দিয়ে গুণ করে চূড়ান্ত প্রাক্কলন করা হয়েছে।
   - সার্বিক বা খাতভিত্তিক গড় = মোট ঘুষ/মোট সেবাগ্রহীতা খানা
   - প্রাথমিক প্রাক্কলন = গড় ঘুষ x প্রাক্কলিত খানার সংখ্যা
   - চূড়ান্ত প্রক্কলন = প্রাথমিক প্রাক্কলন x সেবাগ্রহীতা খানার হার (service interaction)

---

[৭] P1 = Number of HH surveyed (13-34) / Number of HH listed (50-205), P2= Sample PSU per strata (31-83)/Number of IMPS PSU given by BBS (31-392), P3= number of IMPS PSU given by BBS (31-392)/Population PSU-estimated (4368-54930), P=P1*P2*P3, W1=1/P, W2=Weight based on non-response rate, W=W1*W2; পরবর্তীতে বিশ্লেষণের সময় খানাগুলোকে ভর দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

[৮] প্রথমে ভর দিয়ে খানাপ্রতি গড় ঘুষ প্রাক্কলন করা হয় এবং গড় ঘুষকে মোট খানা দিয়ে গুণ করা হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে সেবা গ্রহণের অনুপাত দিয়ে গুণ করে মোট ঘুষ প্রাক্কলন করা হয়।

[৯] সমগ্র population থেকে তথ্য নিয়ে proportion বের করা হলে তা প্রকৃত মান প্রকাশ করে। কিন্তু population থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়ন করায় প্রাপ্ত proportion-এর একটি আনুমানিক মান পাওয়া যায় যা প্রকৃত মান থেকে কম-বেশি হতে পারে। নমুনা থেকে প্রাপ্ত এই আনুমানিক পার্থক্য পরিসংখ্যানের পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয় যা SE নামে পরিচিত।

২.১ খানার বৈশিষ্ট্য

এই জরিপে একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া ও পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানাপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে এই জরিপে 'খানা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। একই পরিবারে অবস্থান করছে এবং ছয়মাস ধরে একই রান্নায়/হাঁড়িতে আহার গ্রহণ করেছে এরূপ ব্যক্তিরা (আত্মীয়-স্বজন এবং গৃহস্থালীর কাজে জড়িত) খানার সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য -

১) ওপরে বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী গৃহপরিচারিকা, বাড়ির লজিং মাস্টার, দোকানের কর্মচারী ইত্যাদি ব্যক্তিরাও খানার সদস্য হিসেবে বিবেচিত।

২) পরিবারের কোনো সদস্য যদি স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে খানার বাইরে অবস্থান করে, কিন্তু খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও আর্থিক কারণে খানার ওপর নির্ভরশীল হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে (যেমন কোনো সেবা গ্রহণকালে খানা অর্থ ব্যয় করবে কিনা) এবং সেইসাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা খানার সদস্য হিসেবে স্বীকৃত হয়, এমন ব্যক্তিকেও বর্তমান জরিপে খানার সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৩) পরিবারের কোনো সদস্য যদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে কিন্তু সে তার পরিবারসহ দেশের ভিন্ন কোনো স্থানে অথবা দেশের বাইরে অবস্থান করে তাহলে সেই সদস্য খানার সদস্য বলে বিবেচিত হয়নি। যেমন, খানার কোনো সদস্য তার পরিবারসহ ঢাকায় অবস্থান করছে এবং গ্রামে তার মা-বাবাকে টাকা পাঠায়, এক্ষেত্রে গ্রামের মা-বাবার কাছে যদি তথ্য সংগ্রহ করতে যাওয়া হয় তাহলে ঢাকায় অবস্থানরত ব্যক্তিটি ও তার পরিবারের সদস্যরা উক্ত খানার সদস্য বলে বিবেচিত হয়নি।

৪) খানার কোনো সদস্য যদি কোনো হোস্টেলে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে আবাসিক থেকে পড়ালেখা করে অথবা চাকরি বা ভর্তি পরীক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে খানার বাইরে অবস্থান কওে, তাহলে তিনি খানার সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে গত ছয় মাসে এক হাঁড়িতে খেয়েছেন কিনা এ ব্যাপারটি বিবেচিত হয়নি।

৫) কোনো পরিবারের বাবা-মা যদি সন্তানদের পরিবারের সাথে পালাক্রমে থাকে, সেক্ষেত্রে গত এক বছরের মধ্যে যদি ছয়মাস কোনো পরিবারের সাথে থাকে তাহলে ওই পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। যদি এর কম সময় অবস্থান করে অর্থাৎ দুইমাস অথবা তিনমাস করে পালাক্রমে অবস্থান করে তাহলে সে পরিবার সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি, বরং অতিথি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

এই জরিপে খানায় অবস্থান করে খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে, খানা বা এর সদস্যদের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে - এ ধরনের সদস্যকে খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

২.১.১. খানার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, খানাগুলোর নারী-পুরুষের শতকরা হার যথাক্রমে ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ৫১ দশমিক ১ শতাংশ (চিত্র ২.১), যা জাতীয়ভাবে নারী ও পুরুষের হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১০] জরিপকৃত খানার গড় সদস্য সংখ্যা ৪ দশমিক ৬ জন, গ্রামাঞ্চল ৪ দশমিক ৬ জন এবং শহরাঞ্চলে ৪ দশমিক ৫ জন। খানার সদস্যদের গড় বয়স প্রায় ২৯ বছর, এর মধ্যে নারীদের গড় বয়স প্রায় ২৯ এবং পুরুষের গড় বয়স ৩০ বছর।[১১] জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৭ দশমিক ৫ শতাংশ খানায় কমপক্ষে একজন প্রতিবন্ধিতাসহ সদস্য রয়েছে।

---

[১০] এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গ শূন্য দশমিক ০১ শতাংশ।

[১১] জাতীয়ভাবে নারী, পুরুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গের শতকার হার যথাক্রমে ৫০ দশমিক ৪৫ শতাংশ, ৪৯ দশমিক ৫৮ শতাংশ ও শূন্য দশমিক ০১ শতাংশ (বিবিএস, *জনশুমারি ও গৃহগণনা* ২০২২, নভেম্বর ২০২৩, https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-bbs/2024/12/ad6c94d02722448f92690a27c4313ec9.pdf); এবং গড় সদস্য সংখ্যা ৪ দশমিক ২৬ জন (বিবিএস, *খানার আয় ও ব্যয় জরিপ* ২০২২, ডিসেম্বর ২০২৩, https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-bbs/2024/12/22b6e770f6a84cd9a48ff636ae506818.pdf)।

চিত্র ২.১: খানার সদস্যদের লিঙ্গ (%)

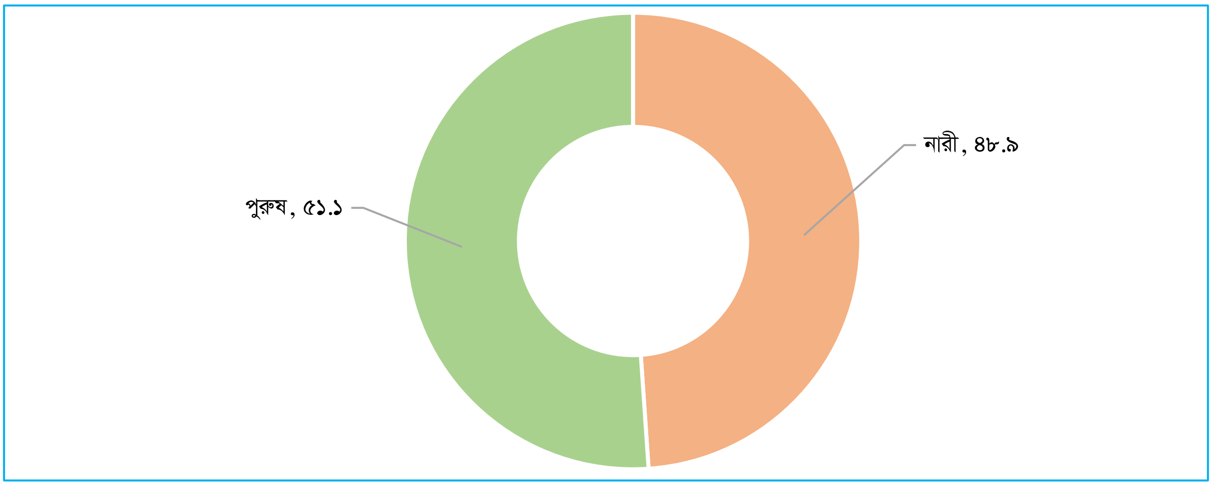

২.২ খানাপ্রধানের ধর্ম ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯১ দশমিক ৬ শতাংশ খানাপ্রধান ইসলাম ধর্মাবলম্বী, ৭ দশমিক ৬ শতাংশ হিন্দু/সনাতন ধর্মাবলম্বী এবং শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ অন্যান্য (বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান) (চিত্র ২.২)। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের বিবিএস-এর জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী বাংলাদেশে ইসলাম, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোক সংখ্যার হার যথাক্রমে ৯১ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ, ৭ দশমিক ৬ শতাংশ ও শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ।[১২]

চিত্র ২.২: খানা প্রধানের ধর্ম (%)

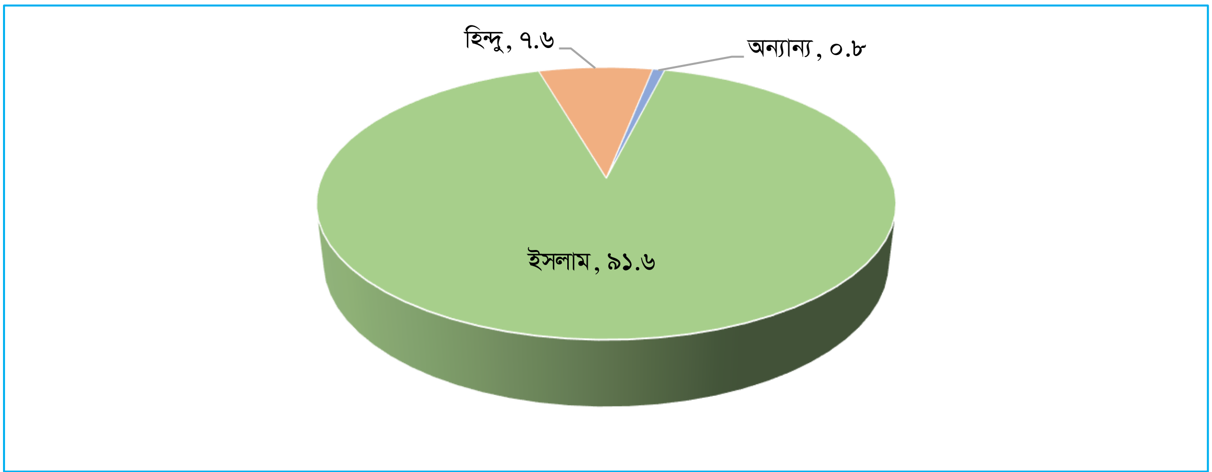

জরিপে জাতীয়ভাবে ৯৮ দশমিক ৮ শতাংশ খানাপ্রধান বাঙালি, ১ শতাংশ খানাপ্রধান আদিবাসী এবং শূন্য দশমিক ২ শতাংশ অন্যান্য (বিশেষ কওে, আটকে পড়া পাকিস্তানি/বিহারী) জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত (সারণি ২.১)।[১৩]

সারণি ২.১: খানাপ্রধানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় (%)

খানাপ্রধানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
বাঙালি	৯৮.৮	৯৮.৭	৯৯.০
আদিবাসী	১.০	১.৩	০.৫
অন্যান্য (আটকে পড়া পাকিস্তানি/বিহারী)	০.২	০.০১	০.৫

[১২] বিবিএস, *জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদন*, ২০২২, সর্বশেষ ভিজিট: ১৫ নভেম্বর ২০২৩।
[১৩] জাতীয়ভাবে খানার ৯৯ দশমিক শূন্য এক শতাংশ বাঙালি এবং শূন্য দশমিক ৯৯ শতাংশ অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী (বিবিএস, *জনশুমারি ও গৃহগণনা* ২০২২, পৃষ্ঠা ৬৭)।

২.৩ খানাপ্রধানের বয়স, লিঙ্গ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপকৃত খানাগুলোর খানাপ্রধানের গড় বয়স ৪৮ বছর; এর মধ্যে নারীদের গড় বয়স ৫২ বছর এবং পুরুষদের গড় বয়স ৪৮ বছর। জরিপকৃত খানাগুলোর শূন্য দশমিক ১ শতাংশ খানাপ্রধানের বয়স ১৮ বছরের নিচে[১৪], ২০ দশমিক ৩ শতাংশ খানাপ্রধানের বয়স ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে, ২৮ দশমিক ১ শতাংশ ৩৬-৪৫ বছরের মধ্যে, ২২ দশমিক ২ শতাংশ ৪৬-৫৫ বছরের মধ্যে, ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ ৫৬-৬৫ বছরের মধ্যে, এবং ১০ দশমিক ৮ শতাংশ খানাপ্রধানের বয়স ৬৫ বছরের উর্ধ্বে। জরিপকৃত খানাগুলোর ৯০ দশমিক ৬ শতাংশ খানাপ্রধান পুরুষ এবং ৯ দশমিক ৪ শতাংশ নারী।

চিত্র ২.৩: খানাপ্রধানের লিঙ্গ (%)

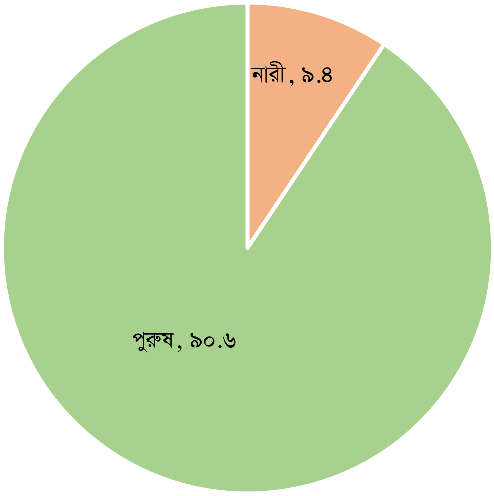

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সর্বাধিক (৩৩.৬ শতাংশ) খানাপ্রধান প্রাথমিক/ইবতেদায়ী/সানী/তাইসির স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। মাধ্যমিক/দাখিল/কাফিয়া স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে ১০ দশমিক ৩ শতাংশ খানাপ্রধান। এছাড়া ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ খানাপ্রধান স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন/স্বশিক্ষিত এবং ১২ দশমিক ২ শতাংশ খানাপ্রধান নিরক্ষর (সারণি ২.২)। নারী খানাপ্রধানদের ২৪ দশমিক ২ শতাংশ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করেছে, ৬ দশমিক ৩ শতাংশ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। এছাড়া নারী খানাপ্রধানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩০ দশমিক ৮ শতাংশ স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন/স্বশিক্ষিত এবং ২৫ দশমিক ৪ শতাংশ নিরক্ষর। অপরদিকে পুরুষ খানাপ্রধানদের ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ প্রাথমিক স্তর, ১০ দশমিক ৭ শতাংশ মাধ্যমিক স্তর এবং ২ দশমিক ৪ শতাংশ স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। এছাড়া পুরুষ খানাপ্রধানদের ২২ দশমিক ৭ শতাংশ স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন/ স্বশিক্ষিত এবং ১০ দশমিক ৮ শতাংশ নিরক্ষর।

সারণি ২.২: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	জাতীয়	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
নিরক্ষর	১২.২	২৫.৪	১০.৮	১৩.৩	৯.৮
সাক্ষর/স্বশিক্ষিত	২৩.৪	৩০.৮	২২.৭	২৪.৭	২০.৭
প্রাক-প্রাথমিক/মক্তব	১০.২	৯.৯	১০.৩	১০.৮	৯.০
প্রাথমিক/ইবতেদায়ী/সানী/তাইসির	৩৩.৬	২৪.২	৩৪.৬	৩৩.০	৩৪.৯
মাধ্যমিক/দাখিল/কাফিয়া	১০.৩	৬.৩	১০.৭	৯.৭	১১.৬
উচ্চ মাধ্যমিক/আলিম	৪.৮	১.৮	৫.১	৪.৩	৬.০
ডিপ্লোমা	০.৩	০.০	০.৩	০.২	০.৪
স্নাতক (সম্মান)/ফাজিল/মেস্কাত	৩.০	১.২	৩.২	২.৪	৪.৪
স্নাতকোত্তর/কামিল/দাওরা ও তদূর্ধ্ব	২.২	০.৪	২.৪	১.৭	৩.২

গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে বেশি ৩৩ শতাংশ খানাপ্রধান প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে, যেখানে শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে এ হার ৩৪ দশমিক ৯ শতাংশ। স্নাতকোত্তর/কামিল/দাওরা ও তদুর্ধ্ব ডিগ্রি সম্পন্ন করেছে শহরাঞ্চলে ৩ দশমিক ২ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলের ১

[১৪] সাধারণত খানাপ্রধানের বয়স ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব হয়ে থাকে। তবে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের মৃত্যু, বিচ্ছেদ বা দীর্ঘমেয়াদি অনুপস্থিতি, বিদেশে অবস্থান, পরিবারে অন্য কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের অনুপস্থিতি অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের ওপর পরিবারের ভরণ-পোষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব বর্তানোর কারণে ১৮ বছরের নিচের কোনো সদস্য খানাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারীকে জরিপে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

দশমিক ৭ শতাংশ খানাপ্রধান। এছাড়া শহরাঞ্চলের ২০ দশমিক ৭ শতাংশ খানাপ্রধান সাক্ষর/স্বশিক্ষিত এবং ৯ দশমিক ৮ শতাংশ নিরক্ষর, যা গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২৪ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ।

২.৪ খানাপ্রধানের পেশা

জরিপে সবচেয়ে বেশি ১৯ দশমিক ২ শতাংশ খানাপ্রধানের পেশা কৃষি কর্ম, ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ খানাপ্রধান ব্যবসায়ী (ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বৃহৎ), ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ দিনমজুর/ক্ষেতমজুর এবং ৯ দশমিক ১ শতাংশ বেসরকারি চাকরিজীবী (সারণি ২.৩)। এছাড়া ৬ দশমিক ৪ শতাংশ খানাপ্রধান প্রবাসী, ৪ দশমিক ৭ শতাংশ বেকার এবং ৪ দশমিক ৩ শতাংশ অবসরপ্রাপ্ত।

সারণি ২.৩: খানাপ্রধানের পেশা (%)

পেশা	জাতীয়	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
কৃষি	১৯.২	১.৫	২১.১	২৩.৭	৯.৫
ব্যবসা	১৭.৩	২.৭	১৮.৮	১৪.৮	২২.৬
দিনমজুর/ক্ষেতমজুর	১৩.৩	৪.৭	১৪.২	১৪.৫	১০.৭
বেসরকারি চাকরি	৯.১	৪.৩	৯.৬	৬.৬	১৪.৫
পরিবহন শ্রমিক	৭.১	০.১	৭.৮	৬.৫	৮.৩
গৃহকর্ম	৭.০	৭২.৪	০.২	৬.৬	৭.৯
প্রবাসী	৬.৪	০.৫	৭.০	৭.৩	৪.৫
রাজমিস্ত্রি/কাঠমিস্ত্রি	৬.০	০.৪	৬.৬	৫.৯	৬.৩
বেকার	৪.৭	৩.৭	৪.৮	৫.০	৪.৩
অবসরপ্রাপ্ত	৪.৩	৩.২	৪.৪	৪.১	৪.৮
সরকারি চাকরি	১.৩	০.১	১.৫	১.১	১.৯
জেলে/কামার/কুমার/তাঁতি/কুটির শিল্প/হস্তশিল্প ইত্যাদি	১.২	০.১	১.৩	১.৩	০.৮
শিক্ষকতা*	০.৯	০.৫	০.৯	০.৯	১.০
পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি)	০.৫	০.২	০.৫	০.৫	০.৬
অন্যান্য**	১.৭	৫.৫	১.৩	১.৩	২.৪

*শিক্ষকতা (সরকারি ও বেসরকারি) ও পেশাজীবী বাদে।
**ইমাম/পুরোহিত/ধর্মগুরু/দর্জি/শিক্ষার্থী/পরিচ্ছন্নতা কর্মী ইত্যাদি।

খানাপ্রধানের লিঙ্গভেদে দেখা যায়, নারী খানাপ্রধানদের অধিকাংশ (৭২.৪ শতাংশ) গৃহকর্মের সাথে জড়িত। এছাড়া ৪ দশমিক ৭ শতাংশ দিনমজুর/ক্ষেতমজুর, ৪ দশমিক ৩ শতাংশ বেসরকারি চাকরিজীবী এবং ২ দশমিক ৭ শতাংশ ব্যবসার (ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ) সাথে জড়িত। অপরদিকে পুরুষ খানাপ্রধানদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ২১ দশমিক ১ শতাংশ কৃষি, ১৮ দশমিক ৮ শতাংশ ব্যবসা (ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ), ১৪ দশমিক ২ শতাংশ দিনমজুর/ক্ষেতমজুর এবং ৯ দশমিক ৬ শতাংশ বেসরকারি চাকরিজীবী। অঞ্চলভেদে খানাপ্রধানের পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের খানাপ্রধানদের প্রায় এক চতুর্থাংশ (২৩.৭ শতাংশ) কৃষি কর্মে জড়িত - এ হার শহরাঞ্চলের খানাপ্রধানদের ক্ষেত্রে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ। অপরদিকে শহরাঞ্চলের ২২ দশমিক ৬ শতাংশ খানাপ্রধানের পেশা ব্যবসা (ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ); এ হার গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ। এছাড়া শহরাঞ্চলের খানাপ্রধানদের ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ বেসরকারি চাকরিজীবী; এ হার গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ।

২.৫ তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য

এই জরিপে মূলত খানাপ্রধানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলেও সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় খানাপ্রধান অনুপস্থিত থাকলে খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্যের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য বলতে বোঝানো হয়েছে সেই সদস্যকে যে খানার সকল কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণের বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং সুস্পষ্ট ধারণা রাখে। তথ্যদাতাদের মধ্যে খানাপ্রধান ৪৫ দশমিক ৫ শতাংশ, সক্রিয় সদস্য ৫৪ দশমিক ৪ শতাংশ এবং শুন্য দশমিক ১ শতাংশ অন্যান্য সদস্য। জরিপে প্রায় ৫৭ দশমিক ২ শতাংশ তথ্যদাতা নারী এবং ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ খানার তথ্যদাতা পুরুষ সদস্য (সারণি ২.৪)।

সারণি ২.৪: অঞ্চলভেদে তথ্যদাতার ধরন (%)

তথ্যদাতার ধরন	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
নারী	৫৭.২	৫৬.৪	৫৮.৯
পুরুষ	৪২.৮	৪৩.৬	৪১.১

জরিপে তথ্যদাতাদের বয়সের গড় ৪৩ বছর - এক্ষেত্রে নারী তথ্যদাতাদের বয়সের গড় ৩৯ বছর এবং পুরুষ তথ্যদাতাদের বয়সের গড় ৪৮ বছর। নারী তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে ৪২ দশমিক ৫ শতাংশের বয়স ২১-৩৫ বছর, ২৭ দশমিক ৫ শতাংশের বয়স ৩৬-৪৫

বছর এবং ১৫ দশমিক ২ শতাংশের বয়স ৪৬-৫৫ বছর। পুরুষ তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে ২২ দশমিক ৭ শতাংশের বয়স ২১-৩৫ বছর, ২৩ দশমিক ৭ শতাংশের বয়স ৩৬-৪৫ বছর এবং ২০ দশমিক ৭ শতাংশের বয়স ৪৬-৫৫ বছরের মধ্যে। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলের তথ্যদাতাদের ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশের বয়স ২১-৩৫ বছর, শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে এ হার ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশ। এছাড়া গ্রামাঞ্চলের তথ্যদাতাদের ২৫ দশমিক ৭ শতাংশের বয়স ৩৬-৪৫ বছর, এ হার শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ২৬ দশমিক ২ শতাংশ।

সারণি ২.৫: লৈঙ্গিক ও অঞ্চলভেদে তথ্যদাতাদের বয়স (%)

বয়স	জাতীয়	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
২০ বছর বা তার নিচে	২.৮	৩.৬	১.৭	২.৬	৩.৩
২১ - ৩৫ বছর	৩৪.০	৪২.৫	২২.৭	৩৩.৩	৩৫.৬
৩৬ - ৪৫ বছর	২৫.৯	২৭.৫	২৩.৭	২৫.৭	২৬.২
৪৬ - ৫৫ বছর	১৭.৬	১৫.২	২০.৭	১৭.৭	১৭.৩
৫৬ - ৬৫ বছর	১২.৯	৮.৪	১৯.০	১৩.৫	১১.৭
৬৬ বছর বা তদূর্ধ্ব	৬.৮	২.৮	১২.১	৭.২	৫.৯
গড় বয়স	**৪৩ বছর**	**৩৯ বছর**	**৪৮ বছর**	**৪৩ বছর**	**৪২ বছর**

২.৬ তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপে তথ্যদাতাদের ৩৮ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাথমিক/সমমান এবং ১১ দশমিক ৫ শতাংশ মাধ্যমিক/সমমান শিক্ষা স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে (সারণি ২.৬)। এছাড়া তথ্যদাতাদের ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ সাক্ষর/স্বশিক্ষিত এবং ৯ দশমিক ৭ শতাংশ নিরক্ষর। তথ্যদাতাদের মাত্র ২ দশমিক ১ শতাংশ স্নাতক/সমমান এবং শূন্য দশমিক ২ শতাংশ স্নাতকোত্তর/সমমান স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। লিঙ্গভেদে তথ্যদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারী তথ্যদাতাদের ৪৩ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এ হার পুরুষ তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে ৩২ দশমিক ২ শতাংশ। এছাড়া নারী তথ্যদাতাদের ১১ দশমিক ৬ শতাংশ মাধ্যমিক এবং মাত্র ১ দশমিক ১ শতাংশ স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। তবে তথ্যদাতা নারীদের মধ্যে নিরক্ষরের হার ৮ দশমিক ৮ শতাংশ, যা পুরুষ তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে ১০ দশমিক ৮ শতাংশ।

সারণি ২.৬: লিঙ্গ ও অঞ্চলভেদে তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	জাতীয়	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
নিরক্ষর	৯.৭	৮.৮	১০.৮	১০.৬	৭.৫
সাক্ষর/স্বশিক্ষিত	১৯.৯	১৯.০	২১.০	২০.৮	১৭.৭
প্রাক-প্রাথমিক/মক্তব	৯.৩	৮.৮	১০.০	৯.৯	৭.৯
প্রাথমিক/ইবতেদায়ী/সানী/তাইসির	৩৮.৮	৪৩.৮	৩২.২	৩৮.৮	৩৯.৫
মাধ্যমিক/দাখিল/কাফিয়া	১১.৫	১১.৬	১১.৪	১০.৮	১৩.০
উচ্চ মাধ্যমিক/আলিম	৫.৮	৫.৩	৬.৫	৫.০	৭.৪
ডিপ্লোমা	২.৭	১.৬	৪.১	২.১	৩.৯
স্নাতক (সম্মান)/ফাজিল/মেস্কাত	২.১	১.১	৩.৫	১.৮	২.৮
স্নাতকোত্তর/কামিল/দাওরা ও তদূর্ধ্ব	০.২	০.০	০.৫	০.২	০.৩

অঞ্চলভেদে বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে তথ্যদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক ৩৮ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা স্তর এবং ১০ দশমিক ৮ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে, শহরাঞ্চলের তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ৩৯ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ১৩ শতাংশ। স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে শহরাঞ্চলের তথ্যদাতাদের ২ দশমিক ৮ শতাংশ; গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে এ হার ১ দশমিক ৮ শতাংশ।

২.৭ খানার গড় মাসিক আয় ও ব্যয়

জরিপকৃত খানার গড় মাসিক আয় ২৮ হাজার ৮১ টাকা; গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের গড় মাসিক আয় যথাক্রমে ২৭ হাজার ৭২ টাকা ও ৩০ হাজার ২৬৬ টাকা (সারণি ২.৭)। রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর মাসিক গড় আয় অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কম (২১ হাজার ১৪২ টাকা) এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর মাসিক গড় আয় অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বেশি (৩৩ হাজার ১৩৫ টাকা)। খানার মাসিক গড় আয় বিবেচনায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ যথাক্রমে ঢাকা (৩২ হাজার ৪৫৭ টাকা) ও সিলেট বিভাগ (৩০ হাজার ৬৯৫ টাকা)। দেখা যায়, অধিকাংশ বিভাগের শহরাঞ্চলের খানাগুলোর আয় বেশি তবে চট্টগ্রাম বিভাগের শহরাঞ্চলের (৩৩ হাজার ৫৫ টাকা) তুলনায় গ্রামাঞ্চলের (৩৩ হাজার ১৭৭ টাকা) খানাগুলোর গড় মাসিক আয় বেশি।

সারণি ২.৭: বিভাগ ও অঞ্চলভেদে খানাপ্রতি গড় মাসিক আয় (টাকা)

বিভাগ	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
বরিশাল	২৫,৩৪৯	২৪,৪২৬	২৮,০৫৭
চট্টগ্রাম	৩৩,১৩৫	৩৩,১৭৭	৩৩,০৫৫
ঢাকা	৩২,৪৫৭	৩১,৩১৪	৩৩,৮১৪
খুলনা	২৪,৫১৩	২৪,৪৪৪	২৪,৭২৪
ময়মনসিংহ	২৫,৪৮৭	২৪,৪০৩	২৯,০৬১
রাজশাহী	২১,১৪২	২০,৬৯৭	২২,৪৬৫
রংপুর	২৩,৩৬৬	২৩,৫৯৩	২২,৫৯৯
সিলেট	৩০,৬৯৫	২৯,৫৩৯	৩৫,২৬২
জাতীয়	**২৮,০৮১**	**২৭,০৭২**	**৩০,২৬৬**

অপরদিকে জরিপের আওতাভুক্ত খানার গড় মাসিক ব্যয় ২০ হাজার ১৭৬ টাকা; গ্রামাঞ্চলে যা ১৯ হাজার ১২৮ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ২২ হাজার ৪৪০ টাকা (সারণি ২.৮)। ঢাকা (২২ হাজার ৮৩৮ টাকা), চট্টগ্রাম (২২ হাজার ৬১০ টাকা) ও সিলেট (২১ হাজার ৭৭৮ টাকা) বিভাগের খানার মাসিক গড় ব্যয় অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বেশি। অপরদিকে রাজশাহী (১৫ হাজার ৬৪৪ টাকা) এবং খুলনা বিভাগের (১৬ হাজার ৪৪৪ টাকা) খানার মাসিক গড় ব্যয় অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কম।

সারণি ২.৮: বিভাগ ও অঞ্চলভেদে খানাপ্রতি মাসিক গড় ব্যয় (টাকা)

বিভাগ	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
বরিশাল	১৯,১৫৮	১৮,৪৩৫	২১,২৭৫
চট্টগ্রাম	২২,৬১০	২১,৯৯৩	২৩,৭৬৬
ঢাকা	২২,৮৩৮	২১,৪৮২	২৪,৪৪৫
খুলনা	১৬,৪৪৪	১৫,৮৬৫	১৮,২২৭
ময়মনসিংহ	২০,৩৩৩	১৯,৬৫৭	২২,৫৬১
রাজশাহী	১৫,৬৪৪	১৪,৬৭৪	১৮,৫৩৪
রংপুর	১৮,৬৫৭	১৮,৬৫৬	১৮,৬৬২
সিলেট	২১,৭৭৮	২০,৯৭৩	২৪,৯৫০
জাতীয়	**২০,১৭৬**	**১৯,১২৮**	**২২,৪৪০**

অঞ্চলভিত্তিক বিশ্লেষণে খানাগুলোর মাসিক গড় ব্যয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের খানাগুলোর ব্যয় সক্ষমতা শহরাঞ্চলের তুলনায় কম। গ্রামাঞ্চলের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের খানাগুলোর মাসিক গড় ব্যয় সর্বোচ্চ, যা ২১ হাজার ৯৯৩ টাকা। অন্যদিকে রাজশাহী বিভাগের গ্রামাঞ্চলের খানাগুলোর মাসিক গড় ব্যয় সবচেয়ে কম, যার পরিমাণ ১৪ হাজার ৬৭৪ টাকা। শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে সিলেট বিভাগের খানাগুলোর মাসিক গড় ব্যয় সর্বাধিক, যা ২৪ হাজার ৯৫০ টাকা। বিপরীতে, খুলনা বিভাগের শহরাঞ্চলের খানাগুলোর মাসিক গড় ব্যয় অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কম, যার পরিমাণ ১৮ হাজার ২২৭ টাকা।

২.৮ সেবাগ্রহণ পদ্ধতি

জরিপে প্রায় সকল খানাকে কোনো না কোনো সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে (৯৯.৩ শতাংশ) সরাসরি উপস্থিত হয়ে কাঙ্ক্ষিত সেবা গ্রহণ করতে হয়েছে, যা সেবা খাতে প্রকৃত ডিজিটালাইজেশনের ঘাটতিকে নির্দেশ করে (চিত্র-২.৪)। তবে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ খানা নিজ উদ্যোগে অনলাইনের মাধ্যমে কোনো না কোনো সেবা নিয়েছে। অর্থ ব্যয় করে নিজ বা অন্যের মাধ্যমে অনলাইনে সেবা গ্রহণ করেছে ১০ দশমিক ৪ শতাংশ খানা।

চিত্র ২.৪: খানার সেবাগ্রহণ পদ্ধতি* (%)

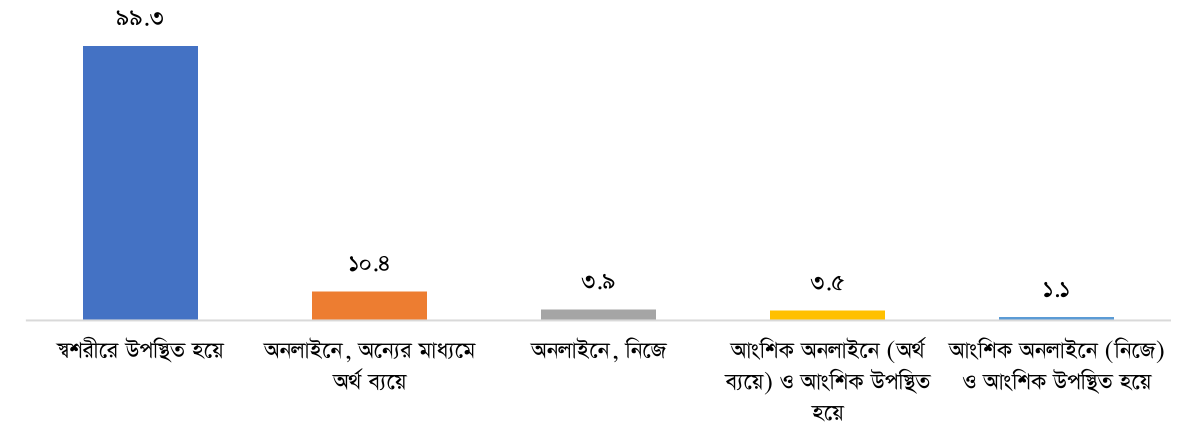

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় সকল খাতেই অনলাইনে সেবা গ্রহণের হার তুলনমামূলক কম। এনজিও প্রদত্ত সেবা খাতে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে সেবা গ্রহণের হার সর্বাধিক, যা ৯৯ দশমিক ৯ শতাংশ খানা (সারণি-২.৯)। একইভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সংক্রান্ত সেবা (৯৯.৭ শতাংশ), ব্যাংকিং (৯৯.৬ শতাংশ) এবং শিক্ষা (৯৮.৯ শতাংশ) খাতেও স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে সেবা গ্রহণের হার অন্যান্য খাতের তুলনায় বেশি। দেখা যাচ্ছে যেসব খাতে অনলাইনে সেবা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যেমন পাসপোর্ট, ভূমি, বিআরটিএ, এনআইডি এবং কর ও শুল্ক-এসব খাতে অন্যের মাধ্যমে বা কিছুক্ষেত্রে নিজে উপস্থিত হয়ে অর্থ ব্যয় করে সেবা গ্রহণ করার হার উল্লেখযোগ্য। এটি নির্দেশ করে - প্রথমত, এসব খাতে সেবা পুরোপুরি ডিজিটালাইজ করা হয়নি, যার ফলে সেবাগ্রহীতারা স্বশরীরে যেতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত, সেবাগ্রহীতাদের উল্লেখযোগ্য অংশের তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োজনীয় সক্ষমতা নেই। যে কারণে তারা অন্যের সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হয়। তৃতীয়ত, কোনো কোনো খাতে এর জন্য দালালের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সারণি ২.৯: খাতভেদে সেবাগ্রহণ পদ্ধতি* (%)

সেবাখাত	স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে	অনলাইনে, নিজে	অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে	আংশিক অনলাইনে (নিজে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে	আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারী ঋণ)	৯৯.৯	০.১	০.১	০.০	০.০
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৯৯.৭	০.৩	০.০	০.৩	০.০
ব্যাংকিং	৯৯.৬	০.৮	০.২	০.২	০.১
শিক্ষা	৯৮.৯	১.১	১.৫	০.৪	০.৯
বীমা	৯৭.২	২.২	০.৪	০.৪	০.০
পাসপোর্ট	৯৫.৩	৬.৩	৪০.২	০.৯	৯.১
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৯৪.৭	১.৮	২.৫	০.৫	১.২
বিদ্যুৎ	৯৪.৫	২.৭	৫.৮	০.১	০.২
গ্যাস	৯৪.১	৩.৭	২.৩	০.৩	০.০
ভূমি	৮৯.২	১.৬	১০.১	০.৫	২.৫
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৮৭.২	০.০	০.৫	৩.২	১১.৬
বিআরটিএ	৮৪.২	৫.২	১৪.০	১.০	৪.২
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৭২.১	২৮.৬	০.০	০.০	০.০
কর ও শুল্ক	৬৪.৬	১৫.২	১৮.২	১.১	৪.৩

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

২.৯ খাতভেদে সেবাগ্রহীতা খানার হার

২০২৫ সালের খানা জরিপে দেখা যায়, জাতীয় পর্যায়ে ৯৯ দশমিক ৮ শতাংশ খানা অন্তত একটি খাত থেকে সেবা গ্রহণ করেছে, যা গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই একই (৯৯.৮ শতাংশ করে)। অন্যদিকে মাত্র শূন্য দশমিক ২ শতাংশ খানা কোনো ধরনের সেবা গ্রহণ করেনি (সারণি ২.১০)।

সারণি ২.১০: অঞ্চলভেদে বিভিন্ন খাত হতে সেবাগ্রহণকারী খানা (%)

সেবাখাত	জাতীয়		গ্রামাঞ্চল		শহরাঞ্চল	
	n	%	n	%	n	%
কমপক্ষে একটি খাত থেকে সেবা গ্রহণ	১৫,৬৯২	৯৯.৮	৭,৮৯৩	৯৯.৮	৭,৭৯৯	৯৯.৮
কোনো খাত থেকেই সেবা নেয়নি	২৩	০.২	১১	০.২	১২	০.২
N=	*১৫,৭১৫*	*১০০.০*	*৭,৯০৪*	*১০০.০*	*৭,৮১১*	*১০০.০*
স্বাস্থ্য	১৪,১৩৯	৮৯.০	৭,০৬৪	৮৮.৫	৭,০৭৫	৯০.০
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১২,২৬৪	৭৬.৫	৬,৪৭৭	৮০.৭	৫,৭৮৭	৬৭.৫
শিক্ষা	১০,৪১৮	৬৫.৭	৫,১৭৯	৬৫.৭	৫,২৩৯	৬৫.৭
বিদ্যুৎ	৯,৮৬২	৫৮.৯	৫,৩৯৫	৬৩.৮	৪,৪৬৭	৪৮.৪
ব্যাংকিং	৯,২০২	৫৭.১	৪,৩৯২	৫৫.৬	৪,৮১০	৬০.১
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৭,৮০৩	৪৮.৪	৩,৯৭০	৪৯.৪	৩,৮৩৩	৪৬.৩
কৃষি	৫,৪৫০	৩৬.০	৩,৬৮৩	৪৪.০	১,৭৬৭	১৮.৬
ভূমি	২,৭২৪	১৭.০	১,৩৯১	১৭.৫	১,৩৩৩	১৫.৮
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	২,৪৫২	১৫.৮	১,১৮৩	১৫.১	১,২৬৯	১৭.৫
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	১,৫৩৪	৯.৪	৭০০	৮.৯	৮৩৪	১০.৪
বীমা	১,৩৯৮	৮.৮	৬৪৫	৮.৭	৭৫৩	৯.২
পাসপোর্ট	১,২৯৯	৮.৫	৬৩২	৮.১	৬৬৭	৯.১
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	১,২৪৭	৭.৬	৬০৪	৭.৫	৬৪৩	৭.৬
বিআরটিএ	৬২২	৩.৫	২৩৫	২.৯	৩৮৭	৪.৬
কর ও শুল্ক	৬০৩	৩.২	১৮৫	২.৪	৪১৮	৪.৮
গ্যাস	৩৬৪	২.৪	৩৫	০.৭	৩২৯	৬.০
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৩৫৫	২.০	২১০	২.৩	১৪৫	১.৩
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেল সেবা ইত্যাদি)	১২,২৭৪	৭৭.৭	৬,২৩৬	৭৭.৬	৬,০৩৮	৭৮.০

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো সবচেয়ে বেশি সেবা গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্যসেবা খাত থেকে - জাতীয়ভাবে এ হার ৮৯ শতাংশ; শহরাঞ্চলে (৯০ শতাংশ) এ হার গ্রামাঞ্চলের (৮৮.৫ শতাংশ) তুলনায় কিছুটা বেশি। দ্বিতীয় সর্বাধিক খানা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা গশ্বহণ করেছে, যেখানে জাতীয়ভাবে ৭৬ দশমিক ৫ শতাংশ খানা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করেছে (গ্রামাঞ্চলে ৮০.৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৬৭.৫ শতাংশ)। এর পরেই রয়েছে শিক্ষাসেবা (৬৫.৭ শতাংশ), বিদ্যুৎ সেবা (৫৮.৯ শতাংশ) এবং ব্যাংকিং সেবা (৫৭.১ শতাংশ)। অন্যদিকে সবচেয়ে কম সংখ্যক খানা (২ শতাংশ) সেবা নিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা খাত থেকে (গ্রামাঞ্চলে ২.৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১.৩ শতাংশ)।

কৃষিসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের (৪৪ শতাংশ) অংশগ্রহণ শহরাঞ্চলের (১৮.৬ শতাংশ) তুলনায় অনেক বেশি, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষিনির্ভরতার প্রতিফলন। অপরদিকে ব্যাংকিং (গ্রামাঞ্চলে ৫৫.৬ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৬০.১ শতাংশ), জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) (গ্রামাঞ্চলে ১৫.১ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ১৭.৫ শতাংশ), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (গ্রামাঞ্চলে ৮.৯ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ১০.৪ শতাংশ), বীমা (গ্রামাঞ্চলে ৮.৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৯.২ শতাংশ) ও পাসপোর্ট (গ্রামাঞ্চলে ৮.১ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৯.১ শতাংশ) সেবার ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের অংশগ্রহণ তুলনামূলক বেশি। সার্বিকভাবে বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও ব্যাংকিং সেবা দেশের অধিকাংশ খানা গ্রহণ করলেও বিশেষায়িত ও প্রশাসনিক সেবাগুলোর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম। একইসঙ্গে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের সেবা গ্রহণের ধরনে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান, যা অঞ্চলভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন।

অধ্যায় ৩: সেবাখাতে দুর্নীতি ও অনিয়ম

পূর্ববর্তী খানা জরিপ ও বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয়, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক খানা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের সম্মুখীন হয়। সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অযৌক্তিক বিলম্ব, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং হয়রানিমূলক আচরণ দুর্নীতির প্রধান রূপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নিচে বিভিন্ন সেবাখাতে সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলোয় দুর্নীতির শিকার হওয়ার ধরণ ও মাত্রা বিশ্লেষণ করে এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো।

৩.১ সেবাখাতে দুর্নীতির সার্বিক চিত্র

খানা জরিপ ২০২৫-এ সেবাগ্রহণকারী খানার ৮১ দশমিক ৬ শতাংশ সেবা নিতে গিয়ে কমপক্ষে একটি খাতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে; এ হার গ্রামাঞ্চলে ৮৩ দশমিক ৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৭৮ শতাংশ। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার সর্বাধিক। যেসব খানা এ খাত থেকে সেবা নিয়েছে তাদের ৮৪ দশমিক ৪ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। দুর্নীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে বিআরটিএ (৭৯.৩ শতাংশ) ও বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা (৭১.৩ শতাংশ)। এরপরেই রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৬৯.৪ শতাংশ), ভূমি (৬৬.৩ শতাংশ), সরকারি স্বাস্থ্য সেবা (৬৪.৪ শতাংশ) এবং কৃষির (৬৪.৪ শতাংশ) মত গুরুত্বপূর্ণ খাত, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার অধিকাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৩.১)।

সারণি ৩.১: অঞ্চলভেদে বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)

সেবাখাত	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
কমপক্ষে একটি খাতে দুর্নীতির শিকার	৮১.৬	৮৩.৩	৭৮.০
পাসপোর্ট	৮৪.৪	৮৭.০	৭৯.৪
বিআরটিএ	৭৯.৩	৮০.৪	৭৭.৭
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৭১.৩	৭১.৩	৭১.৩
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৯.৪	৬৯.৭	৬৮.৮
ভূমি	৬৬.৩	৬৭.২	৬৪.১
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৬৪.৪	৬৪.৬	৬৪.০
কৃষি	৬৪.৪	৬৪.৪	৬৪.৬
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫২.৫	৫৩.২	৫০.৮
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৪৭.৪	৪৫.৯	৫০.১
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৬.০	৪৫.৭	৪৬.৭
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৪১.৩	৩৯.৭	৪৭.৯
বিদ্যুৎ	৩৬.১	৩৬.১	৩৬.২
বীমা	২৫.৬	২৬.৪	২৪.০
গ্যাস	২৫.৪	২৬.৫	২৫.১
ব্যাংকিং	১৬.৩	১৭.২	১৪.৪
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১৩.১	১২.৪	১৪.৬
কর ও শুল্ক	১১.২	১২.৪	১১.২
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেলওয়ে সেবা ইত্যাদি)	৮.২	৯.২	৮.৫

বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ খাতে গ্রামাঞ্চলের খানা শহরাঞ্চলের তুলনায় অধিক হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে; এক্ষেত্রে পাসপোর্ট (গ্রামাঞ্চল ৮৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৭৯.৪ শতাংশ), বিআরটিএ (গ্রামাঞ্চল ৮০.৪ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৭৭.৭ শতাংশ) এবং ভূমি (গ্রামাঞ্চল ৬৭.২ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৬৪.১ শতাংশ) খাত উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে শহরাঞ্চলের খানাগুলো গ্রামাঞ্চলের তুলনায় যেসব খাতে অধিক হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে তার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা (গ্রামাঞ্চল ৩৯.৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৪৭.৯ শতাংশ), জাতীয় পরিচয়পত্র (গ্রামাঞ্চল ৪৫.৯ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৫০.১ শতাংশ) এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা (গ্রামাঞ্চল ৪৫.৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৪৬.৭ শতাংশ) অন্যতম।

৩.২ দুর্নীতির ধরন

জরিপে অন্তর্ভুক্ত সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এর পরেই রয়েছে দায়িত্ব পালনে অবহেলার শিকার (৫৫.৭ শতাংশ), হয়রানি বা দুর্ব্যবহারের শিকার (৩৮.৮ শতাংশ), এবং অপ্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (১০.৭ শতাংশ) (চিত্র ৩.১)।

চিত্র ৩.১: বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার* হওয়া খানা(%)**

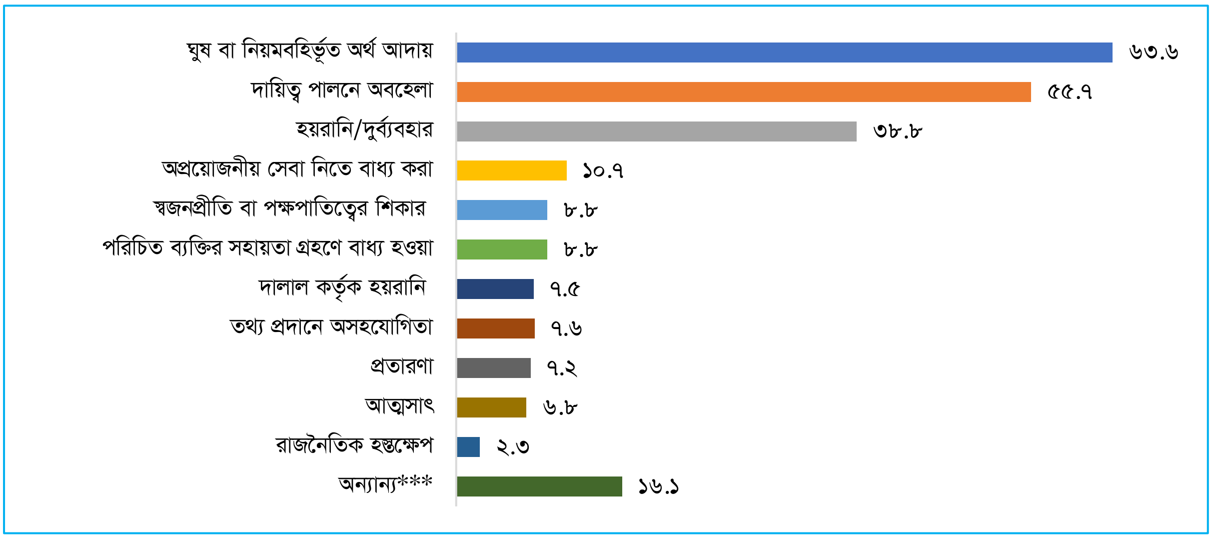

* সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
*** নির্দিষ্ট স্থান থেকে উপকরণ ক্রয় করতে বাধ্য করা, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছে কোচিং/প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করা, যৌন হয়রানি, সেবা প্রদানে অস্বীকৃতি ইত্যাদি

৩.৩ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

বাংলাদেশে সেবাখাতে সংঘটিত দুর্নীতির মধ্যে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন একটি প্রধান ধরন। জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ৭৬ দশমিক ৬ শতাংশ খানা পাসপোর্ট সেবা গ্রহণে ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ৩.২)। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে বিআরটিএ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার যথাক্রমে ৬৩ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে এনজিও (১.৪ শতাংশ), ব্যাংকিং (১.৪ শতাংশ) এবং বীমা (২.৭ শতাংশ) সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার তুলনামূলকভাবে কম।

সারণি ৩.২: অঞ্চল ও খাতভেদে* খানার ঘুষের শিকার (%)**

সেবাখাত	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
কমপক্ষে একটি খাতে ঘুষের শিকার	**৬৩.৬**	**৬৬.০**	**৫৮.৫**
পাসপোর্ট	৭৬.৬	৭৯.১	৭১.৮
বিআরটিএ	৬৩.৫	৬১.৫	৬৬.৩
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৪৯.৩	৫১.৩	৪৫.৪
কৃষি	৪৯.৩	৪৮.৯	৫১.০
ভূমি	৪৭.৬	৪৮.৭	৪৫.২
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৩৯.৬	৪০.৩	৩৭.৯
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩৪.৮	৩৫.২	৩৩.৫
স্বাস্থ্য (সরকারি)	২৯.৭	২৯.৯	২৯.৪
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৭.৭	২৭.৪	২৮.৬
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	২১.৯	২০.৩	২৫.০
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	১২.৫	১২.১	১৪.২
বিদ্যুৎ	৬.৮	৬.২	৮.৬
গ্যাস	৬.০	১০.৯	৪.৮
কর ও শুল্ক	২.৮	১.৮	৩.৯
বীমা	২.৭	২.৮	২.৩
ব্যাংকিং	১.৪	১.৭	০.৮
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১.৪	১.১	১.৮
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেলওয়ে সেবা ইত্যাদি)	১.৩	১.২	১.৭

* সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

কিছু খাতে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের খানা অধিক হারে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে পাসপোর্ট (গ্রামাঞ্চল ৭৯.১ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৭১.৮ শতাংশ), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (গ্রামাঞ্চল ৫১.৩ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৪৫.৪ শতাংশ) এবং ভূমি (গ্রামাঞ্চল ৪৮.৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৪৫.২ শতাংশ) খাত উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে শহরাঞ্চলের খানাগুলো যেসব খাতে গ্রামাঞ্চলের খানার তুলনায় অধিক হারে ঘুষের শিকার হয়েছে তার মধ্যে বিআরটিএ (গ্রামাঞ্চল ৬১.৫ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৬৬.৩ শতাংশ), কৃষি (গ্রামাঞ্চল ৪৮.৯ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৫১ শতাংশ), এবং এনআইডি (গ্রামাঞ্চল ২০.৩ শতাংশ ও শহরাঞ্চলর ২৫ শতাংশ) অন্যতম।

৩.৪ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

জরিপে বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় ঘুষের শিকার খানাগুলোকে সার্বিকভাবে গড়ে ৫ হাজার ১২৪ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ৩.৩)। খাতভেদে গড় ঘুষের পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিচারসংশ্লিষ্ট সেবায় সেবাগ্রহীতা খানাকে গড়ে ২৪ হাজার ৬৯১ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। এর পরে রয়েছে ব্যাংকিং সেবা (খানাপ্রতি গড়ে ১৯,৩২২ টাকা) এবং ভূমি সেবা (খানাপ্রতি গড়ে ১১,৩১১ টাকা)। অন্যদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাতে খানাগুলো যথাক্রমে গড়ে ১ হাজার ৪৯ টাকা ও ২৫৮ টাকা নিয়মবহির্ভূত দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ৩.৩: খাত* এবং অঞ্চলভেদে গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)**

সেবাখাত***	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
সকল খাত বিবেচনায় খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ	৫,১২৪	৪,৮৬৪	৫,৭৫৭
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	২৪,৬৯১	২৩,১০৩	২৮,৪৩০
ব্যাংকিং	১৯,৩২২	১৮,৯৫৪	২০,৮৬৫
ভূমি	১১,৩১১	১০,৫০১	১৩,৩৩৬
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭,৪০৭	৬,৭৯৪	৮,৭৩৬
বিআরটিএ	৬,৯২৩	৫,৯৭২	৮,১৩০
পাসপোর্ট	৪,৫৩২	৪,৯৯১	৩,৫৭৩
বিদ্যুৎ	২,২৬১	২,২৩৮	২,৩০৮
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	১,৯৩৫	১,৭৫০	২,২২০
কৃষি	১,৪০২	১,৩৭৫	১,৫৪২
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	১,২৩৩	১,৩৭৩	৭৭২
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	১,০৪৯	৯১৩	১,৪২৬
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৯২৩	৯৩৯	৮৮১
স্বাস্থ্য (সরকারি)	২৫৮	২৪৭	২৮২
অন্যান্য (ওয়াসা, বিআরডিবি, রেলওয়ে সেবা ইত্যাদি)	৩,১৪৬	১,৮৫৪	৫,০২৩

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***এনজিও, বীমা, গ্যাস, কর ও শুল্ক, নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

৩.৫ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ

বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার পেছনে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো এক বা একাধিক কারণ উল্লেখ করেছে, যেগুলোকে মোটাদাগে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় – যোগসাজশমূলক (collusive) এবং বাধ্যতামূলক (coercive)। এই শ্রেণিবিন্যাস দুর্নীতির প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেয়। যোগসাজশমূলক দুর্নীতি (collusive corruption) সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে ঘটে যেখানে সেবাগ্রহীতা ও সেবাদাতা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিয়মিত বা নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়িয়ে অবৈধ সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনে যুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, দ্রুত সেবা পাওয়া, নির্দিষ্ট শর্ত শিথিল করা বা অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার লাভের জন্য সেবাগ্রহীতা স্বেচ্ছায় ঘুষ দিতে পারে। এ ধরনের দুর্নীতিতে উভয় পক্ষই প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয় এবং এটি অনেক সময় 'পারস্পরিকভাবে লাভজনক দুর্নীতি' (mutually beneficial corruption) হিসেবেও বিবেচিত।[১৫]

অন্যদিকে, জবরদস্তিমূলক দুর্নীতি (coercive corruption) অধিকতর বিস্তৃত ও উদ্বেগজনক, যেখানে সেবাগ্রহীতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে সেবাদাতা তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে সেবা প্রদানে বিলম্ব, অযৌক্তিক জটিলতা সৃষ্টি বা

[১৫] Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press. Link: https://www.ucpress.edu/books/controlling-corruption/paper.
Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.

সরাসরি সেবা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে ঘুষ আদায় করে। অনেক ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা নির্ধারিত ফি সম্পর্কে অবগত না থাকায় বা তথ্যের অস্বচ্ছতার কারণে অতিরিক্ত অর্থ দিতে বাধ্য হয়। আবার কখনো সরাসরি চাপ প্রয়োগ বা হয়রানির মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। এটি নাগরিকদের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর, কারণ এতে সেবা প্রাপ্তির অধিকার বাধাগ্রস্ত হয়।[১৬]

জরিপের ফলাফলে প্রতীয়মান হয়, যদিও কিছু ক্ষেত্রে যোগসাজশমূলক দুর্নীতি (২৩.১ শতাংশ) বিদ্যমান, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা বাধ্যতামূলক বা জবরদস্তিমূলক (৯৮.১ শতাংশ) পরিস্থিতিতে যেমন সেবাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা, সময়মতো সেবা না পাওয়া বা অযথা হয়রানি এড়ানোর জন্য তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুষ দিতে বাধ্য হয়।

চিত্র ৩.২: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* দেওয়ার কারণ (%)**

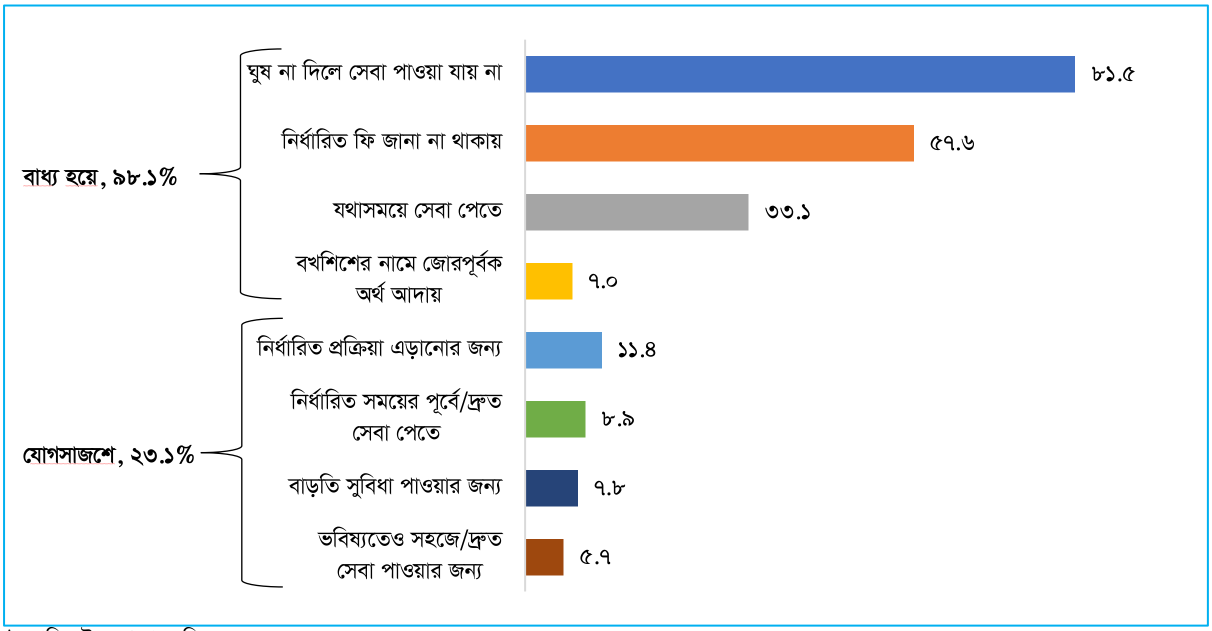

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জরিপে যোগসাজশমূলক ঘুষ দেওয়ার কারণের মধ্যে সর্বাধিক ১১ দশমিক ৪ শতাংশ খানা নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য, ৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে এবং ৭ দশমিক ৮ শতাংশ খানা বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। অপরদিকে বাধ্যতামূলক ঘুষ লেনদেনের কারণের মধ্যে সর্বাধিক ৮১ দশমিক ৫ শতাংশ খানা 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' বলে ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া ৫৭ দশমিক ৬ শতাংশ খানা নির্ধারিত ফি জানা না থাকায়, ৩৩ দশমিক ১ শতাংশ যথাসময়ে সেবা পেতে এবং ৭ শতাংশ খানার কাছ থেকে বখশিশের নামে জোরপূর্বক আদায় করা হয়েছে (চিত্র ৩.২)।

৩.৬ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি

বিভিন্ন সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত ঘুষ, নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়, আত্মসাৎ ও প্রতারণার ঘটনায় প্রধানত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পৃক্ততা লক্ষণীয় (চিত্র ৩.৩)। জরিপে, ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানকারী খানার ৯১ দশমিক ২ শতাংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের জন্য দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এছাড়া রাজনৈতিক ব্যক্তি বা জনপ্রতিনিধি (১৮.৯ শতাংশ) এবং দালাল (১৮.১ শতাংশ) যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বাধিক ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী হিসেবে উঠে এসেছে, যা সেবাখাতে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির পাশাপাশি প্রভাবশালী ব্যক্তি ও মধ্যস্বত্বভোগী চক্রের সক্রিয় উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়।

[১৬] World Bank (2020). *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption*. Link: https://documents1.worldbank.org/curated/en/709171468743399124/pdf/multi-page.pdf.

চিত্র ৩.৩: ঘুষ আদায়কারী ব্যক্তি* (%)

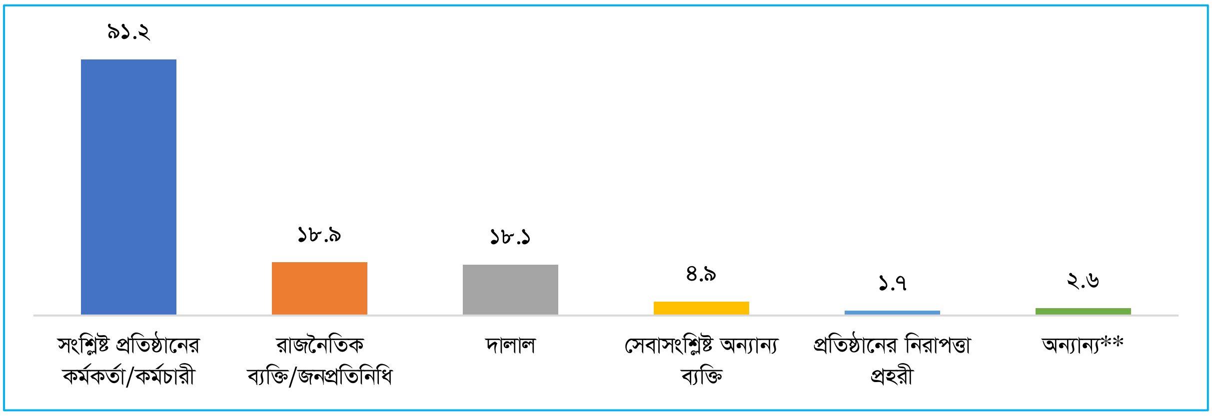

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশি/বন্ধু ইত্যাদি।

৩.৭ বিভাগভেদে দুর্নীতি এবং ঘুষের শিকার

বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ময়মনসিংহ বিভাগে সবচেয়ে বেশি (৮৮.৯ শতাংশ)। তবে ঘুষের শিকার হওয়ার হার খুলনা বিভাগে সবচেয়ে বেশি, যা ৭৩ দশমিক ৬ শতাংশ। অন্যদিকে সিলেট ও রাজশাহী বিভাগের খানাগুলো তুলনামূলকভাবে কম দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হয়েছে। রাজশাহী বিভাগে দুর্নীতির ও ঘুষের শিকার খানার হার যথাক্রমে ৭২ দশমিক ৯ শতাংশ ও ৫৮ দশমিক ৮ শতাংশ এবং সিলেট বিভাগে যথাক্রমে ৭৯ দশমিক ৩ শতাংশ ও ৫৮ দশমিক ৯ শতাংশ (চিত্র ৩.৪)।

চিত্র ৩.৪: বিভাগভেদে দুর্নীতি এবং ঘুষের শিকার খানা (%)

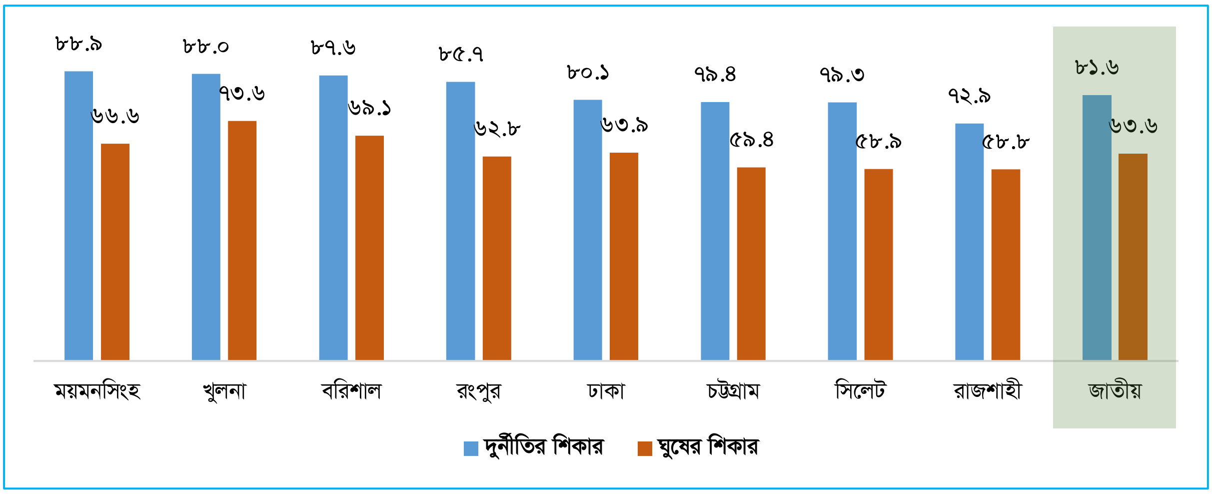

৩.৮ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

জরিপে অন্তর্ভুক্ত সেবাগ্রহীতা খানাগুলো নভেম্বর ২০২৪ থেকে অক্টোবর ২০২৫ সময়কালে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে তার মোট পরিমাণ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনার[১৭] তথ্য এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত দেশের মোট খানার প্রাক্কলিত সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৪ কোটি ৭৫ লাখ। এই হিসাবে জরিপের নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সেবাখাতে যে পরিমাণ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত দিয়েছে তার মোট প্রাক্কলিত পরিমাণ প্রায় ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি ২০ লাখ টাকা (সারণি ৩.৪), যা চলতি বাজারমূল্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি)[১৮] প্রায় শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ এবং জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত)[১৯] প্রায় ১ দশমিক ৫৮ শতাংশের সমান। উল্লেখ্য,

[১৭] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) (২০২৩) জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২: জাতীয় প্রতিবেদন। ঢাকা: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
[১৮] চলতি বাজার মূল্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জিডিপি'র আকার ৫৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৫২ কোটি টাকা (সূত্র: জিডিপি ২০২৪-২৫, *বিবিএস*)।
[১৯] ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট (সংশোধিত) ৭ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকা (সূত্র: জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫)।

এই প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ কেবলমাত্র জরিপে অন্তর্ভুক্ত সেবাখাতসমূহের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি দেশের সব ধরনের সেবাখাতে সংঘটিত মোট দুর্নীতির আর্থিক পরিমাণকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে না, বরং নির্বাচিত খাতগুলোর একটি তথ্যভিত্তিক চিত্র উপস্থাপন করে।

সারণি ৩.৪: ২০২৫ সালে জাতীয় প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ* (কোটি টাকা)

সেবাখাত	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ (কোটি টাকা)
জরিপে অন্তর্ভুক্ত সকল সেবাখাত	১২,৬৩৩.২
ভূমি	৩,০৮১.২
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	২,০১২.৮
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	১,৫৯৯.০
পাসপোর্ট	১,০৮৩.২
কৃষি	৯১৮.৯
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৮০৪.৪
ব্যাংকিং	৬৭১.৯
বিআরটিএ	৬০৪.৬
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫২৫.৯
বিদ্যুৎ	৪৩৫.৬
এনআইডি	২৩৯.১
স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৮১.৭
বীমা	১৬০.৭
গ্যাস	১১০.০
অন্যান্য (এনজিও, কর ও শুল্ক,জলবায়ু, এমএফএস ইত্যাদি)	২০৪.২

*এনজিও, কর ও শুল্ক, জলবায়ু, এমএফএস খাতসমূহে নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের খানাগুলো ভূমি খাতে সর্বাধিক ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যার প্রাক্কলিত পরিমাণ প্রায় ৩ হাজার ৮১ কোটি ২০ লাখ টাকা। এর পরেই রয়েছে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা, যেখানে এই অঙ্ক দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ হাজার ১২ কোটি ৮০ লাখ টাকা। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, যেখানে ঘুষের পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ৫৯৯ কোটি টাকা। অন্যদিকে গ্যাস, বীমা এবং সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ১১০ কোটি টাকা, ১৬০ কোটি ৭০ লাখ টাকা এবং ১৮১ কোটি ৭০ লাখ টাকা।

৩.৯ দুর্নীতির তুলনামূলক চিত্র: ২০২৩ বনাম ২০২৫

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, খানা জরিপ ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে দুর্নীতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে[২০]। কমপক্ষে একটি খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার ২০২৩ সালের ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ৮১ দশমিক ৬ শতাংশে পৌঁছেছে (বৃদ্ধির হার ১৫.১ শতাংশ) (সারণি ৩.৫)। জরিপে অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ খাতেই এই হার বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কৃষি, এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ), শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত), ব্যাংকিং, বীমা, বিদ্যুৎ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা, স্বাস্থ্য (সরকারি), ভূমি, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি), বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা। কৃষি খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি, প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে - ২০২৩ সালে এ হার ছিল ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ, যা ২০২৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪ দশমিক ৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ৩.৫: বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা* (%): ২০২৩ ও ২০২৫-এর জরিপের তুলনা**

সেবাখাত	খানা জরিপ			হ্রস-বৃদ্ধির হার (%)
	২০২৩	২০২৫		
কমপক্ষে একটি খাতে দুর্নীতির শিকার	৭০.৯	৮১.৬	↑	১৫.১
কৃষি	২৪.৫	৬৪.৪	↑	১৬৩.০
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৬.৫	১৩.১	↑	১০২.০
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	২৬.০	৫২.৫	↑	১০১.৯
ব্যাংকিং	৯.০	১৬.৩	↑	৮১.১
বীমা	১৬.২	২৫.৬	↑	৫৮.০

[২০] পরিবর্তনের হার (%)=((বর্তমান মান - পূর্ববর্তী মান)/পূর্ববর্তী মান) x ১০০

সেবাখাত	খানা জরিপ			হ্রস-বৃদ্ধির হার (%)
	২০২৩	২০২৫		
বিদ্যুৎ	২৬.৪	৩৬.১	↑	৩৬.৭
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৩১.৪	৪১.৩	↑	৩১.৫
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৪৯.১	৬৪.৪	↑	৩১.২
ভূমি	৫১.০	৬৬.২	↑	২৯.৮
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৪১.০	৪৭.৪	↑	১৫.৬
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৬২.৩	৭১.৩	↑	১৪.৪
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৪.২	৪৬.০	↑	৪.১
পাসপোর্ট	৮৬.০	৮৪.৪	↓	-১.৯
বিআরটিএ	৮৫.১	৭৯.২	↓	-৬.৯
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৪.৫	৬৯.৪	↓	-৬.৮
গ্যাস	৩৭.৭	২৫.৪	↓	-৩২.৬
কর ও শুল্ক	১৭.৯	১১.৬	↓	-৩৫.২
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেল সেবা ইত্যাদি)	১১.১	৮.৫	↓	-২৩.৪

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে পাসপোর্ট, বিআরটিএ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, গ্যাস এবং কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবায় দুর্নীতির হার হ্রাস পেয়েছে। সবচেয়ে বেশি কমেছে কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবায়, ২০২৩ সালে যেখানে ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে ২০২৫ সালের জরিপে তা কমে দাঁড়ায় ১১ দশমিক ৬ শতাংশ (হ্রাসের হার ৩৫.২ শতাংশ)।

২০২৩ ও ২০২৫ সালে ঘুষের শিকার হওয়া খানার তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়, অন্তত একটি সেবাখাতে ঘুষ দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে, এমন খানার হার ২০২৩ সালের ৫০ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সালে ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশে পৌঁছেছে (বৃদ্ধির হার ২৫.২ শতাংশ) (সারণি-৩.৬)। কৃষি, শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত), বীমা, এনজিও, ব্যাংকিং, স্বাস্থ্য (সরকারি), জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা, ভূমি, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি), বিদ্যুৎ, বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা এবং পাসপোর্ট সেবায় ঘুষের শিকার হওয়ার হার বেড়েছে। কৃষি খাতে ঘুষের শিকার হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে - ২০২৩ সালে কৃষি খাতে ঘুষের অভিজ্ঞতা ছিল ৭ দশমিক ১ শতাংশ খানার, যা ২০২৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, এ খাতে ঘুষের শিকার হওয়ার হার প্রায় ৫৯৪ দশমিক ৪ শতাংশ (প্রায় ৬ গুণ) বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা খাতেও ঘুষের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪ দশমিক ৮ শতাংশে পৌঁছেছে (বৃদ্ধির হার ১৩৫.১ শতাংশ)।

সারণি ৩.৬: বিভিন্ন সেবাখাতে ঘুষের শিকার হওয়া খানা* (%): ২০২৩ ও ২০২৫ এর জরিপের তুলনা**

সেবাখাত	খানা জরিপ			হ্রস-বৃদ্ধির হার (%)
	২০২৩	২০২৫		
কমপক্ষে একটি খাতে ঘুষের শিকার	**৫০.৮**	**৬৩.৬**	↑	**২৫.২**
কৃষি	৭.১	৪৯.৩	↑	৫৯৪.৪
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	১৪.৮	৩৪.৮	↑	১৩৫.১
বীমা	১.২	২.৭	↑	১২৫.০
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	০.৫	১.১	↑	১২০.০
ব্যাংকিং	০.৭	১.৪	↑	১০০.০
স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৯.১	২৯.৭	↑	৫৫.৫
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৮.৩	১২.৫	↑	৫০.৬
ভূমি	৩২.৩	৪৭.৬	↑	৪৭.৪
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	১৬.১	২১.৯	↑	৩৬.০
বিদ্যুৎ	৫.৮	৬.৮	↑	১৭.২
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৩৪.১	৩৯.৬	↑	১৬.১
পাসপোর্ট	৭৪.৮	৭৬.৬	↑	২.৪
কর ও শুল্ক	২.৩	২.৮	↑	২১.৭
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৯.৭	২৭.৭	↓	-৬.৭

সেবাখাত	খানা জরিপ			হ্রস-বৃদ্ধির হার (%)
	২০২৩	২০২৫		
বিআরটিএ	৭১.৯	৬৩.৬	↓	-১১.৫
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫৮.৩	৪৯.৩	↓	-১৫.৪
গ্যাস	১৬.৭	৬.০	↓	-৬৪.১
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেল সেবা ইত্যাদি)	১.৮	১.৩	↓	-২৭.৮

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
**একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, যেসব খাতে ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ ঘুষের শিকার হওয়ার হার হ্রাস পেয়েছে সেগুলো হচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিআরটিএ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং গ্যাস। ২০২৩ সালের তুলনায় ঘুষের শিকার হওয়া খানার হারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কমেছে গ্যাস খাতে, যেখানে ২০২৩ সালের ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৫ সালে ৬ শতাংশ হয়েছে (হ্রাসের হার ৬৪.১ শতাংশ)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কমেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, ২০২৩ সালের ৫৮ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৫ সালে ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

তবে ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রে সকল খাত বিবেচনায় খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ প্রায় ৯ দশমিক ৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে - ২০২৩ সালে ঘুষের শিকার খানাপ্রতি গড়ে ৫ হাজার ৬৮০ টাকা থেকে ২০২৫ সালে কমে ৫ হাজার ১২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে (সারণি-৩.৭)। ব্যাংকিং খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে এ খাতে গড় ঘুষের পরিমাণ ছিল ৬ হাজার ৬৮১ টাকা, যা ২০২৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯ হাজার ৩২২ টাকায় দাঁড়িয়েছে (বৃদ্ধির হার ১৮৯.২ শতাংশ)। অন্যান্য যেসব খাতে ঘুষের পরিমাণ বেড়েছে সেগুলো হচ্ছে শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং বিআরটিএ অন্যতম। উল্লেখ্য, সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গড় ঘুষের পরিমাণ ৭১১ টাকা থেকে বেড়ে ১ হাজার ৪৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে (বৃদ্ধির হার ৪৭.৫ শতাংশ)। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবায় গড় ঘুষের পরিমাণ ৫ হাজার ২২১ টাকা থেকে বেড়ে ৭ হাজার ৪০৭ টাকা হয়েছে (বৃদ্ধির হার ৪১.৯ শতাংশ)।

সারণি ৩.৭: বিভিন্ন সেবাখাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমান* (টাকা): ২০২৩ ও ২০২৫ এর জরিপের তুলনা**

সেবাখাত	খানা জরিপ			হ্রস-বৃদ্ধির হার (%)
	২০২৩	২০২৫		
সকল খাত বিবেচনায় খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ	**৫,৬৮০**	**৫,১২৪**	↓	**-৯.৮**
ব্যাংকিং	৬,৬৮১	১৯,৩২২	↑	১৮৯.২
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৭১১	১,০৪৯	↑	৪৭.৫
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫,২২১	৭,৪০৭	↑	৪১.৯
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৮৮৪	৯২৩	↑	৪.৪
বিআরটিএ	৬,৬৫৪	৬,৯২৩	↑	৪.০
ভূমি	১১,৭৭৬	১১,৩১০	↓	-৪.০
বিদ্যুৎ	২,৪৩১	২,২৬১	↓	-৭.০
পাসপোর্ট	৪,৮৭৯	৪,৫৩২	↓	-৭.১
কৃষি	১,৭১৩	১,৪০২	↓	-১৮.২
বিচারিক সেবা	৩০,৯৭২	২৪,৬৯১	↓	-২০.৩
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৩,০৫১	১,৯৩৫	↓	-৩৬.৬
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	২,৬৫৬	১,২৩৩	↓	-৫৩.৬
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৬০০	২৫৮	↓	-৫৭.০
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেলওয়ে সেবা ইত্যাদি)	২,৫৭৮	৩,১৪৬	↑	২২.০

*ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
**নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় কিছু খাতে ঘুষের পরিমাণ বিশ্লেষণ করা হয়নি

অন্যদিকে, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে ঘুষের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ভূমি, বিদ্যুৎ, পাসপোর্ট, কৃষি, বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি), জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা এবং স্বাস্থ্যসেবা (সরকারি)। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতে ঘুষের পরিমান সবচেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে - এ খাতে খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৫৭ শতাংশ কমে ২৫৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে (২০২৩ সালে ছিল ৬০০ টাকা)। তাছাড়া বিচার সংশ্লিষ্ট সেবা, কৃষি ও পাসপোর্ট সেবায় খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

৩.১০ অবস্থান, খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা এবং আয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গভেদে পার্থক্য

অঞ্চলভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রাম ও শহরাঞ্চলের খানাগুলোর মধ্যে সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান (চিত্র ৩.৫)। গ্রামাঞ্চলে ৮৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা অন্তত একটি সেবাখাতে কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছে, যেখানে শহরাঞ্চলে এ হার ৭৮ শতাংশ। এই ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয়, গ্রামাঞ্চলের জনগণ তুলনামূলকভাবে বেশি মাত্রায় দুর্নীতি ও অনিয়মের সম্মুখীন হচ্ছে। একইভাবে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রেও গ্রামাঞ্চলের হার শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি। জরিপে, গ্রামাঞ্চলের ৬৬ শতাংশ খানা সেবা গ্রহণের সময় ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যেখানে শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে এই হার ৫৮ দশমিক ৫ শতাংশ।

চিত্র ৩.৫: অঞ্চলভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা* (%)

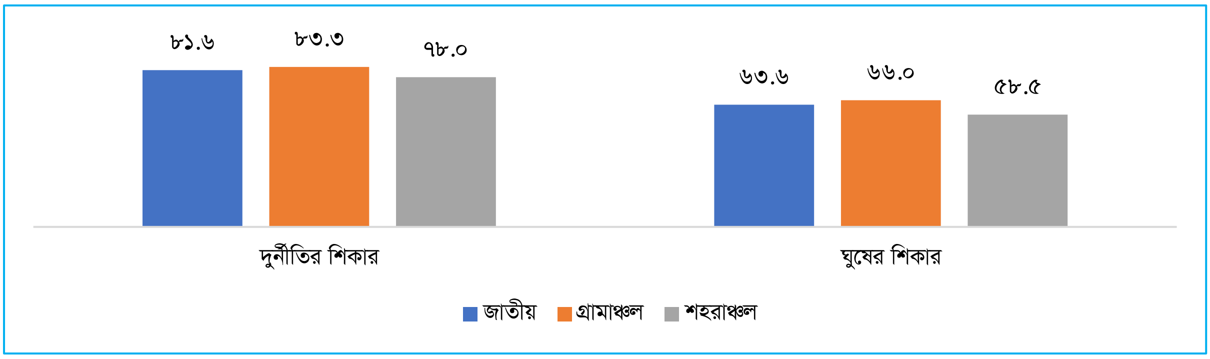

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারে খুব বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি (চিত্র ৩.৬)। নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন খানাপ্রধানের তুলনায় উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন খানাপ্রধানের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলকভাবে কম লক্ষ করা যায়। শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার সর্বোচ্চ ছিল যেসব খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাক-প্রাথমিক (৮৩.৩ শতাংশ), এরপর প্রাথমিক (৮২.৫ শতাংশ)। অন্যদিকে, সর্বনিম্ন হার পরিলক্ষিত হয় স্নাতক (সম্মান) বা সমমান পর্যায়ে পড়াশুনা করা খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে (৭৬ শতাংশ)। ঘুষের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হার ছিল প্রাক-প্রাথমিক স্তরে (৬৮.১ শতাংশ) এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হার ডিপ্লোমা স্তরে (৬৬.৪ শতাংশ)। বিপরীতে, সর্বনিম্ন হার দেখা যায় স্নাতকোত্তর ও তদূর্ধ্ব স্তরে (৫৫ শতাংশ) এবং দ্বিতীয় সর্বনিম্ন হার স্নাতক (সম্মান) স্তরে (৫৮.৫ শতাংশ)।

চিত্র ৩.৬: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা* (%)

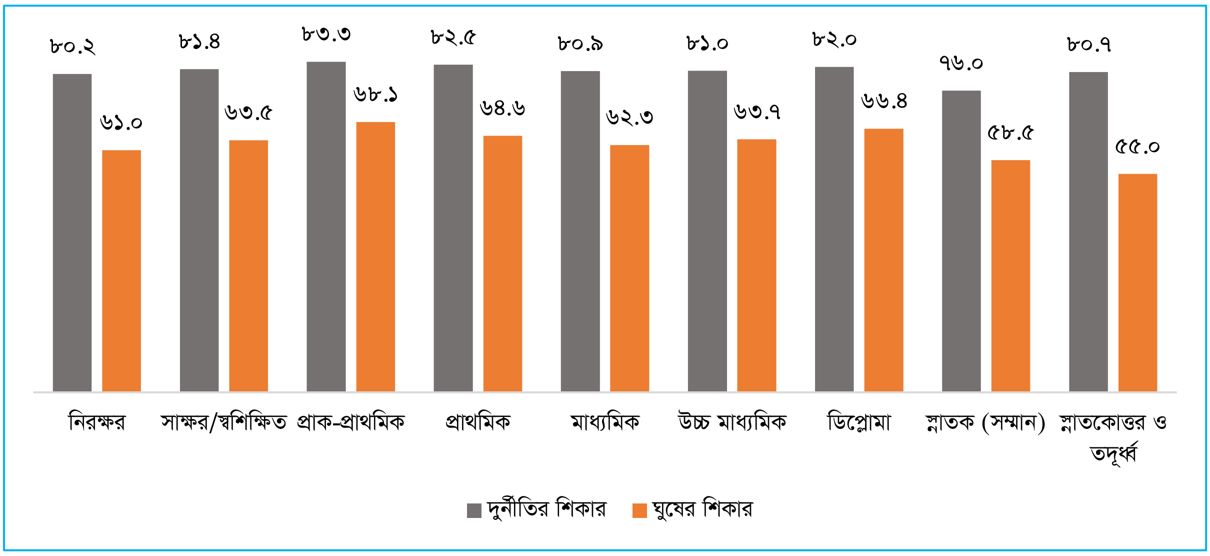

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেবাপ্রক্রিয়া, নাগরিক অধিকার ও সরকারি নিয়মকানুন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘুষের শিকার হওয়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কমে আসে। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের তথ্যপ্রাপ্তি, বিকল্প সেবা গ্রহণের সক্ষমতা এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মোকাবিলার দক্ষতা বেশি থাকায় তারা অনেক ক্ষেত্রে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার চাপ এড়াতে বেশি সক্ষম।

জরিপে খানাপ্রধানের পেশার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হওয়ার চিত্রে দেখা যায় কৃষিকাজে (কৃষিকর্ম, মৎস্যচাষ, খামারি, পশুপালন ইত্যাদি) নিয়োজিত খানাগুলোর মধ্যে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি, যা ৮৭ দশমিক ৬ শতাংশ (চিত্র ৩.৭)। এছাড়া যেসব খানার খানাপ্রধান শিক্ষকতা, অবসরপ্রাপ্ত, শ্রমজীবী, দিনমজুর বা ক্ষেতমজুর ইত্যাদি খানাগুলোর মধ্যেও দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলকভাবে বেশি, তাদের ৮০ শতাংশের অধিক খানা সেবাগ্রহণে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অন্যদিকে সরকারি চাকরিজীবী খানাগুলোর মধ্যে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার সবচেয়ে কম, যা ৬৭ দশমিক ৬ শতাংশ। এছাড়া বেসরকারি চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে এ হার ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ এবং যেসকল খানার খানাপ্রধান পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি) সেসকল খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৭৬ দশমিক ৯ শতাংশ। সার্বিকভাবে প্রায় সব পেশার খানাই উল্লেখযোগ্য মাত্রায় দুর্নীতির অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে, তবে কৃষিনির্ভর পেশা, শ্রমজীবী ও অনানুষ্ঠানিক খাতের পেশাসমূহে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার অন্যান্য পেশার তুলনায় বেশি।

চিত্র ৩.৭: খানাপ্রধানের পেশাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)

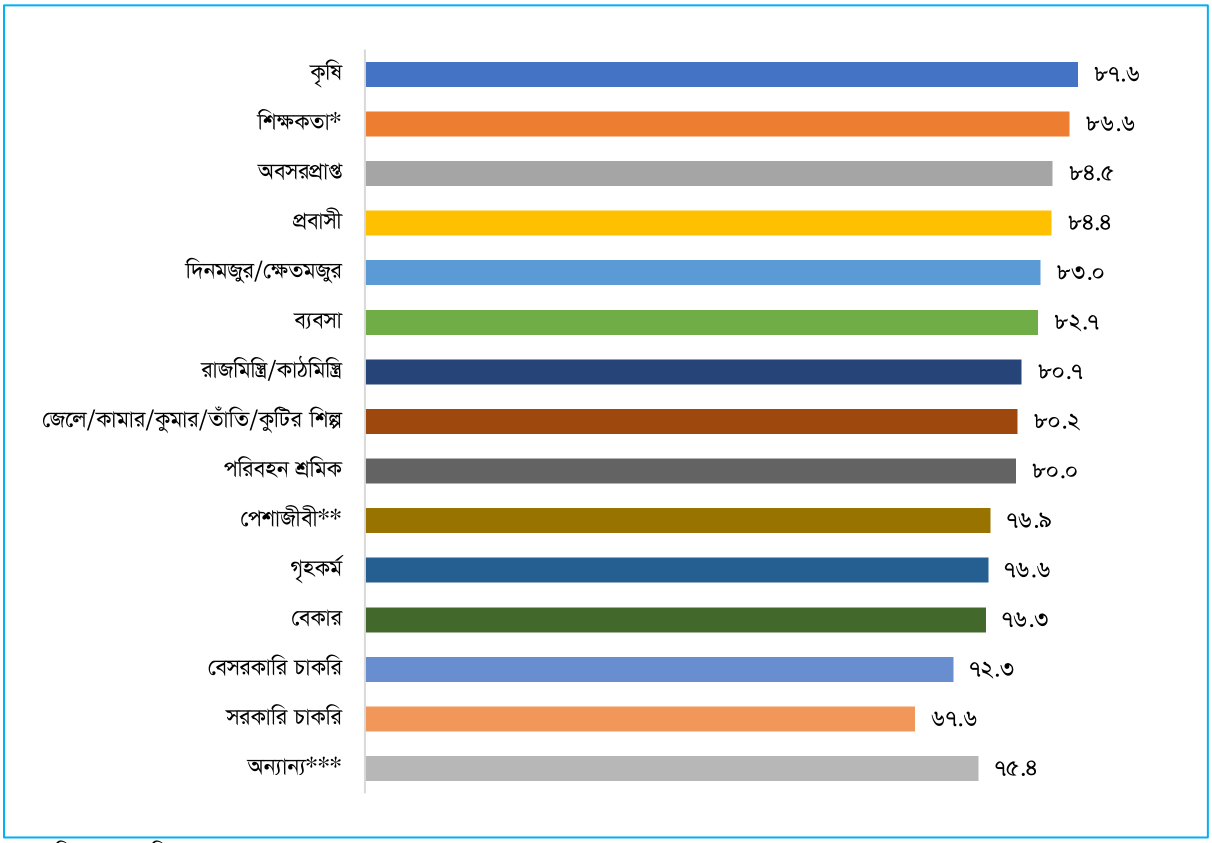

*সরকারি ও বেসরকারি।
**ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/আইনজীবী।
***দর্জি, বাবুর্চি, জনপ্রতিনিধি, ইমাম/পুরোহিত/ধর্মগুরু/যাজক/নান ইত্যাদি।

অন্যদিকে কৃষিনির্ভর ও নিম্নআয়ের পেশাজীবী শ্রেণির মধ্যে ঘুষের শিকার হওয়ার প্রবণতা সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবী এবং অপেক্ষাকৃত সংগঠিত পেশার চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি (চিত্র ৩.৮)। খানাপ্রধান কৃষিকাজে (কৃষি, মৎস্যচাষ, খামারি, পশুপালন ইত্যাদি) নিয়োজিত রয়েছে এমন খানাগুলোর মধ্যে ঘুষের শিকার হওয়ার হার সর্বোচ্চ, যা ৭৩ দশমিক ২ শতাংশ। এছাড়া যেসব খানার খানাপ্রধানের পেশা শিক্ষকতা সেসব খানার ক্ষেত্রে এ হার ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। এছাড়াও যেসব খানাপ্রধান প্রবাসী, ব্যবসার (ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ) সঙ্গে সম্পৃক্ত, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতি, কুটিরশিল্প ও মৃৎশিল্প পেশায় নিয়োজিত তাদের ৬৫ শতাংশ খানা সেবাগ্রহণে ঘুষের শিকার হয়েছে। অন্যদিকে যেসব খানার খানাপ্রধান সরকারি চাকরিজীবী সেসব খানার ঘুষের শিকার হওয়ার হার অন্যান্য পেশা ও জাতীয় গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে কম, যা ৪৬ দশমিক ৬ শতাংশ।

চিত্র ৩.৮: খানাপ্রধানের পেশাভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%)

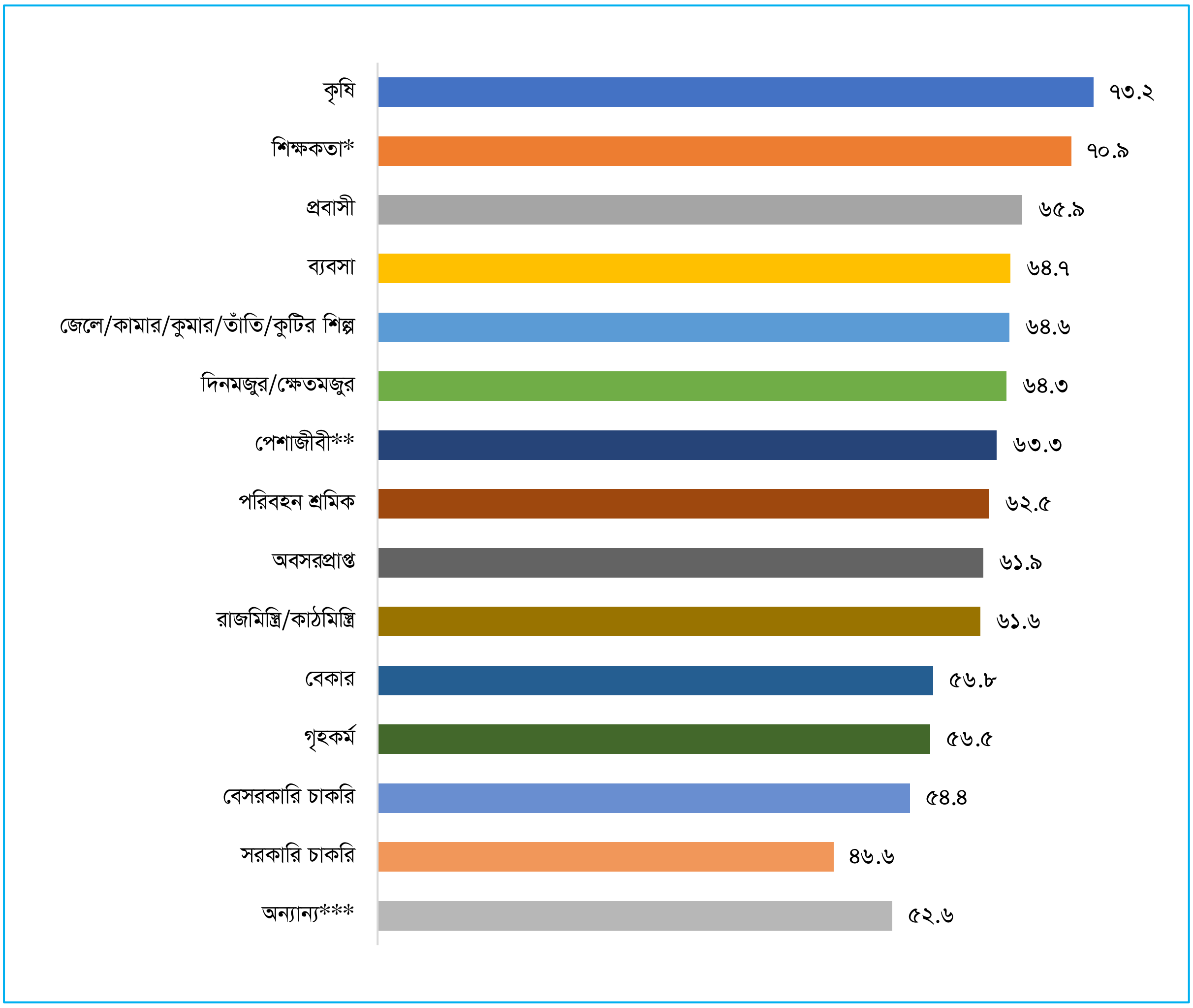

*সরকারি ও বেসরকারি।
**ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/আইনজীবী।
***দর্জি, বাবুর্চি, জনপ্রতিনিধি, ইমাম/পুরোহিত/ধর্মগুরু/যাজক/নান ইত্যাদি

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের আপেক্ষিক বোঝা (relative cost of corruption) দরিদ্র খানাগুলোর ওপর বেশি। জরিপে নয়টি ভিন্ন ভিন্ন আয়ের শ্রেণিতে খানাগুলোর ঘুষের পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, যেসব খানার মাসিক আয় ১৬ হাজার ৭০৭ টাকার কম (নিম্ন দারিদ্র্যসীমা) তাদের তুলনায় যেসব খানার মাসিক আয় ৮৫ হাজার টাকার বেশি তাদের ওপর ঘুষের বোঝা কম, অর্থ্যাৎ নিম্ন আয়ের খানার ওপর ঘুষের ভার বা বোঝা উচ্চ আয়ের খানার তুলনায় বেশি (চিত্র ৩.৯)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী যেসব খানার মাসিক আয় ১৬ হাজার ৭০৭ টাকার নিচে সেসব খানা বছরে মোট যে পরিমাণ অর্থ ঘুষ হিসেবে দেয় তা তাদের মোট মাসিক আয়ের ১ দশমিক ৯ শতাংশ। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় ৮৫ হাজার টাকার উর্ধ্বে তাদের মোট মাসিক আয়ের শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ করে ঘুষ হিসাবে দিতে হয়েছে।

চিত্র ৩.৯: খানার আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা

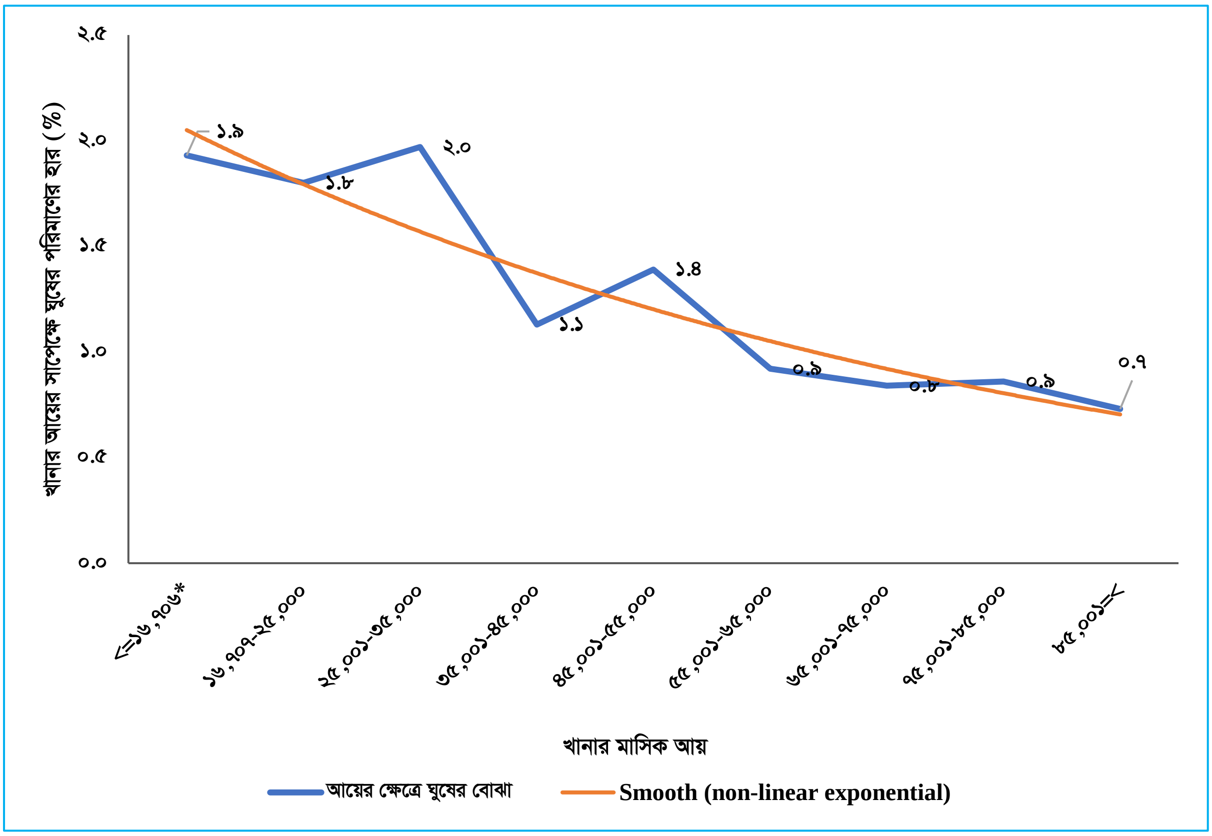

*মূল্যস্ফীতি বিবেচনা করে বিবিএস ২০২২-এর উচ্চ দারিদ্র্যসীমার প্রাক্কলিত পরিমাণ ২০২৫ সালে ১৬,৭০৬ টাকা হয়েছে।

৩.১১ খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর লিঙ্গ ও বয়সভেদে দুর্নীতি ও ঘুষ

সেবা গ্রহণকারীর দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য (statistically significant) লক্ষ্য করা যায়। জরিপে খানার পক্ষে নারী সেবা গ্রহণকারীরদের হার (৪৫.২ শতাংশ) পুরুষ (৫৪.৮ শতাংশ) সেবা গ্রহণকারীদের হারের তুলনায় কম হলেও শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা, বীমা ইত্যাদি খাতে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় বেশি। অপরদিকে, পুরুষ সেবা গ্রহণকারীরা কৃষি, ভূমি, পাসপোর্ট, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, পাসপোর্ট ইত্যাদি তুলনামূলক বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত খাত থেকে সেবা নেয়, তাই পুরুষদের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার নারীদের তুলনায় বেশি। জরিপে নারী সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৪৭ দশমিক ৩ শতাংশ, যেখানে পুরুষ সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে এ হার ৬০ দশমিক ২ শতাংশ (সারণি ৩.৮)। একইভাবে সেবাগ্রহীতাদের ঘুষের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নারী সেবাগ্রহীতাদের ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষের শিকার হয়েছে, এ হার পুরুষ সেবাগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৪০.৮ শতাংশ।

সারণি ৩.৮: খাতভেদে সেবাগ্রহীতা নারী-পুরুষের দুর্নীতির শিকার হওয়া* (%)

সেবাখাত	দুর্নীতির শিকার			ঘুষের শিকার		
	জাতীয়	নারী	পুরুষ	জাতীয়	নারী	পুরুষ
কমপক্ষে একটি খাতে দুর্নীতির শিকার	৫৪.৩	৪৭.৩	৬০.২	৩৩.২	২৪.৩	৪০.৮
পাসপোর্ট	৭৮.৮	৬৩.১	৮০.৯	৭০.৭	৫৮.৬	৭২.৪
বিআরটিএ	৭৮.৮	৫১.১	৭৯.১	৬৩.০	৫১.১	৬৩
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৭১.১	৬৯.১	৭১.৫	৩৯.৪	৪০.১	৩৯.৩
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৯.০	৬৫.৭	৬৯.৫	৪৯.৪	৪১.৬	৫০.৫
ভূমি	৬৫.৮	৫৯.১	৬৬.৫	৪৭.০	৩৭.৯	৪৭.৯
কৃষি	৬৩.২	৫২.০	৬৩.৭	৪৮.১	৩২.৬	৪৮.৮
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৫৮.৪	৫৭.৪	৫৯.৮	২৫.২	২৩.৪	২৮.১
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৪৩.৮	৪২.৫	৪৫	২০.০	১৮.৩	২১.৬
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪২.১	৪২.৬	৪১.৫	২৫.৪	২৫.৬	২৫.২

সেবাখাত	দুর্নীতির শিকার			ঘুষের শিকার		
	জাতীয়	নারী	পুরুষ	জাতীয়	নারী	পুরুষ
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪১.৮	৪৮.৪	৩৯.২	২৪.০	২৬.৫	২৩
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৪১.২	৪৬.৩	৩৮.১	১২.৫	৭.২	১৫.৫
বিদ্যুৎ	৩৫.৭	৩৫.৫	৩৫.৭	৬.৬	৫.৯	৬.৮
গ্যাস	২৫.৯	৩৫.২	২৪.১	৬.৬	১১.৩	৫.৭
বীমা	২৫.৪	২৯.২	১৯.৩	২.৫	৩.৪	১.৩
ব্যাংকিং	১৫.১	১৬.৪	১৪.৪	১.২	০.৮	১.৪
এনজিও	১৩.২	১৩.৩	১৩.৬	১.৩	১.৩	১.৪
কর ও শুল্ক	১১.২	১০.৬	১১.৩	২.৭	৪.৬	২.৫
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেলওয়ে সেবা ইত্যাদি)	৭.৮	১০.৫	৬.৯	১.৩	১.৮	১.১

*সেবাগ্রহীতার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জরিপে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (নারী ৪৮.৪ শতাংশ এবং পুরুষ ৩৯.২ শতাংশ), জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা (নারী ৪৬.৩ শতাংশ এবং পুরুষ ৩৮.১ শতাংশ) এবং বীমা (নারী ২৯.২ শতাংশ এবং পুরুষ ১৯.৩ শতাংশ) সংক্রান্ত সেবা নিতে গিয়ে পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে যা পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৩.১০)। তবে পাসপোর্ট (নারী ৬৩.১ শতাংশ এবং পুরুষ ৮০.৯ শতাংশ), ভূমি (নারী ৫৯.১ শতাংশ এবং পুরুষ ৬৬.৫ শতাংশ) এবং কৃষি (নারী ৫২ শতাংশ এবং পুরুষ ৬৩.৭ শতাংশ) সেবা গ্রহণে নারীদের তুলনায় পুরুষ সেবা গ্রহণকারীরা অধিক হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৩.১০: খানার পক্ষে সেবাগ্রহীতার লিঙ্গভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া* (%)

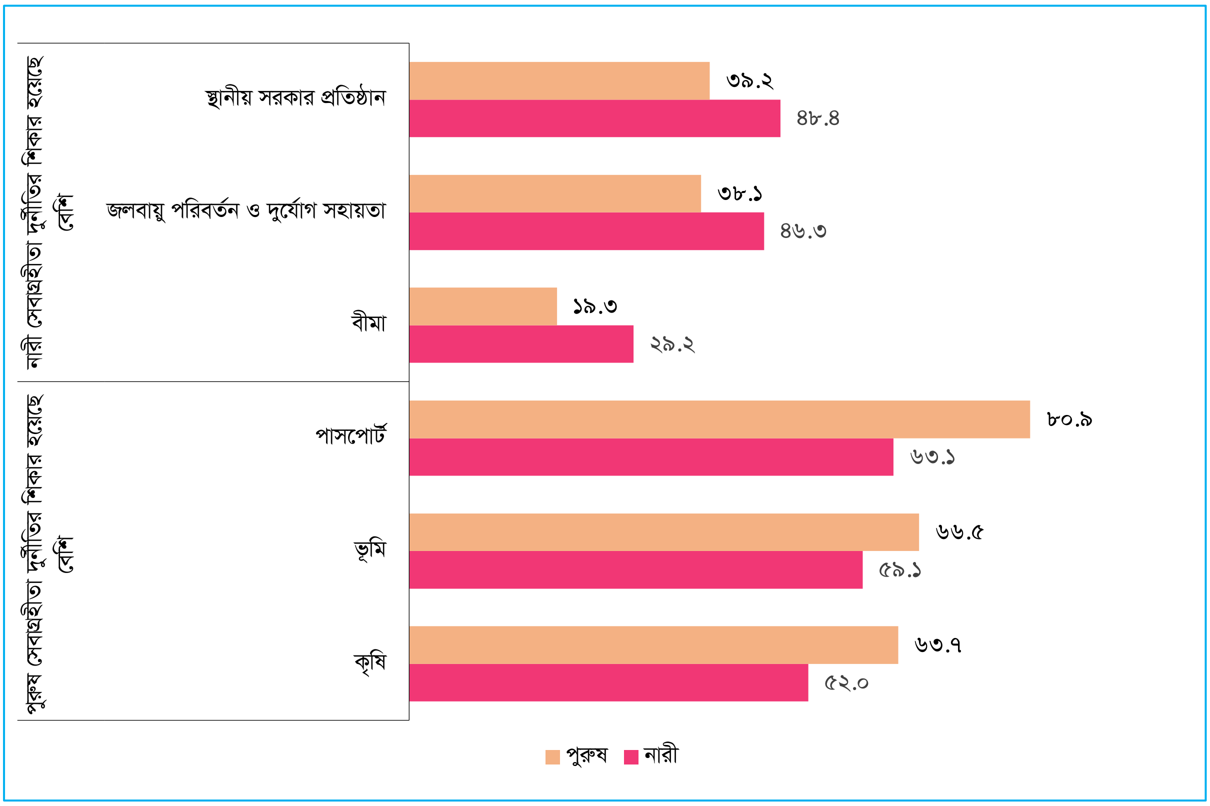

* 'Chi-square test' অনুযায়ী সার্বিকভাবে ও উপরোক্ত খাতগুলোতে নারী-পুরুষের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারে তারতম্য লক্ষ করা যায় (p<০.০৫)

অপরদিকে, খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৮-৩৫ বছর বয়সের সেবাগ্রহীতারা অন্যান্য বয়স শ্রেণির তুলনায় বেশি দুর্নীতির শিকার (৩৭ শতাংশ) হয়েছে এবং সবচেয়ে কম দুর্নীতির শিকার (৫.৭ শতাংশ) হয়েছে ৬৫ বছরের বেশি বয়স্ক সেবাগ্রহীতারা (চিত্র ৩.১১)।

চিত্র ৩.১১: সেবা গ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার* (%)

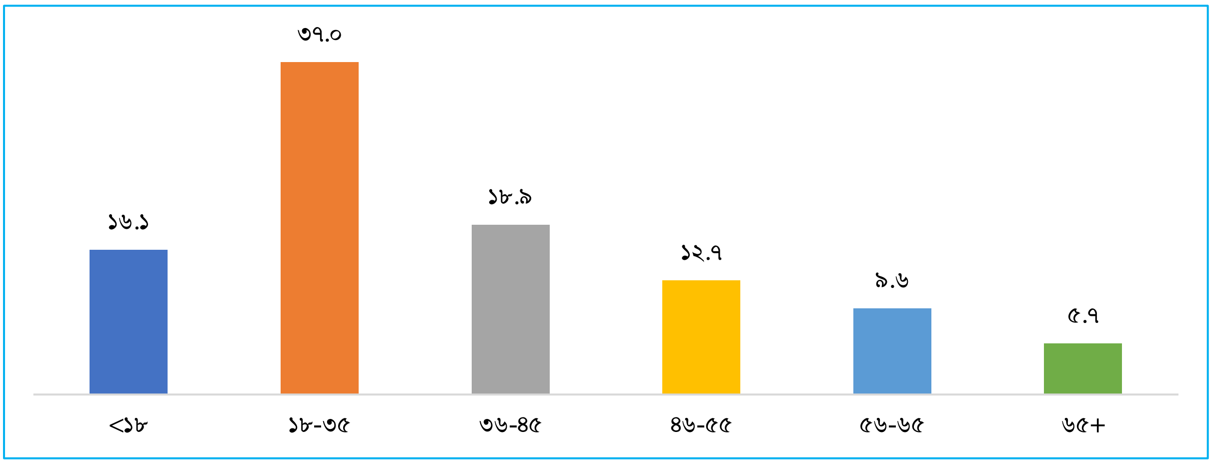

৩.১২ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতি, বৈষম্য ও হয়রানির তুলনামূলক বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। তথ্যপ্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক বৈষম্য এবং সেবাপ্রাপ্তিতে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে তারা অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়, যা তাদের সেবাপ্রাপ্তির বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাকে আরও জটিল করে তোলে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য সেবাখাতে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়ম তাদের নাগরিক অধিকার ও সমতাভিত্তিক সেবা প্রাপ্তির পথে অন্যদের তুলনায় অতিরিক্ত বাধা সৃষ্টি করে। জরিপে অংশগ্রহণকারী আদিবাসী সেবাগ্রহীতাদের ৩৬ শতাংশ সেবা নিতে গিয়ে কমপক্ষে একবার দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। এ চিত্র প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অধিকতর চ্যালেঞ্জিং। জরিপে বিভিন্ন সেবাখাতে সেবা নিতে গিয়ে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের মধ্যে ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ দুর্নীতির এবং ২৬ দশমিক ৫ শতাংশ ঘুষের শিকার হয়েছে (চিত্র ৩.১২)।

চিত্র ৩.১২: আদিবাসী, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও লিঙ্গভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার সেবাগ্রহীতা (%)

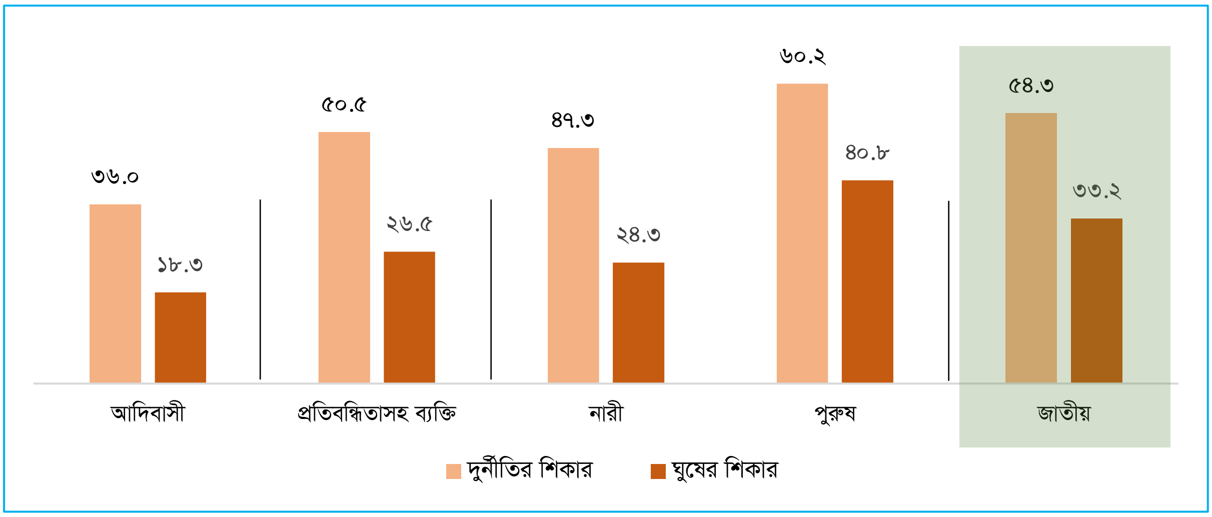

৩.১৩ দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিকার

দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার কার্যকরতা সুশাসন ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত ব্যবস্থা থাকলেও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ এসব ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত অবগত নয় অথবা কার্যকর প্রতিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে আস্থাহীনতায় ভোগে। অভিযোগ দাখিলের পর যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, জটিল প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ এবং অভিযোগকারীর নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার ঘাটতির কারণে বেশিরভাগ সেবাগ্রহীতা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে নিরুৎসাহিত হয়। এছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চল, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অভিযোগ দাখিল ও অনুসরণ প্রক্রিয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

দুর্নীতির শিকার হলে কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে সে সম্পর্কে জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানার কোনো ধারণা নেই এবং ৪৬ দশমিক ৭ শতাংশ খানা অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছে (চিত্র ৩.১৩)। জরিপে ২৯ দশমিক ৫ শতাংশ খানা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), ২৪ দশমিক ৬ শতাংশ সেবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং ২ দশমিক ১ শতাংশ সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট/হটলাইন সম্পর্কে অবগত আছে। তবে, অভিযোগ জানানোর জন্য সরকারের ডিজিটাল ব্যবস্থা বা জিআরএস (গ্রিভেন্স রিডরেসাল সিস্টেম) সম্পর্কে জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার মাত্র ১ দশমিক ৪ শতাংশ অবগত, যা দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের সদিচ্ছার ঘাটতির বহিঃপ্রকাশ।

চিত্র ৩.১৩: দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা (%)

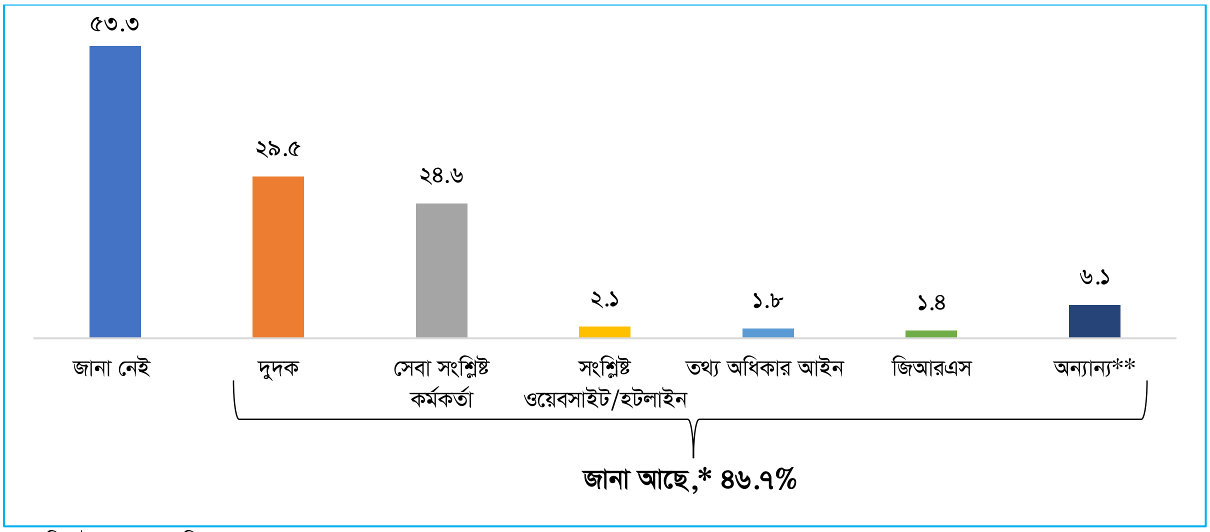

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**জনপ্রতিনিধি, সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট, অভিযোগ বাক্স, ইউএনও ইত্যাদি।

জরিপে প্রায় অর্ধেক খানা অভিযোগ করার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানলেও দুর্নীতির শিকার হয়ে মাত্র ১০ দশমিক ৩ শতাংশ খানা বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের অভিযোগ দায়ের করেছে বা দায়েরের চেষ্টা করেছে। অভিযোগ দায়েরকারী বেশিরভাগ খানা (৭৯.৫ শতাংশ) সেবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে এবং মাত্র শূন্য দশমিক ২ শতাংশ জিআরএস-এর মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করেছে। যারা অভিযোগ করার ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছে, তাদের অধিকাংশ দুদক সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও অভিযোগ দায়ের করা খানার মাত্র শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়ে দুদকে অভিযোগ করেছে (চিত্র ৩.১৪)।

চিত্র ৩.১৪: দুর্নীতির শিকার হয়ে অভিযোগ দায়েরের মাধ্যম* (%)

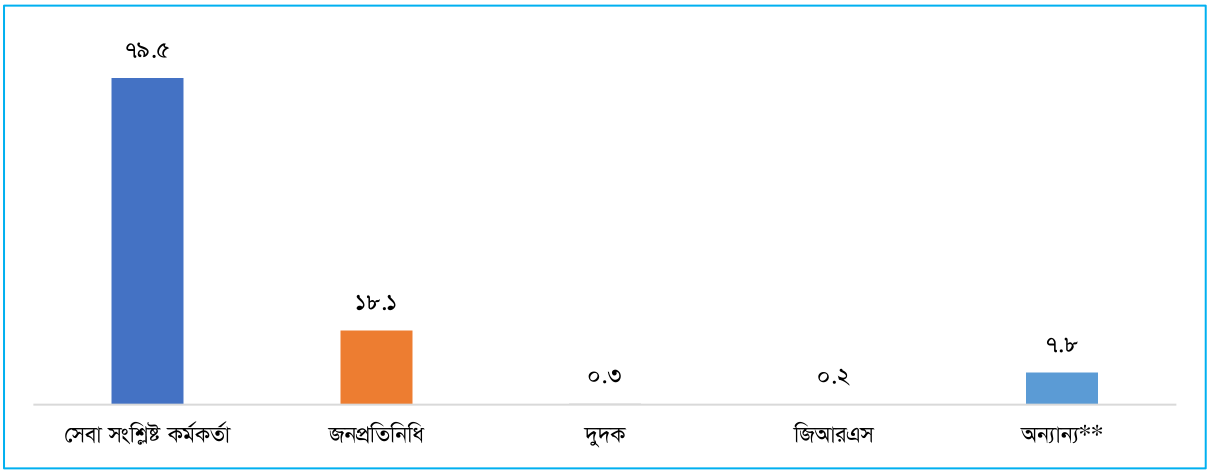

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ইউএনও, ডিসি ইত্যাদি।

দুর্নীতি-অনিয়মের শিকার হয়ে যেসব খানা অভিযোগ করেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ দায়ের করেছে গ্যাস (২৪.৯ শতাংশ) সেবায় দুর্নীতির শিকার হয়ে (চিত্র ৩.১৫)। এছাড়া বিদ্যুৎ, বীমা, এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২৩ দশমিক ১ শতাংশ, ৯ দশমিক ৮ শতাংশ এবং ৩ শতাংশ খানা দুর্নীতি-অনিয়মের শিকার হয়ে অভিযোগ দায়ের করেছে বা চেষ্টা করেছে।

চিত্র ৩.১৫: খাতভিত্তিক দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের (%)

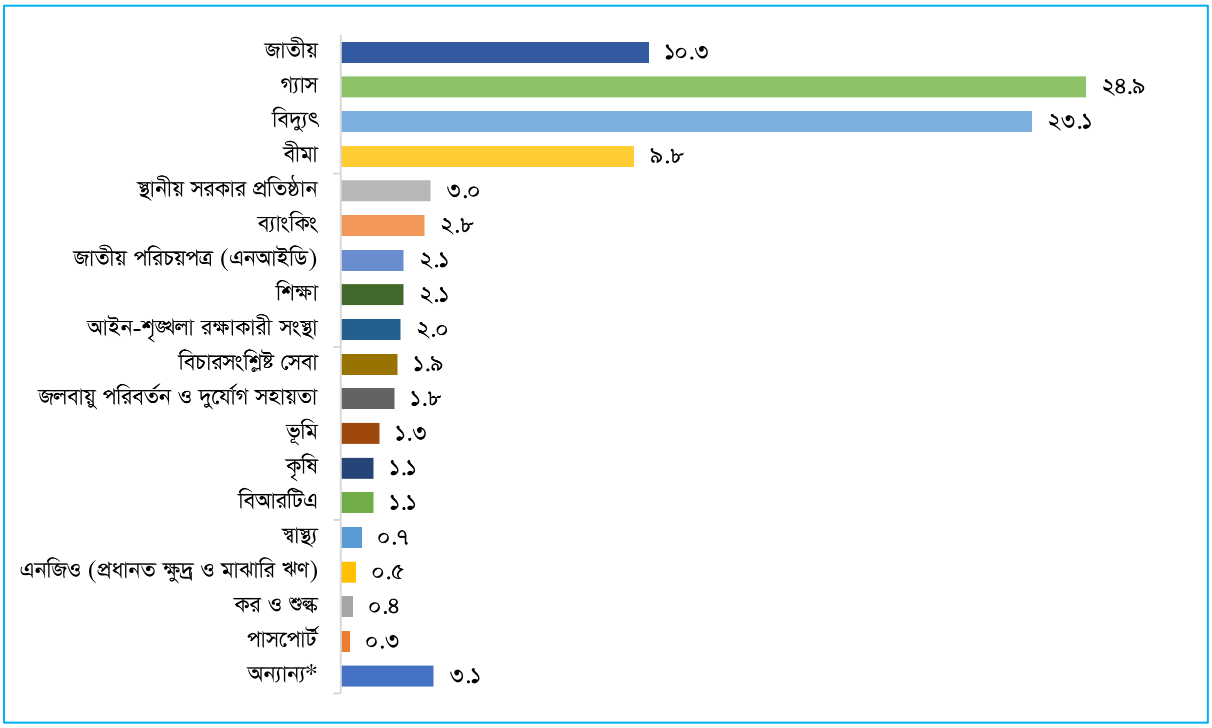

*এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেলওয়ে সেবা ইত্যাদি।

যেসব খানা অভিযোগ করেছে তাদের অভিযোগ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপকে নেতিবাচক ও ইতিবাচক এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৮৮ দশমিক ৭ শতাংশ ক্ষেত্রে নেতিবাচক ও ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নেতিবাচক ব্যবস্থার মধ্যে জরিপে অংশগ্রহণকারী দুর্নীতির শিকার খানার ২১ দশমিক ৬ শতাংশ অভিযোগ দায়েরের চেষ্টা করলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের অভিযোগ গ্রহণ করেনি এবং ৫১ শতাংশ খানার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি (চিত্র ৩.১৬)। অন্যদিকে দুর্নীতির শিকার হয়ে অভিযোগ দায়ের করা ৭ দশমিক ৪ শতাংশ খানার দায়েকৃত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ৫ দশমিক ৭ শতাংশ খানার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র ৩.১৬: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপ* (%)

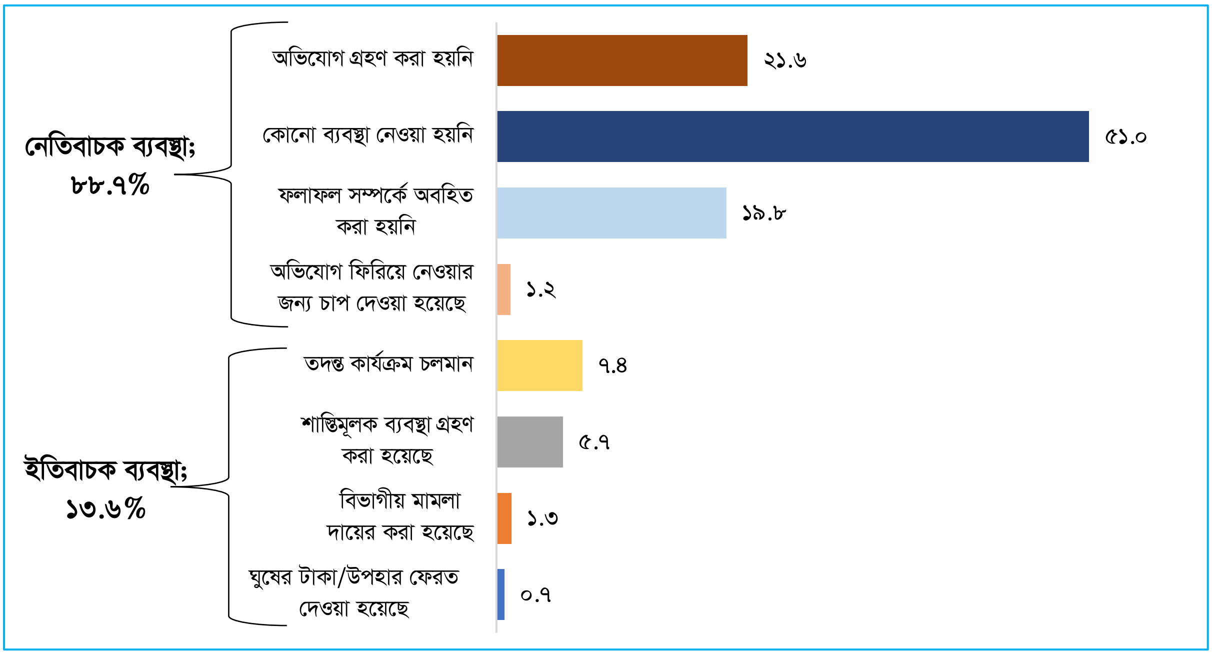

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

অপরদিকে, যেসব খানা অভিযোগ করেনি, তারা দুর্নীতির শিকার হয়েও অভিযোগ দায়ের না করার একাধিক কারণ উল্লেখ করেছে (চিত্র ৩.১৭)। এর মধ্যে সর্বাধিক খানা 'সেবা নেওয়ার ব্যবস্থাই দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই অভিযোগ করার প্রয়োজন মনে করেনি' (৬১.৩ শতাংশ), ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা কীভাবে বা কোথায় অভিযোগ করতে তা জানা না থাকায় অভিযোগ করেনি এবং ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ খানা ঝামেলা, হয়রানি বা নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েও অভিযোগ করেনি। এছাড়া ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে তা বুঝতে পারেনি।

চিত্র ৩.১৭: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের না করার কারণ* (%)

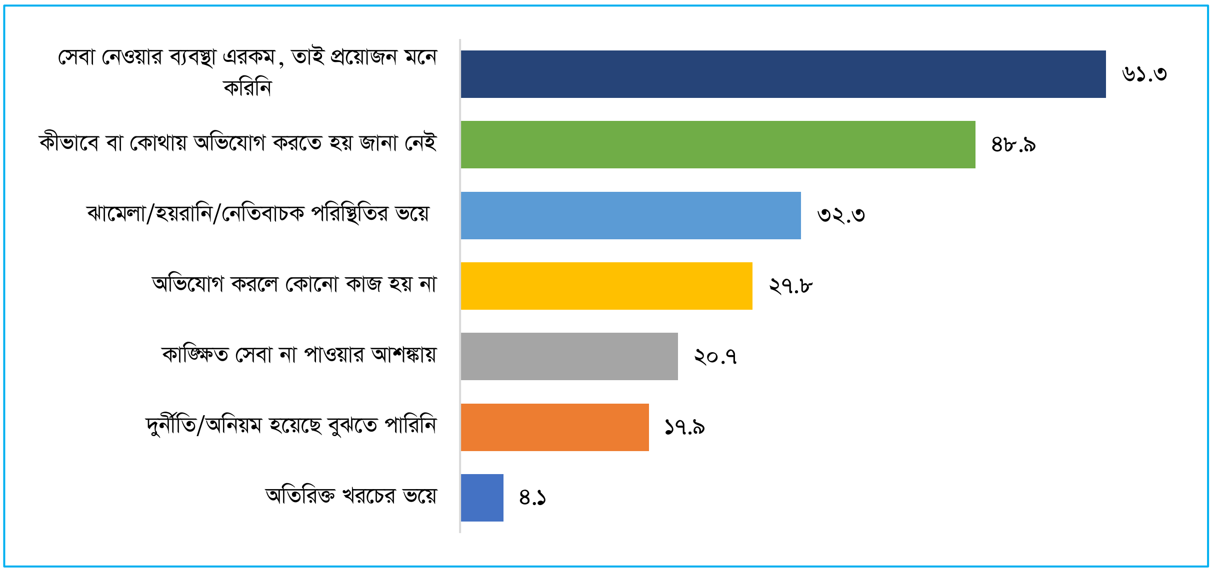

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

৩.১৪ দুর্নীতির কারণ এবং প্রতিরোধে খানার মতামত

জরিপে দুর্নীতির কারণ ও প্রতিরোধে অংশগ্রহণকারী খানার মতামত জানতে চাওয়া হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারী খানাগুলো দুই ধরনের ঘাটতি চিহ্নিত করেছে-প্রতিরোধমূলক (৮৬.৪ শতাংশ) এবং প্রতিকারমূলক (৬০.৮ শতাংশ) ঘাটতি। প্রতিরোধমূলক ঘাটতির মধ্যে ৭৪ দশমিক ৮ শতাংশ খানা বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে দুর্নীতি সংঘটিত হওয়া প্রধানতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে (চিত্র ৩.১৮)। এছাড়া প্রতিকারমূলক ঘাটতির মধ্যে জনসচেতনতার ঘাটতিকে (৬০.৮ শতাংশ) জরিপে সর্বাধিক কথ্যদাতা চিহ্নিত করেছে।

চিত্র ৩.১৮: উত্তরদাতার মতে দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ* (%)

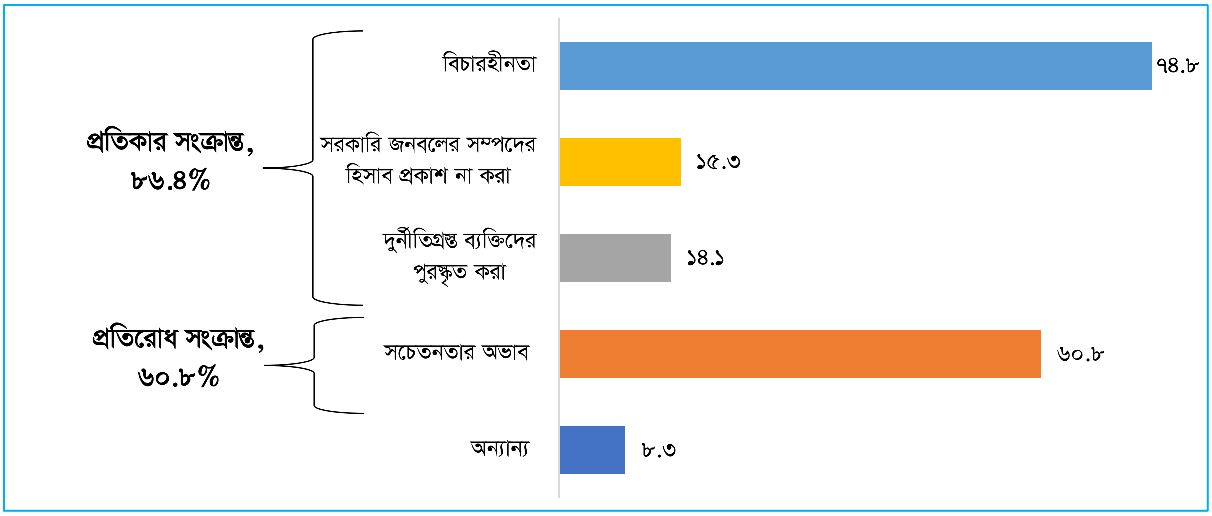

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাগুলো দুর্নীতি প্রতিরোধে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার (৮৪.১ শতাংশ) ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে (সারণি ৩.৯)। এছাড়া ৪৫ দশমিক ২ শতাংশ খানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক

আন্দোলন গড়ে তোলা, ৩০ দশমিক ৪ শতাংশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদারকি জোড়দার করা এবং ২৪ দশমিক ২ শতাংশ অভিযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানানো এবং তা কার্যকর করার ওপর মতামত দেন।

সারণি ৩.৯: দুর্নীতি প্রতিরোধে খানার মতামত* (%)

মতামত	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	৮৪.১	৮৩.৮	৮৪.৮
দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা	৪৫.২	৪৫.৫	৪৪.৭
তদারকি জোরদার করা	৩০.৪	২৯.৬	৩১.৯
অভিযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানানো এবং কার্যকর করা	২৪.২	২৫.২	২২.৩
সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকাশ করা	১০.৪	১০.৭	৯.৯
নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন করা	৫.৬	৫.৯	৫.০
নিরুত্তর	৩.৯	৩.৫	৪.৯

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

৪.১ পাসপোর্ট

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, হজ্জ পালন, চিকিৎসা ও ভ্রমণসহ বিভিন্ন কারণে মানুষের বিদেশগমন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে পাসপোর্টের চাহিদাও ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। এই চাহিদা মোকাবিলায় সরকার পাসপোর্ট ব্যবস্থাকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করতে 'মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি)' চালুর পর পর্যায়ক্রমে ই-পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু করে। সাম্প্রতিক সময়ে পাসপোর্ট সেবায় আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া আরও সহজ ও ব্যবহারবান্ধব করা হয়েছে, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে ফি পরিশোধের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে, পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া বাতিল হয়েছে এবং আবেদন ট্র্যাকিং ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে। এছাড়া ই-পাসপোর্টের ডেলিভারি সময় কমানোর উদ্যোগ, বিশেষ সেবা ডেস্ক চালু, বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোতে ই-পাসপোর্ট সেবা সম্প্রসারণ এবং জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত পাসপোর্ট প্রদান ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, ওয়ান স্টপ সার্ভিস, সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ফি জমাদান, পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ পালন এবং জেলা পর্যায়ে সেবা বিস্তারের ফলে পাসপোর্ট প্রাপ্তির প্রক্রিয়া আগের তুলনায় অনেক সহজ ও দ্রুত হয়েছে। তবে এসব ইতিবাচক অগ্রগতির পাশাপাশি কিছু চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গেছে। পাসপোর্ট তৈরির বিভিন্ন ধাপে দালালচক্রের প্রভাব, বিলম্ব, অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ, তথ্য যাচাই প্রক্রিয়ায় জটিলতা এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দুর্বলতা ও দুর্নীতির বিষয়গুলো এখনো পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হয়নি। ফলে সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়ন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার ৮ দশমিক ৫ শতাংশ পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করেছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৮ দশমিক ১ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৯ দশমিক ১ শতাংশ খানা। সেবা গ্রহণকারী খানার ৮৮ দশমিক ৯ শতাংশ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এবং ১১ দশমিক ৫ শতাংশ খানা বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস হতে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবা গ্রহণকারী খানার ৮৭ দশমিক ৩ শতাংশ নতুন ই-পাসপোর্ট, ৮ দশমিক ৮ শতাংশ খানা এমআরপি রি-ইস্যু এবং ৬ দশমিক ৫ শতাংশ নতুন এমআরপি পাসপোর্ট সেবা নিয়েছে। আবেদনের ধরনের ক্ষেত্রে ৯১ দশমিক ৪ শতাংশ খানা সাধারণ (১৫ কর্মদিবস), ৮ দশমিক ২ শতাংশ খানা জরুরি আবেদন (৭ কর্মদিবস), ১ শতাংশ খানা অতীব জরুরি (২ কর্মদিবস, ই-পাসপোর্ট) পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছে। উল্লেখ্য, জরিপে স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক ভেরিফিকেশন সেবা ও সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্য পাসপোর্ট সেবাখাতে বিশ্লেষণের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: জরিপে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৮৪ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৮৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৭৯ দশমিক ৪ শতাংশ খানা। পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৬ দশমিক ৬ শতাংশ ঘুষের শিকার হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৭৯ দশমিক ১ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৭১ দশমিক ৮ শতাংশ। এছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর দায়িত্ব পালনে অবহেলার শিকার (৭২.২ শতাংশ), দালালের সহযোগিতা নিতে বাধ্য হওয়া এবং হয়রানির শিকার হওয়া (৩৯.৭ শতাংশ), হয়রানি/দুর্ব্যবহারের শিকার (৩২.৫ শতাংশ) এবং অনুন্যপায় হয়ে পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে সেবাগ্রহণে (১৪.৫ শতাংশ) বাধ্য হয়েছে (চিত্র ৪.১)।

চিত্র ৪.১: পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)

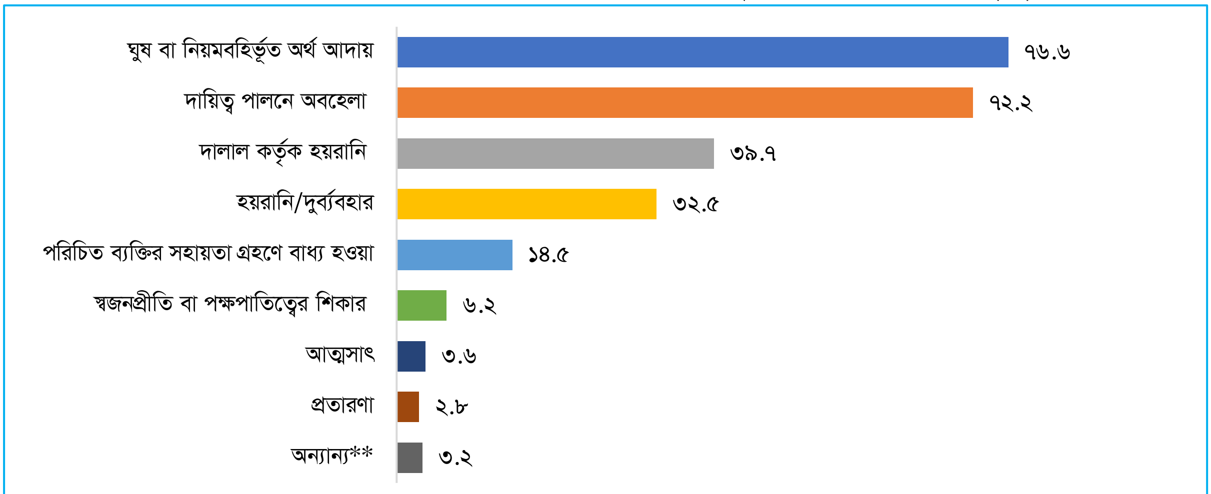

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**অপর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ, অপ্রয়োজনী কাগজপত্র দিতে বাধ্য করা ইত্যাদি।

সার্বিকভাবে ঘুষের শিকার হওয়া খানাকে গড়ে ৪ হাজার ৫৩২ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের খানাকে শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি পরিমাণ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়ে পাসপোর্ট সংক্রান্ত সেবা নিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের খানাকে গড়ে ৪ হাজার ৯৯১ টাকা ও শহরাঞ্চলের খানাকে গড়ে ৩ হাজার ৫৭৩ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

বিভাগভেদে দুর্নীতি: সামগ্রিকভাবে পাসপোর্ট সেবায় দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার গ্রহণ দেশের সব বিভাগেই ব্যাপকভাবে বিদ্যমান, তবে গ্রামাঞ্চলে এর প্রকোপ তুলনামূলকভাবে বেশি এবং কিছু বিভাগে ঘুষের আর্থিক বোঝাও অত্যন্ত উচ্চ (সারণি ৪.১)। বিভাগভিত্তিক পাসপোর্ট সেবায় দুর্নীতির শিকার, ঘুষের শিকার এবং গড় ঘুষের পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে বরিশাল বিভাগের হার সর্বোচ্চ, যেখানে মোট ৯৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এ বিভাগের গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি (গ্রামাঞ্চলে ৯৬.৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৮৫.৬ শতাংশ)। একইভাবে সিলেট বিভাগেও দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার উদ্বেগজনক পর্যায়ে (৯১.৭ শতাংশ)। অন্যদিকে সর্বনিম্ন হার লক্ষ্য করা যায় রংপুর বিভাগে, যেখানে মোট ৭২ দশমিক ১ শতাংশ সেবা গ্রহণকারী খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। ঘুষের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। বরিশাল বিভাগে ঘুষের শিকার হওয়ার হার সর্বোচ্চ, যেখানে সেবা গ্রহণকারী খানার ৮৭ দশমিক ৫ শতাংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৯১ দশমিক ২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৭৮ দশমিক ১ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। সিলেট বিভাগেও ঘুষের শিকার হওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (৮৫.৮ শতাংশ)। বিপরীতে রংপুর বিভাগে ঘুষের শিকার হওয়ার হার তুলনামূলকভাবে কম, যা ৬৮ দশমিক ৭ শতাংশ। উল্লেখ্য শুধুমাত্র রাজশাহী বিভাগের শহরাঞ্চলে ঘুষের শিকার হওয়ার হার গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি (গ্রামাঞ্চলে ৭০.৪ এবং শহরাঞ্চলে ৭৫.৬ শতাংশ) ।

সারণি ৪.১: বিভাগভেদে পাসপোর্ট সেবায় দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা* (%)

বিভাগ	দুর্নীতির শিকার (%)			ঘুষের শিকার (%)			গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)**		
	মোট	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
বরিশাল	৯৩.৩	৯৬.৩	৮৫.৬	৮৭.৫	৯১.২	৭৮.১	৩,৬১৪	৩,৭০৬	৩,৩৩৭
চট্টগ্রাম	৮২.৯	৮৩.০	৮২.৭	৭৫.৫	৭৬.৫	৭৩.৮	৭,০৯৩	৮,৩৮০	৪,৭৪২
ঢাকা	৮৬.৭	৯২.৫	৮০.১	৭৬.৮	৮০.৬	৭২.৫	৪,১৩৯	৪,৮৮৬	৩,২১২
খুলনা	৭৪.৮	৭৬.৬	৬৮.৫	৭০.০	৭৪.০	৫৬.২	২,৮৭৩	২,৯২৪	২,৬৪৭
ময়মনসিংহ	৮৯.৭	৯২.৭	৭৯.৪	৭১.৮	৭৫.০	৬১.৭	৩,৩৮৩	৩,১৬৩	৩,৫৭৮
রাজশাহী	৮৪.৪	৮৫.২	৮২.৪	৭১.৮	৭০.৪	৭৫.৬	৩,০৬৫	৩,২০০	২,৭২৪
রংপুর	৭২.১	৭৪.১	৬৮.৪	৬৮.৭	৭৪.১	৫৮.৭	৩,৩২৬	৩,৪০৭***	৩,১৩৫***
সিলেট	৯১.৭	৯৩.৬	৮৪.৪	৮৫.৮	৮৮.১	৭৬.৪	৪,১১৯	৪,২৬২	৩,৪৪৮

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***সীমিত সংখ্যক উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পাসপোর্ট সেবায় গড় ঘুষের পরিমাণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চট্টগ্রাম বিভাগে খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ সর্বোচ্চ। এ বিভাগে সেবা গ্রহণকারী খানাপ্রতি গড়ে ৭ হাজার ৯৩ টাকা ঘুষ প্রদান করতে হয়েছে, যেখানে গ্রামাঞ্চলে এর পরিমাণ ৮ হাজার ৩৮০ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৪ হাজার ৭৪২ টাকা। অন্যদিকে, সর্বনিম্ন গড় ঘুষের পরিমাণ পাওয়া যায় খুলনা বিভাগে, যেখানে খানাপ্রতি গড়ে ২ হাজার ৮৭৩ টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। ঢাকা ও সিলেট বিভাগেও খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি, যথাক্রমে ৪ হাজার ১৩৯ টাকা এবং ৪ হাজার ১১৯ টাকা।

অফিসভেদে দুর্নীতি: বাংলাদেশের নাগরিকদের পাসপোর্ট সেবা দেওয়ার জন্য প্রতিটি জেলায় পাসপোর্ট অফিস স্থাপন করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৭টি বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস[২১] এবং ৬২টি আঞ্চলিক অফিস[২২] রয়েছে। এছাড়া বিশ্বের ৭৩টি বাংলাদেশী মিশনে এমআরপি ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রকল্পের মাধ্যমেও প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ সরকার। পাসপোর্ট অফিসের ধরনভেদে বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস হতে সেবাগ্রহণকারী খানার তুলনায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে সেবাগ্রহণকারী খানাসমূহ তুলনামূলক বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.২)। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৮৫ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ক্ষেত্রে এ হার ৭৬ দশমিক ৯ শতাংশ। ঘুষের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এবং বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসের

[২১] বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিসগুলো হলো-ঢাকা (আগারগাঁও), চট্টগ্রাম (মনসুরাবাদ), রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস। বিস্তারিত: অফিসসমূহ, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। লিঙ্ক: https://dip.gov.bd/pages/static-pages/6922e09e933eb65569e27dd6. সর্বশেষ ভিজিট: ২৩ এপ্রিল ২০২৬।
[২২] ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়া বিভাগীয় শহরগুলোতে আর কোনো আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নাই। ঢাকায় বিভাগীয় অফিস ছাড়াও ৪টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে (যাত্রাবাড়ি, উত্তরা, সেনানিবাস, সচিবালয়, আফতাবনগর ও মোহাম্মদপুর) এবং চট্টগ্রামের পাঁচলাইশে অবস্থিত অফিস আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হিসেবে পরিচিত।

তুলনায় অধিক হারে ঘুষের শিকার হয়েছে; আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৭ দশমিক ১ শতাংশ খানাকে গড়ে ৪ হাজার ৫৮৮ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এ হার বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসের ক্ষেত্রে ৬৮ দশমিক ৮ শতাংশ এবং গড় ঘুষের পরিমাণ ৪ হাজার ৪১ টাকা।

সারণি ৪.২: পাসপোর্ট অফিসের ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

অফিসের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস	৮৮.৯	৮৫.০	৭৭.১	৪,৫৮৮
বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস	১১.৫	৭৬.৯	৬৮.৮	৪,০৪১

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পাসপোর্ট ও আবেদনের ধরনভেদে দুর্নীতি: নতুন ই-পাসপোর্টের জন্য আবেদনকারীরা অন্যদের তুলনায় অধিক হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। তবে এমআরপি রি-ইস্যুর সেবাগ্রহীতা খানাকে অন্যান্য ধরনের পাসপোর্টের জন্য আবেদনকারীদের তুলনায় বেশি পরিমাণ ঘুষ দিতে হয়েছে (সারণি ৪.৩)। নতুন ই-পাসপোর্টের জন্য আবেদনকারী খানার ৮৪ দশমিক ৩ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার নতুন এমআরপি'র জন্য আবেদনকারী খানার ৭৬ দশমিক ৯ শতাংশ এবং এমআরপি রি-ইস্যু'র জন্য আবেদনকারীদের ৭৫ দশমিক ৩ শতাংশ। একইভাবে নতুন ই-পাসপোর্ট পেতে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোকে তুলনামূলক অধিক হারে ঘুষের শিকার হতে হয়, যা সেবাগ্রহীতা খানার ৭৫ দশমিক ৭ শতাংশ। তবে, এমআরপি রি-ইস্যুর সেবাগ্রহীতা খানাকে নতুন এমআরপি ও ই-পাসপোর্টের জন্য আবেদনকারী খানার তুলনায় বেশি পরিমাণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে যা খানাপ্রতি গড়ে প্রায় ১২ হাজার ৪৪৪ টাকা।

বাংলাদেশ সরকারের 'ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর' বিতরণের মেয়াদকাল ও সেবামূল্যভেদে তিন ধরনের পাসপোর্ট সেবা দিয়ে থাকে - সাধারণ, জরুরী ও অতিব জরুরী। জরিপে যেসকল খানা পাসপোর্টের জন্য সাধারণ (যা সাধরণত ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ) ক্যাটাগরিতে আবেদন করেছে তারা অন্যান্য ক্যাটাগরিতে আবেদন করা খানার তুলনায় অধিক হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩)। সাধারণ ক্যাটাগরিতে আবেদন করা খানার ৮৪ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা জরুরি (৭ কর্মদিবস) আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ৮০ দশমিক ২ শতাংশ এবং অতীব জরুরী (২ কর্মদিবস-যা সাধারণত ই-পাসপোর্টের আবেদনের জন্য প্রযোজ্য) আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ৭৭ দশমিক ৫ শতাংশ। একইভাবে সাধারণ ক্যাটাগরিতে আবেদনকারী খানা জরুরি ও অতীব জরুরি ক্যাটাগরিতে আবেদনকারীদের তুলনায় অধিক হারে ঘুষের শিকার হয়েছে এবং বেশি পরিমাণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ৪.৩: পাসপোর্ট ও আবেদনের ধরনভেদে* দুর্নীতির ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ***(টাকা)**

পাসপোর্ট ও আবেদনের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
পাসপোর্টের ধরন				
নতুন (এমআরপি)	৬.৫	৭৬.৯	৭৩.৩	৩,৮৯৮
নতুন ই-পাসপোর্ট	৮৭.৩	৮৪.৩	৭৫.৭	৩,৮৮১
রি-ইস্যু (এমআরপি)	৮.৮	৭৫.৩	৬৯.৬	১২,৪৪৪
বিতরণের ধরন				
সাধারণ (১৫ কর্মদিবস)	৯১.৪	৮৪.৪	৭৬.৭	৪,৫৭৩
জরুরি (৭ কর্মদিবস)	৮.২	৮০.২	৬৯.৮	৪,০২১
অতীব জরুরি (২ কর্মদিবস, ই-পাসপোট)	১.০	৭৭.৫	৭৫.২	৩,৭৭৭
পৃষ্ঠা সংখ্যা ও মেয়াদকাল				
৪৮ পৃষ্ঠা এবং ৫ বছর মেয়াদ	১৪.৭	৭৯.৩	৬৭.২	৬,৫১০
৪৮ পৃষ্ঠা এবং ১০ বছর মেয়াদ	৮২.৮	৮৩.৬	৭৬.৪	৪,২০৯
৬৪ পৃষ্ঠা এবং ৫ বছর মেয়াদ	***	***	***	***
৬৪ পৃষ্ঠা এবং ১০ বছর মেয়াদ	৩.৭	৮৮.৪	৭৫.২	৪,৬১৯****

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।
****সীমিত সংখ্যাক উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার পাসপোর্টের পৃষ্ঠা সংখ্যা ও মেয়াদকালের ভিত্তিতে মোট চার ধরনের পাসপোর্ট সুবিধা দিয়ে থাকে, এর মধ্যে ৪৮ পৃষ্ঠা ও ৬৪ পৃষ্টার পাসপোর্টের ৫ বছর ও ১০ বছরের দুটি মেয়াদ রয়েছে। জরিপে যেসকল খানা ৬৪ পৃষ্ঠা এবং ১০ বছর মেয়াদকালের জন্য পাসপোর্টের আবেদন করেছে সেসকল খানা অন্যান্য আবেদনকারীদের তুলনায় অধিক হারে (৮৮.৪ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩)। অপরদিকে ৪৮ পৃষ্ঠা এবং ৫ বছর মেয়াদকালের পাসপোর্টের জন্য আবেদনকারীরা অন্যান্য ধরনের

আবেদনকারীদের তুলনায় কম হারে দুর্নীতি (৭৯.৩ শতাংশ) ও ঘুষের শিকার (৬৭.২ শতাংশ) হলেও পাসপোর্ট প্রাপ্তির জন্য এসকল খানাকে অন্যান্য আবেদনকারীদের তুলনায় বেশি পরিমাণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ (খানাপ্রতি গড়ে ৬ হাজার ৫১০ টাকা) দিতে হয়েছে।

সেবার পর্যায়/ধরনভেদে দুর্নীতি: বাংলাদেশের নাগরিকদের পাসপোর্ট প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় সাধারণত তিনটি প্রধান ধাপ অতিক্রম করতে হয়–আবেদনপত্র পূরণ ও জমা/সাবমিট, বায়োমেট্রিক তথ্য প্রদান এবং পাসপোর্ট গ্রহণ[২৩]। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, আবেদনপত্র পূরণ ও জমা/সাবমিট পর্যায়ে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার ৭৬ দশমিক ৮ শতাংশ (সারণি ৪.৪)। এছাড়া বায়োমেট্রিক তথ্য প্রদান পর্যায়ে ২৩ দশমিক ২ শতাংশ এবং পাসপোর্ট গ্রহণের সময় ২৩ দশমিক ৯ শতাংশ খানা কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রেও আবেদনপত্র পূরণ ও জমা/সাবমিট পর্যায়ে সর্বাধিক ৭০ দশমিক ৫ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। তবে বায়োমেট্রিক তথ্য প্রদান পর্যায়ে ঘুষের শিকার হওয়া খানাগুলো অন্যান্য পর্যায়ের তুলনায় বেশি পরিমাণে অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। এ পর্যায়ে খানা প্রতি গড়ে ৬ হাজার ৬৮০ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে, যা পাসপোর্ট প্রাপ্তির বিভিন্ন ধাপের মধ্যে সর্বোচ্চ।

সারণি ৪.৪: সেবার পর্যায়/ধরনভেদে* দুর্নীতির ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

সেবার পর্যায়/ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
আবেদনপত্র পূরণ ও জমা/সাবমিট	৯৬.৬	৭৬.৮	৭০.৫	৪,০৭৫
বায়োমেট্রিক প্রদান	৮৭.০	২৩.২	৫.৬	৬,৬৮০
পাসপোর্ট গ্রহণ	৮৯.৮	২৩.৯	৭.২৭	৬,০১০
অন্যান্য ****	০.৯	-	-	-

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****তথ্য সেবা, ভুল সংশোধন ইত্যাদি।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: পাসপোর্ট সেবা খাতে ঘুষের শিকার হওয়া খানার ৬২ দশমিক ৫ শতাংশ ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ/টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' উল্লেখ করেছে। এছাড়াও সেবাদাতা কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য (৪৫ শতাংশ), যথাসময়ে সেবা পেতে (৪২.২ শতাংশ), নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় (৪১.৯ শতাংশ), নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য (১৯.৩ শতাংশ) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (চিত্র ৪.২)।

চিত্র ৪.২: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* দেওয়ার কারণ (%)**

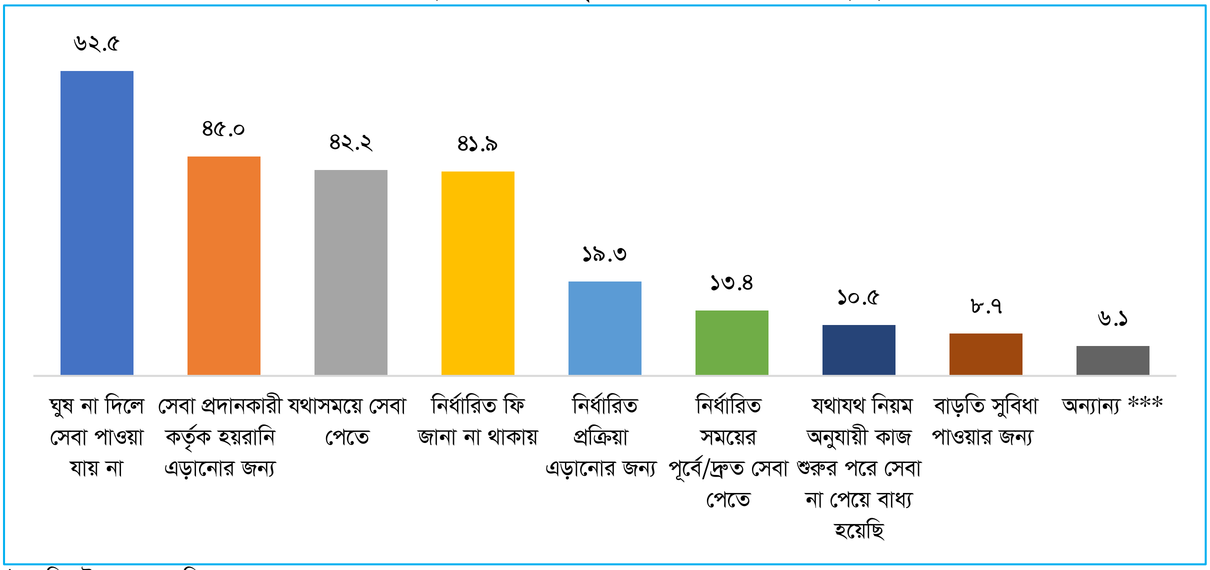

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য, বখশিশের নামে জোরপূর্বক আদায়, জরিমানা এড়ানোর জন্য, স্বজনপ্রীতির শিকার, সঠিক নথি উপস্থাপনে ব্যর্থতা ইত্যাদি।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি: পাসপোর্ট সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া হয়েছে দালাকে (৭৫.৯ শতাংশ), অর্থ্যাৎ নাগরিক সেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাসপোর্ট খাতটি দালাল-নির্ভর সেবায় পরিণত হয়েছে। তথ্যের

[২৩] পাসপোর্ট প্রাপ্তির জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশন আরেকটি ধাপ রয়েছে যা বর্তমানে কার্যকর নয়। তবে জরিপের তথ্যের সময়কালে মধ্যে কিছু মাস এই ধাপটি কার্যকর ছিল, যা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা নামক সেবাখাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে

ঘাটতি, প্রক্রিয়াগত জটিলতা, আবেদনকারীদের মধ্যে 'ডিজিটাল লিটারেসির' ঘাটতি ও পদ্ধতিগত হয়রানি এড়ানোর জন্য পাসপোর্টের জন্য আবেদনকারীদের একটি বড় অংশ এখনো দালালের সহযোগিতা নিতে বাধ্য হয়। এছাড়া সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে ৩১ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ট্রাভেল এজেন্সিকে দিয়েছে ১ দশমিক ৪ শতাংশ খানা।

চিত্র ৪.৩: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* আদায়কারী ব্যক্তি (%)**

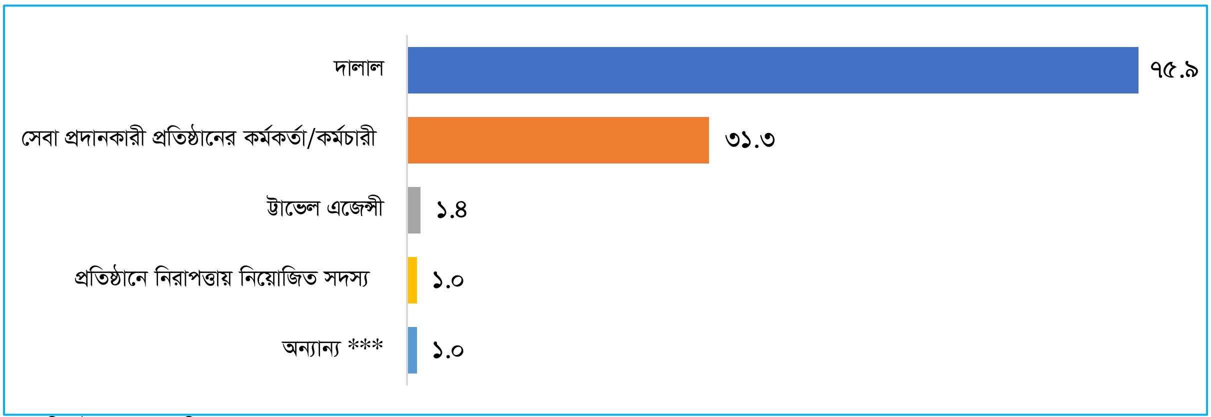

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় পরিচিত ব্যক্তি ইত্যাদি।

পাসপোর্ট অফিসের ধরনভেদে দালালের মাধ্যমে হয়রানির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য না থাকলেও অঞ্চলভেদে পাসপোর্ট সেবায় ঘুষ আদায়কারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় (সারণি ৪.৫)। বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের ৭৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দালালকে অতিরিক্ত বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়ে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করেছে, যেখানে শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে এ হার ৬৯ দশমিক ৭ শতাংশ। অন্যদিকে, শহরাঞ্চলের খানা গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি হারে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে সেবা গ্রহণ করেছে। গ্রামাঞ্চলে এ হার ২৮ দশমিক ৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৩৬ দশমিক ৩ শতাংশ। একইভাবে, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের তুলনায় বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী খানা অধিক হারে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ঘুষের শিকার হয়েছে। জরিপে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী ৩০ শতাংশ খানাকে সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ঘুষ দিয়ে সেবা নিতে হয়েছে, যেখানে বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসের ক্ষেত্রে এ হার ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ।

সারণি ৪.৫: অঞ্চল ও পাসপোর্ট অফিসের ধরনভেদে* ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি (%)**

ঘুষ আদায়কারী ব্যক্তি	জাতীয়	অঞ্চল		অফিসের ধরন	
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস	বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস
দালাল	৭৫.৯	৭৮.৯	৬৯.৭	৭৬.০	৭৬.৩
পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারী	৩১.৩	২৮.৯	৩৬.৩	৩০.০	৪১.৮
ট্রাভেল এজেন্সী	১.৪	১.৭	০.৮	১.২	৩.০
প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্য	১.০	১.২	০.৬	১.০	১.০
অন্যান্য ***	১.০	০.৭	১.৭	১.১	০.৭

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পরিচিত ব্যক্তি ইত্যাদি।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর পাসপোর্ট সেবাখাতে দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্র তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, উভয় বছরেই পাসপোর্ট খাত দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারের দিক থেকে সকল সেবাখাতের মধ্যে প্রথম অবস্থানে রয়েছে, যা এ খাতে দুর্নীতির ব্যাপকতা ও ধারাবাহিকতাকে নির্দেশ করে। খানা জরিপ ২০২৩-এ পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৮৬ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে, ২০২৫ সালে এ হার কিছুটা কমে ৮৪ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে (সারণি ৪.৬)। অর্থাৎ দুই বছরের ব্যবধানে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ১ দশমিক ৯ শতাংশ কমেছে। তবে ঘুষের শিকার হওয়ার হার ২০২৩ এর তুলনায় ২০২৫-এ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে ৭৪ দশমিক ৮ শতাংশ খানা পাসপোর্ট সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০২৫ সালে বেড়ে ৭৬ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, অর্থ্যাৎ ঘুষের শিকার হওয়ার হার ২ দশমিক ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে, খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ২০২৩ সালে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণে ঘুষের শিকার হওয়া প্রতিটি খানা গড়ে ৪ হাজার

৮৭৯ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে, ২০২৫ সালে এর পরিমাণ কমে ৪ হাজার ৫৩২ টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ঘুষের শিকার হওয়া খানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও প্রতিটি খানা থেকে আদায়কৃত গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ৭ দশমিক ১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ৪.৬: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে পাসপোর্ট সেবাখাতে খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)	অবস্থান (দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারে)
২০২৫	৮৪.৪	৭৬.৬	৪,৫৩২	১,০৮৩.২	১ম
২০২৩	৮৬.০	৭৪.৮	৪,৮৭৯	১,৩৫০.৪	১ম

জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রেও হ্রাসের প্রবণতা দেখা যায়। ২০২৩ সালে পাসপোর্ট খাতে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৩৫০ কোটি ৪০ লাখ টাকা, ২০২৫ সালে তা কমে ১ হাজার ৮৩ কোটি ২০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ প্রায় ২২২ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে। সার্বিকভাবে পাসপোর্ট সেবাখাতে দুর্নীতি ও ঘুষের বিস্তার এখনও অত্যন্ত উচ্চমাত্রায় বিদ্যমান এবং এ খাত ধারাবাহিকভাবে দুর্নীতির শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। তবে ঘুষের শিকার হওয়ার হার বৃদ্ধি পেলেও খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, যা সেবার ডিজিটালাইজেশন, ই-পাসপোর্ট ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং প্রশাসনিক সংস্কারের আংশিক ইতিবাচক প্রভাবের ইঙ্গিত বহন করতে পারে। তবুও দালাল নির্ভরতা, প্রক্রিয়াগত দুর্বলতা, তথ্যের ঘাটতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি দূর না হলে এ খাতে দুর্নীতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে।

৪.২ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

বাংলাদেশে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং এ সংক্রান্ত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসহ মোটরযান সংশ্লিষ্ট সকল সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)'। এই প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত সেবাগুলের মধ্যে রয়েছে মোটরযান নিবন্ধনসহ মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স, ট্যাক্স টোকেন, ফিটনেস সনদ, রাইডশেয়ারিং তালিকাভুক্তকরণ, রুট পারমিট সনদ ইস্যু ও নবায়ন, মোরটযানের মালিকানা বদল, ড্রাইভিং স্কুল নিবন্ধন ইত্যাদি। পাশাপাশি, সড়ক দূর্ঘটনা প্রতিরোধে পত্রিকা ও টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রচার করার মাধ্যমে গণসচেতনাতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযানের করসহ বিভিন্ন ফি আদায় বাবদ বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে থাকে।[২৪] সেবা কার্যক্রমকে ঘিরে বিআরটিএ'র কর্মী, মোটরযান শ্রমিক ও মালিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন), স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের একাংশের মধ্যে সৃষ্ট সিন্ডিকেট, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ইত্যাদির কারণে দুর্নীতি ও গ্রাহক সেবা বিঘ্নিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[২৫]

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৩ দশমিক ৫ শতাংশ বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণ করেছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ২ দশমিক ৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে মোটরযান চালক হিসেবে ৭১ দশমিক ২ শতাংশ এবং মোটরযান মালিক হিসেবে ৩৩ দশমিক ৭ শতাংশ খানা সেবা গ্রহণ করেছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর গৃহীত সেবার মধ্যে নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (৩৪.৩ শতাংশ), ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (৩২ শতাংশ), শিক্ষানবীশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (২৬.৩ শতাংশ), মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন (১৩.১ শতাংশ), ট্যাক্স টোকেন সংগ্রহ/নবায়ন (৮.৩ শতাংশ), ফিটনেস সনদ (৩.৮ শতাংশ), নম্বর প্লেট সংগ্রহ (৩.৮ শতাংশ), ডোপটেস্ট সংক্রান্ত (২.৮ শতাংশ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৯ দশমিক ৩ শতাংশ কোনো না কোনো সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে এ হার ৮০ দশমিক ৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৭৭ দশমিক ৭ শতাংশ খানা। অপরদিকে মোটরযান মালিক (৬৯.৫ শতাংশ) অপেক্ষা মোটরযান চালক সংশ্লিষ্ট সেবায় (৮২.৭ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার বেশি। সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে ৬৩ দশমিক ৫ শতাংশ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করা হয়েছে।

বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে তার মধ্যে দায়িত্ব পালনে অবহেলা (৩৯.৭ শতাংশ), দালাল কর্তৃক হয়রনির শিকার (২১.১ শতাংশ), হয়রানি/দুর্ব্যবহারের শিকার হওয়া (২১ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৪.৪)। বিআরটিএ হতে সেবা নিতে গিয়ে যেসকল খানা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে তারা গড়ে ৬ হাজার ৯২৩ টাকা দিয়েছে, গ্রামাঞ্চলে এর পরিমাণ ৫ হাজার ৯৭২ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৮ হাজার ১৩০ টাকা।

চিত্র ৪.৪: বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)**

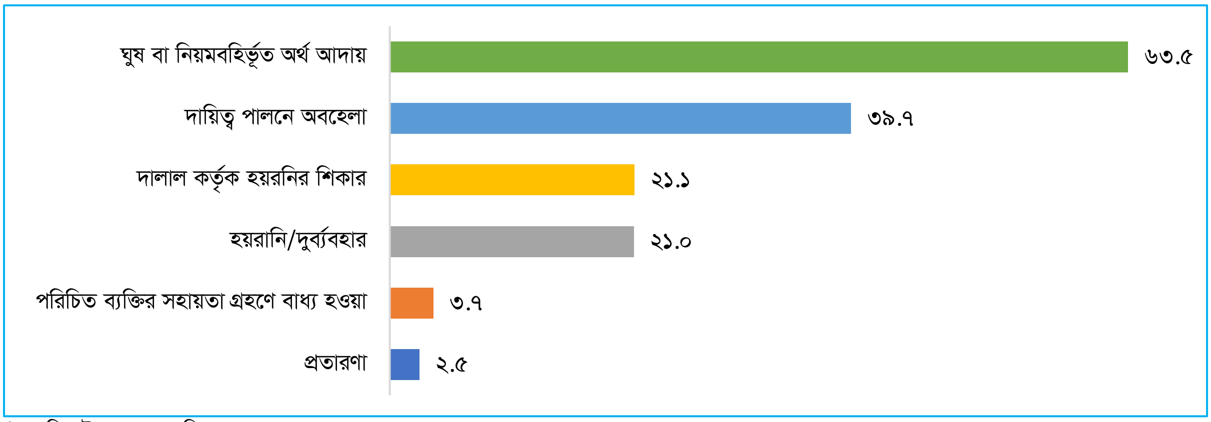

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

[২৪] বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩, বিস্তারিত জানতে দেখুন: https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-brta/2024/12/2def86099f944de1b62dd070ea24cf58.pdf, (পৃষ্ঠা নং ১৪ দ্রষ্টব্য) ৭ জুন ২০২৬ তারিখে সংগৃহীত।

[২৫] BRTA tops corruption list among public service offices: BBS survey, বিস্তারিত দেখুন: https://thefinancialexpress.com.bd/economy/brta-tops-corruption-list-among-public-service-offices-bbs-survey; *দ্য ফাইনানশিয়াল এক্সপ্রেস*, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিআরটিএ থেকে সেবাগ্রহণে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করা খানাগুলো সবচেয়ে বেশি (৮২.৪ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এই সেবাটি নিতে ঘুষের শিকার হয়েছে ৬৪ দশমিক ৯ শতাংশ খানা, যারা গড়ে ৫ হাজার ৬৪৩ টাকা ঘুষ বা নিয়মবর্হির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়াও নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষেত্রে ৭৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ঘুষের শিকার হয়েছে ৬২ দশমিক ৭ শতাংশ খানা, যারা গড়ে ৫ হাজার ৮৫৮ টাকা ঘুষ বা নিয়মবর্হির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ৪.৭)।

সারণি ৪.৭: বিআরটিএ হতে গৃহীত সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন	৩২.০	৮২.৪	৬৪.৯	৫,৬৪৩
নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু	৩৪.৩	৭৮.৯	৬২.৭	৫,৮৫৮
ট্যাক্স টোকেন সংগ্রহ/নবায়ন	৮.৩	৬৯.৭	*****	*****
শিক্ষানবীশ ড্রাইভিং লাইসেন্স	২৬.৩	৬৭.৬	৫২.১	৪,৭০১
মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন	১৩.১	৬৩.৭	৫০.১	৬,৮২২
ফিটনেস সনদ/	৩.৮	৭৬.৫****	৬৭.৪****	*****
নম্বর প্লেট	৩.৮	৮২.৮****	*****	*****
মোটরযানের রুট পারমিট ইস্যু/নবায়ন	২.৯	৭৪.০****	*****	*****
ডোপটেস্ট সংক্রান্ত	২.৮	*****	*****	*****
ব্যবসার ঠিকানা বদল	২.৬	*****	*****	*****
মালিকানা বদলী	২.০	*****	*****	*****

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে
*** ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****সীমিত সংখ্যক উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*****নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: বিআরটিএ প্রদত্ত সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার খানাগুলোর ৭৮ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' উল্লেখ করেছে। এছাড়া খানাগুলো নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় (৪২.৫ শতাংশ), যথাসময়ে সেবা পেতে (৩৯.২ শতাংশ), নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য (২০.৫ শতাংশ) ইত্যাদি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে (চিত্র ৪.৫)।

চিত্র ৪.৫: বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট সেবা খাতে ঘুষ* দেওয়ার কারণ (%)**

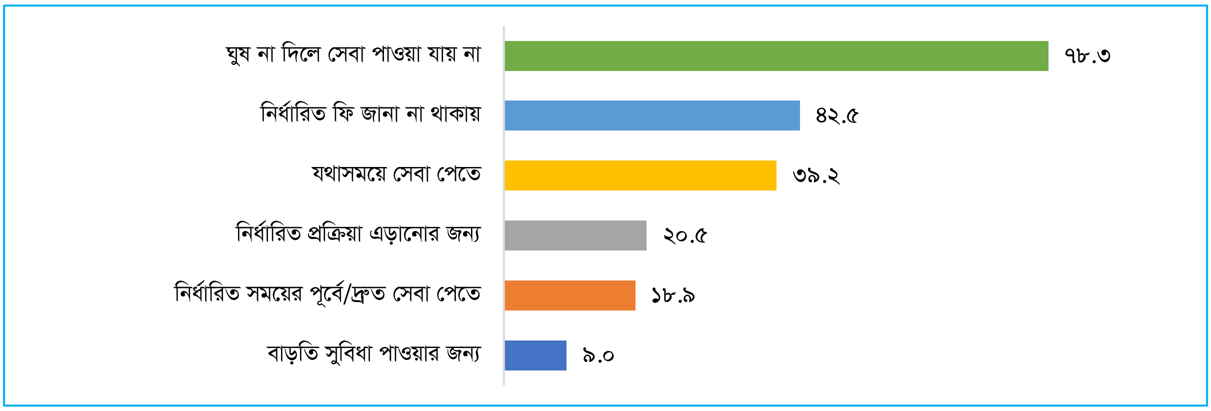

*ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
**একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি: বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া হয়েছে দালালকে (৬০.১ শতাংশ) (চিত্র ৪.৬)। এছাড়া ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

চিত্র ৪.৬: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* আদায়কারী ব্যক্তি**

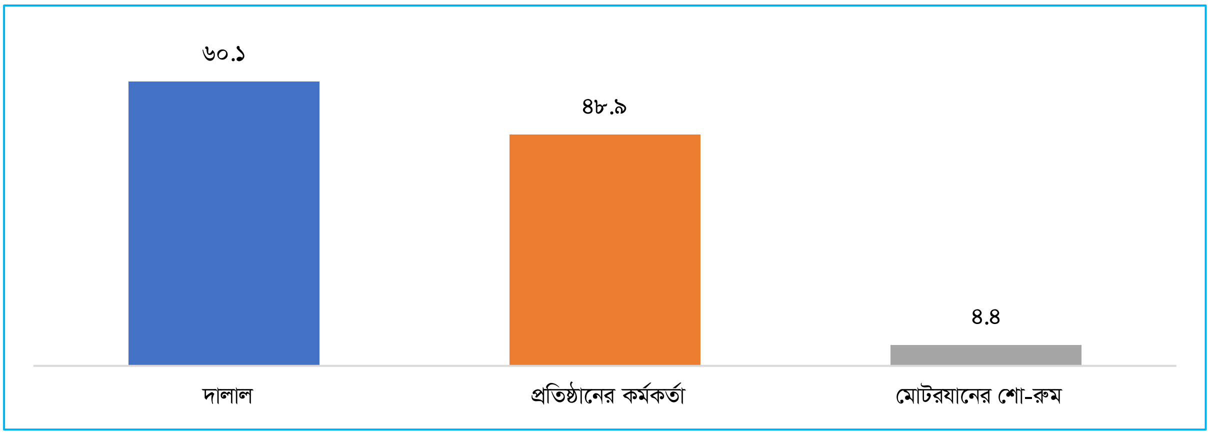

*ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
**একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২৫ সালে বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৯ দশমিক ২ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল ৮৫ দশমিক ২ শতাংশ। ২০২৫ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশ, যা ২০২৩ সালে ছিল ৭১ দশমিক ৯ শতাংশ (সারণি ৪.৮)। ২০২৫ সালে যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তার গড় পরিমাণ হচ্ছে ৬ হাজার ৯২৩ টাকা, যা ২০২৩ সালে ছিল ৬ হাজার ৬৫৪ টাকা।

সারণি ৪.৮: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে বিআরটিএ প্রদত্ত সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০২৫	৭৯.২	৬৩.৬	৬,৯২৩	৬০৪.৬
২০২৩	৮৫.২	৭১.৯	৬,৬৫৪	৬৭৫.১

২০২৩ সালে বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট সেবাখাতে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ছিল ৬৭৫ কোটি ১০ লাখ টাকা, ২০২৫ সালে তা কমে ৬০৪ কোটি ৬০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

৪.৩ বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের আদালত (সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালতসমূহ, ট্রাইব্যুনালসমূহ ইত্যাদি) বিদ্যমান। বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ বা অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য দেশের জনগণকে এই আদালতগুলোতে এবং মামলা পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট তথা আইনি সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিদের কাছে যেতে হয়। তবে মামলা পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে বিচারপ্রার্থীদের নানা ধরনের হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হয়, যা বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার ৭ দশমিক ৬ শতাংশ বিভিন্ন মামলা সংক্রান্ত কাজে বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা নিয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলের খানার ৭ দশমিক ৫ শতাংশ ও শহরাঞ্চলের খানার ৭ দশমিক ৬ শতাংশ। জরিপে দেখা গেছে, বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণকারী খানার মামলাগুলো দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। সর্বোচ্চ সংখ্যক খানা (৬১ শতাংশ) দেশের বিভিন্ন জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালত থেকে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বা ফৌজদারি আদালত থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ২৮ দশমিক ২ শতাংশ এবং বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ১২ দশমিক ৯ শতাংশ।

মামলার বিষয়বস্তু: জরিপকৃত খানাসমূহের বিচারাধীন মামলাগুলোর মধ্যে জমি বা সম্পত্তি বিষয়ক মামলার হার (৬০.২ শতাংশ) সবচেয়ে বেশি (সারণি ৪.৯)। এছাড়া বেআইনি সমাবেশ/দাঙ্গা/মারামারি (৮.২ শতাংশ), নারী ও শিশু নির্যাতন (৫.৮ শতাংশ), অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ (৪.২ শতাংশ), হত্যা (৩.৯ শতাংশ), পারিবারিক সহিংসতা (৩.৯ শতাংশ), মাদক সংক্রান্ত (৩.২ শতাংশ) মামলা দেশের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন।

সারণি ৪.৯: বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার ধরনভেদে* সেবা গ্রহণকারী খানা (%)

মামলার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা
জমি/সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ	৬০.২
বেআইনি সমাবেশ/দাঙ্গা/মারামারি	৮.২
নারী ও শিশু নির্যাতন	৫.৮
অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ	৪.২
হত্যা	৩.৯
পারিবারিক সহিংসতা	৩.৯
মাদক সংক্রান্ত	৩.২

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণ করা খানার ৭১ দশমিক ৩ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলে প্রায় সমান। বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৩৯ দশমিক ৬ শতাংশ (গ্রামাঞ্চলে ৪০.৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৩৭.৯ শতাংশ) গড়ে ২৪ হাজার ৬৯১ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোকে মামলা পরিচালনার জন্য ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ ছাড়াও আরও নানা ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৯ দশমিক ৮ শতাংশ খানা হয়রানি/দুর্ব্যবহারকে অন্যতম অনিয়ম-দুর্নীতি হিসেবে উল্লেখ করেছে (চিত্র ৪.৭)। এছাড়া বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৩৫ দশমিক ৫ শতাংশ অবহেলা, ৯ দশমিক ৪ শতাংশ খানা সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, ৪ দশমিক ৬ শতাংশ খানা পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে সেবা গ্রহণে বাধ্য হওয়া এবং ২ দশমিক ৫ শতাংশ খানা স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.৭: বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)**

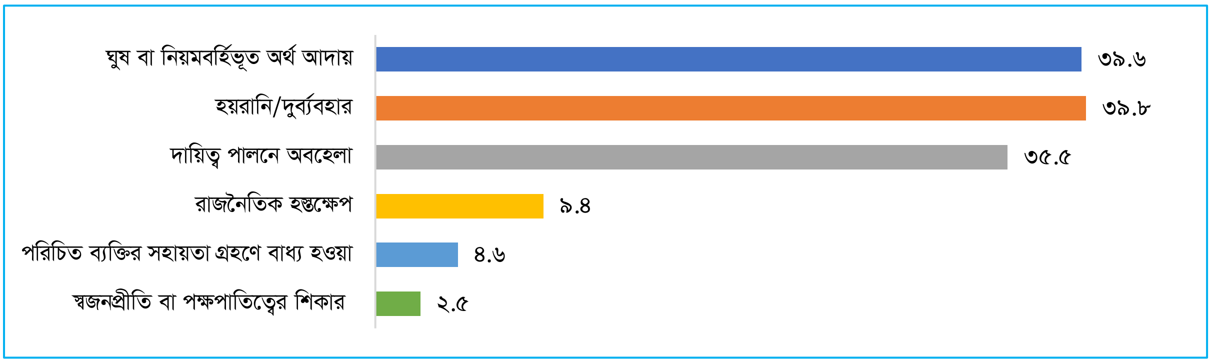

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

আদালত ভেদে দুর্নীতি: আদালতভেদে বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জেলা জজ কোর্ট/দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন মামলার পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ৭৪ দশমিক ৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.১০)। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল, যেখানে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে ৬৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকায় ফৌজদারি আদালতসমূহে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রায় ৬৭ দশমিক ১ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সারণি ৪.১০: আদালতভেদে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবার* ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

আদালত	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
জজ কোর্ট/দেওয়ানি আদালত	৬১.০	৭৪.৪	৪১.২	২০,১৯৪
বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল	১২.৯	৬৯.০	৪৪.০	১৫,১৭১
ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারি আদালত	২৮.২	৬৭.১	৩৪.১	৩৯,৭১১

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালতে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৪১ দশমিক ২ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, যার গড় পরিমাণ ২০ হাজার ১৯৪ টাকা। ঘুষের শিকার হওয়া খানাগুলো গড়ে সর্বোচ্চ ৩৯ হাজার ৭১১ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারি আদালতসমূহ থেকে সেবা গ্রহণে এবং বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা সংশ্লিষ্ট সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে ৪৪ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, এর পরিমাণ খানাপ্রতি গড়ে ১৫ হাজার ১৭১ টাকা।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: যেসব খানাকে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবাখাতে ঘুষ দিতে হয়েছে তাদের মধ্যে ৭৬ দশমিক ৫ শতাংশ বলেছে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না'। এছাড়া ৩৮ শতাংশ খানা যথাসময়ে সেবা পেতে, ৩৩ দশমিক ৭ শতাংশ খানা নির্ধারিত ফি/তথ্য জানা না থাকায়, ১২ দশমিক ৩ শতাংশ খানা ভবিষ্যৎতে সেবা পাওয়ার জন্য, ১০ দশমিক ৫ শতাংশ খানা বখশিশের নামে জোরপূর্বক আদায়, ৯ দশমিক ৮ শতাংশ খানা নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (চিত্র ৪.৮)।

চিত্র ৪.৮: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* দেওয়ার কারণ (%)**

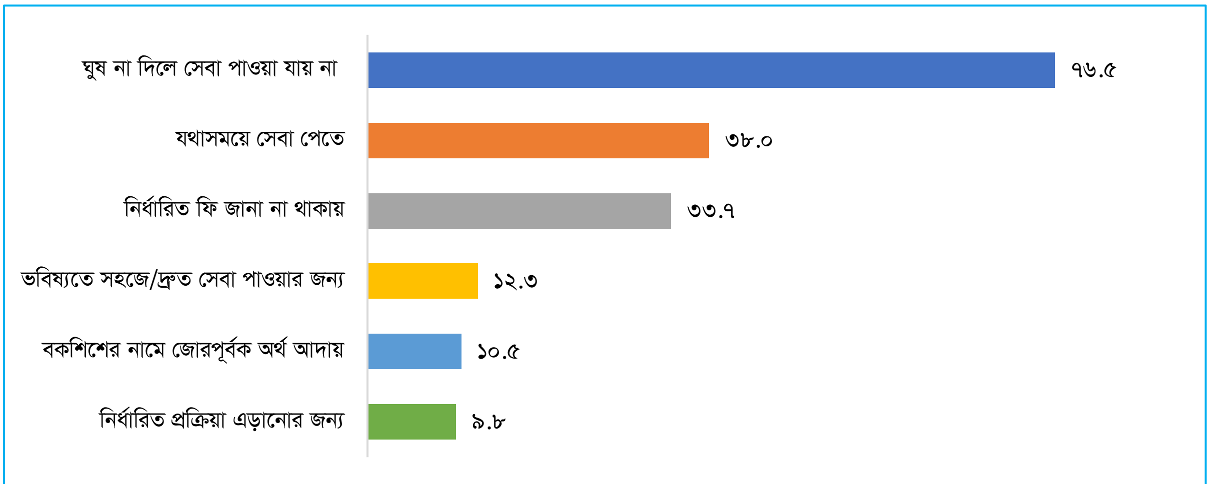

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি: বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে আইনজীবীর সহকারী বা মুহুরিদের (৬৩.৫ শতাংশ)। এছাড়া পেশকারকে ৩১ দশমিক ২ শতাংশ এবং নিয়োগকৃত আইনজীবীকে ২৫ দশমিক ৩ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে (চিত্র ৪.৯)।

চিত্র ৪.৯: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* আদায়কারী ব্যক্তি** (%)

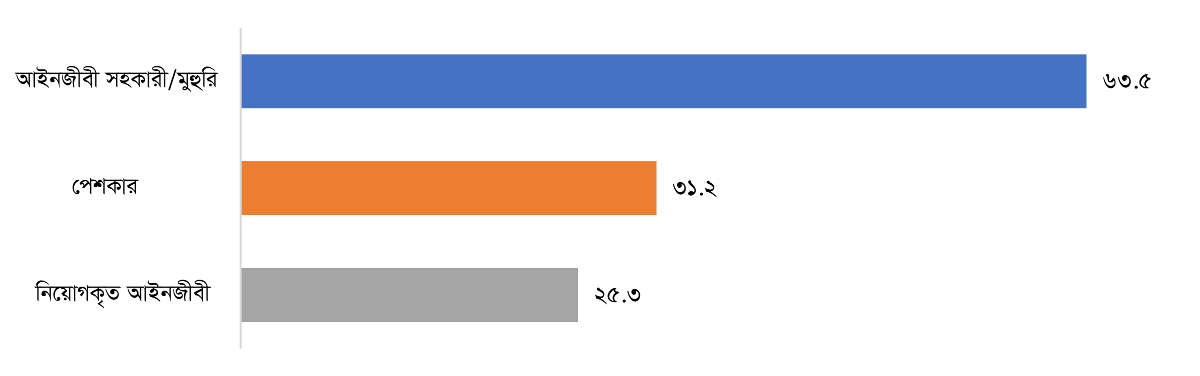

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫- এর বিচারসংশ্লিষ্ট সেবাখাতে দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্র তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২০২৫ সালে ৭১ দশমিক ৩ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে যা ২০২৩ সালে ছিল ৬২ দশমিক ৩ শতাংশ (সারণি ৪.১১)। ২০২৫ সালে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে ৩৯ দশমিক ৬ শতাংশ খানা, যা ২০২৩ সালে ছিল ৩৪ দশমিক ১ শতাংশ। অন্যদিকে, খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ২০২৩ সালে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবাখাতে সেবা গ্রহণে ঘুষের শিকার হওয়া প্রতিটি খানা গড়ে ৩০ হাজার ৯৭২ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, ২০২৫ সালে এর পরিমাণ কমে ২৪ হাজার ৬৯০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সারণি ৪.১১: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০২৫	৭১.৩	৩৯.৬	২৪,৬৯০	২,০১২.৮
২০২৩	৬২.৩	৩৪.১	৩০,৯৭২	২,৩৫৭.৬

জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ২০২৩ সালে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবাখাতে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৩৫৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা, যা ২০২৫ সালে কমে ২ হাজার ১২ কোটি ৮০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

৪.৪ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ (যেমন থানা পুলিশ, র‍্যাব, ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, ডিবি, এসবি, সিআইডি এবং আনসার) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব হলো আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অপরাধ প্রতিরোধ ও দমন করা, এবং সর্বোপরি জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কার্যকর আইন প্রয়োগ, অপরাধ শনাক্তকরণ, অপরাধীদের গ্রেফতার এবং বিচার প্রক্রিয়ায় সহায়তার মাধ্যমে তারা রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক ভিত্তিকে দৃঢ় করে তোলে। পাশাপাশি, সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় তাদের সক্রিয় ভূমিকা জনজীবনের স্বাভাবিকতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এসব সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে সেবাগ্রহীতারা প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে যে সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া জটিল, সময়সাপেক্ষ এবং দুর্নীতিগ্রস্থ। সেবাগ্রহীতাদের একাংশ হয়রানি, ঘুষ দাবি, দাপ্তরিক জটিলতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো সমস্যার সম্মুখীন হয়, যা তাদের সেবা প্রাপ্তির সুযোগকে ব্যাহত করে। বিশেষ করে প্রান্তিক ও কম সক্ষম জনগোষ্ঠী এসব প্রতিবন্ধকতার কারণে সেবাগ্রহণে অধিক ঝুঁকির সম্মুখীন এবং কাঙ্ক্ষিত সেবা পেতে অতিরিক্ত অর্থ ও সময় ব্যয় করতে বাধ্য হয়। অতএব, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য হলেও, সেবার গুণগত মান উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সেবাগ্রহীতাদের প্রতিবন্ধকতা দূর করা ব্যতীত কার্যকর সেবা প্রদান করা সম্ভব নয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৯ দশমিক ৪ শতাংশ বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। খানার অবস্থানভেদে গ্রামাঞ্চলের ৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা এবং শহরাঞ্চলের ১০ দশমিক ৪ শতাংশ খানা এ সেবা গ্রহণ করেছেন। এ খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে থানা পুলিশের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৭০.৯ শতাংশ) খানা সেবা নিয়েছে, এরপরেই রয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ (১৫.১ শতাংশ), ট্রাফিক পুলিশ (১১.৫ শতাংশ) ও হাইওয়ে পুলিশ (২.২ শতাংশ)।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৯ দশমিক ৪ শতাংশ খানা কোনো না কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এ হার ৬৯ দশমিক ৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৬৮ দশমিক ৮ শতাংশ। সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (চিত্র ৪.১০), এ হার গ্রামাঞ্চলের খানার ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪৫ দশমিক ৪ শতাংশ। এছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো অবহেলা (৩২.১ শতাংশ), হয়রানি (২৯.৩ শতাংশ), সেবার জন্য পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (৪.৪ শতাংশ), স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার (৩.১ শতাংশ) হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে তাদেরকে গড়ে ৭ হাজার ৪০৭ টাকা দিতে হয়েছে।

চিত্র ৪.১০: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)**

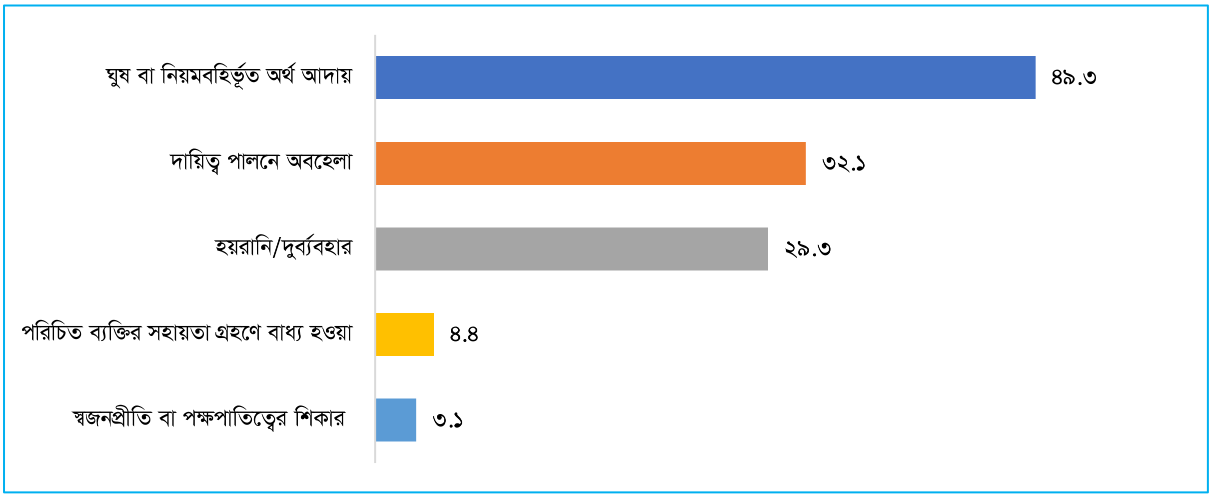

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সংস্থাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: সংস্থাভেদে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ বা এসবি (৭২.৭ শতাংশ) এবং ট্রাফিক পুলিশ (৭২.৭ শতাংশ) থেকে সেবা নিতে গিয়ে। এছাড়া থানা পুলিশ হতে সেবা নিতে গিয়ে ৬৭ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.১২)।

সারণি ৪.১২: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

সংস্থার ধরন****	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
স্পেশাল ব্রাঞ্চ	১৫.১	৭২.৭	৬৬.১	১,৬৪৩
ট্রাফিক পুলিশ	১১.৭	৭২.৭	৫৭.৬	৩,৮২৬
থানা পুলিশ	৭০.৯	৬৭.৯	৪৩.৮	৯,৯৫১
হাইওয়ে পুলিশ	২.২	৬৬.২	৪৭.২	৭,৩১৫

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****র‌্যাব ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক সেবা গ্রহণকারী খানার সংখ্যা কম হওয়ায় আলাদা করে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা স্পেশাল ব্রাঞ্চের বা এসবি থেকে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার হয়েছে (৬৬.১ শতাংশ)। এছাড়া ট্রাফিক পুলিশ থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৫৭ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ঘুষ দিতে হয়েছে থানা পুলিশকে, যা ঘুষের শিকার হওয়া খানাপ্রতি গড়ে ৯ হাজার ৯৫১ টাকা এবং সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে, যা খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ৬৪৩ টাকা। ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে হাইওয়ে পুলিশ, যার পরিমাণ খানাপ্রতি গড়ে ৭ হাজার ৩১৫ টাকা (সারণি ৪.১২)।

সেবাভেদে ঘুষ দেওয়ার হার ও পরিমাণ: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে নেওয়া সেবাগুলোর মধ্যে পুলিশ ভেরিফিকেশনের (পাসপোর্ট) জন্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৮০.৭ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৬)। এরপরে রয়েছে এফআইআর/কেস ফাইল সংক্রান্ত (৭৫.৬ শতাংশ) সেবা এবং গ্রেফতার সংক্রান্ত (৭৪.৭ শতাংশ) সেবা। পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট) সেবা নেওয়া খানাগুলো সবচেয়ে বেশি হারে ঘুষের শিকার হয়েছে (৭৭.৫ শতাংশ) এবং সবচেয়ে কম ঘুষের শিকার হয়েছে জিডি করার ক্ষেত্রে (৩৮.৯ শতাংশ)। সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ঘুষ দিতে হয়েছে গ্রেফতার সংক্রান্ত সেবার জন্য, যা খানাপ্রতি গড়ে ২২ হাজার ১৬৩ টাকা এবং সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের জন্য খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ২৭৯ টাকা (সারণি ৪.১৩)।

সারণি ৪.১৩: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানা(%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ***(টাকা)**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট)	৭.৮	৮০.৭	৭৭.৫	১,৭৪৫
এফআইআর/কেস ফাইল	১০.৪	৭৫.৬	৫৭.৭	১২,৪০৭
গ্রেপ্তার	৮.১	৭৪.৭	৪৫.৩	২২,১৬৩
ট্রাফিক সংক্রান্ত	১৩.৬	৭১.১	৫৬.৩	৪,৩২৫
তদন্ত	১৯.২	৬৫.৮	৪৩.০	৫,২২৫
পুলিশ ক্লিয়ারেন্স	৭.৬	৬৫.২	৫৫.৮	১,২৭৯
জিডি করা	৩৫.১	৬৩.০	৩৮.৯	৪,৪০২

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: যেসব খানাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে ঘুষ দিতে হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খানা বলেছে 'টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' (৮২.৭ শতাংশ)। এছাড়া যথাসময়ে সেবা পেতে (২৩.৩ শতাংশ), নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় (১৯.২ শতাংশ), বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় (১০.২ শতাংশ) এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য (১০.৬ শতাংশ) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে (চিত্র ৪.১১)।

চিত্র ৪.১১: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* দেওয়ার কারণ (%)**

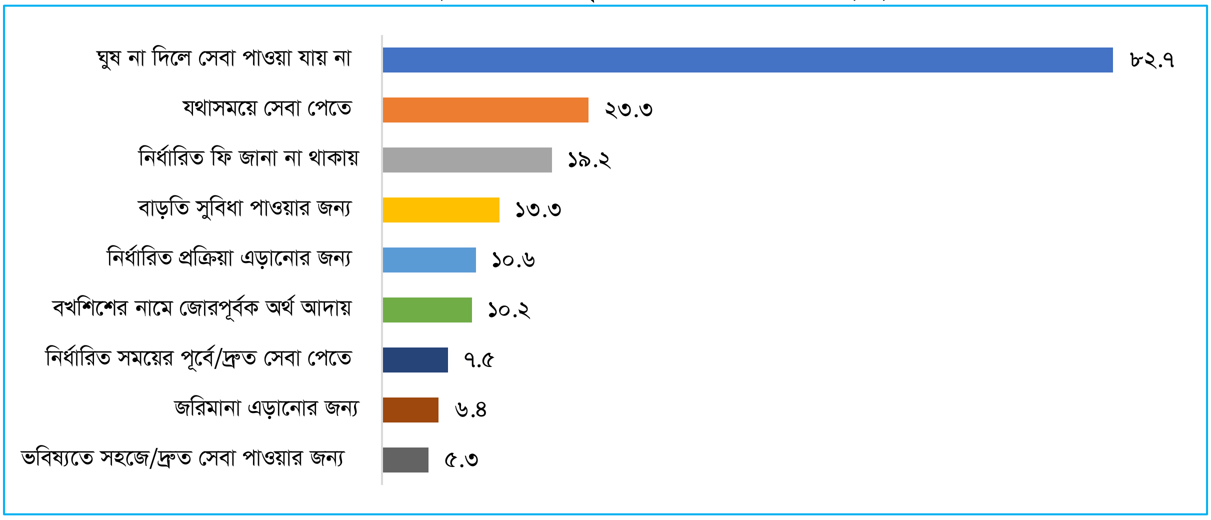

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবা গ্রহণে সবচেয়ে বেশি ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেও দ্বারা (৯৭ শতাংশ)।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা প্রদত্ত সেবায় দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২০২৫ সালে ৬৯ দশমিক ৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে যা ২০২৩ সালে ছিল ৭৪ দশমিক ৫ শতাংশ (সারণি ৪.১৪)। ২০২৫ সালে ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ খানা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল ৫৮ দশমিক ৩ শতাংশ । অন্যদিকে, খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ২০২৩ সালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবায় ঘুষের শিকার হওয়া প্রতিটি খানা গড়ে ৫ হাজার ২২১ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, ২০২৫ সালে এর পরিমাণ বেড়ে ৭ হাজার ৪০৭ টাকা হয়েছে।

সারণি ৪.১৪: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা প্রদত্ত সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০২৫	৬৯.৪	৪৯.৩	৭,৪০৭	১,৫৯৯
২০২৩	৭৪.৫	৫৮.৩	৫,২২১	১,৫৭০

জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যায়। ২০২৩ সালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা প্রদত্ত সেবাখাতে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা, ২০২৫ সালে তা বেড়ে ১ হাজার ৫৯৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

৪.৫ ভূমি সেবা

মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণ, সামাজিক রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ভূমি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমির ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পাদন, রেজিস্ট্রেশন, ভূমি জরিপ, রেকর্ড ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কারণে ভূমি প্রশাসনের সেবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যালয় যেমন ইউনিয়ন ভূমি অফিস/তহশিল অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এলএ শাখা, এসএ শাখা, ভিপি শাখা এবং জেলা রেকর্ডরুম ভূমি সংক্রান্ত নানা ধরনের সেবা দিয়ে থাকে। সম্প্রতি ভূমি সংক্রান্ত বেশ কিছু সেবার ডিজিটালাইজেশন হলেও বাংলাদেশের খানাগুলো ভূমি প্রশাসনে সেবা নিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ১৭ শতাংশ ভূমি সেবা গ্রহণ করেছে। খানার অবস্থানভেদে গ্রামাঞ্চলে ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ খানা এবং শহরাঞ্চলে ১৫ দশমিক ৮ শতাংশ খানা ভূমি সেবা গ্রহণ করেছে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যাক (৫৬.৯ শতাংশ) খানা ভূমি সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ৪.১৫)। সেবাভেদে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৫২.৫ শতাংশ) খানা ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে (সারণি ৪.১৬)।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: জরিপে ভূমি সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সার্বিকভাবে ৬৬ দশমিক ৩ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলের খানার ৬৭ দশমিক ২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ৬৪ দশমিক ১ শতাংশ। ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৪৭ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৪৮ দশমিক ৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪৫ দশমিক ২ শতাংশ। এছাড়া সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ খানা দায়িত্বে অবহেলার শিকার, হয়রানি বা দুর্ব্যবহারের শিকার ২৫ দশমিক ১ শতাংশ, ১০ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দালালের মাধ্যমে সেবা নিতে বাধ্য হয়েছে, পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে সেবা নিতে বাধ্য হয়েছে ৬ দশমিক ১ শতাংশ, প্রতারণার শিকার হয়েছে ৪ শতাংশ এবং অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে ১ দশমিক ৭ শতাংশ খানা (চিত্র ৪.১২)। ভূমি সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের গড়ে ১১ হাজার ৩১০ টাকা দিতে হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে এর পরিমাণ ১০ হাজার ৫০১ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১৩ হাজার ৩৩৫ টাকা।

চিত্র ৪.১২: ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)**

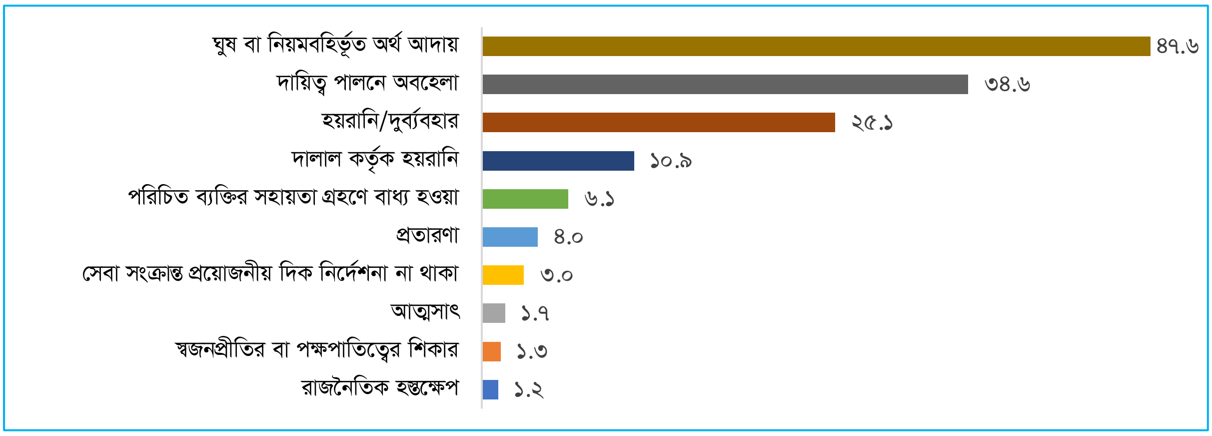

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের সময় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা জেলা রেকর্ড রুম থেকে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (৮৭.৭ শতাংশ)। এছাড়া উপজেলা ভূমি অফিসে সেবা নিতে গিয়ে ৭১ দশমিক ৪ শতাংশ, উপজেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ৫৯ দশমিক ৭ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.১৫)।

ভূমি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের সময় খানাগুলো সবচেয়ে বেশি যে প্রতিষ্ঠানে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হয়েছে সেটি হচ্ছে জেলা রেকর্ড রুম (৬৬.৭ শতাংশ) (সারণি ৪.১৫)। এছাড়া উপজেলা ভূমি অফিস থেকে সেবা নিতে গিয়ে ৫৪ দশমিক ৯ শতাংশ, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে ৫১ দশমিক ৮ শতাংশ এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে ৩৯ শতাংশ খানাকে সেবা গ্রহণের সময় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে সেবা গ্রহণের সময় খানাপ্রতি গড়ে ১৯ হাজার ৬২৬ টাকা এবং উপজেলা ভূমি অফিস থেকে সেবা গ্রহণে খানাপ্রতি গড়ে ৯ হাজার ৬৮৬ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে ।

সারণি ৪.১৫: ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানা(%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ***(টাকা)**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকা খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
জেলা রেকর্ড রুম	২.১	৮৭.৭	৬৬.৭	২,১৭৫
উপজেলা ভূমি অফিস	২৯.৮	৭১.৪	৫৪.৯	৯,৬৮৬
উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস	১৯.৭	৭০.৯	৫১.৮	১৯,৬২৬
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৫৬.৯	৫৯.৭	৩৯.০	৬,৭৬৮

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে নামজারিতে (মিউটেশন) সর্বাধিক (৮৮.৯ শতাংশ) খানা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে ৭৩ দশমিক ১ শতাংশ, দলিল রেজিস্ট্রেশনে (সাব কাবলা, আম মোক্তারনামা, হেবা/উইল/দানপত্র) ৬৩ দশমিক ২ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.১৬)।

সারণি ৪.১৬: ভূমি সংক্রান্ত সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানা(%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ***(টাকা)**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
নামজারি (মিউটেশন)	৩৩.৭	৮৮.৯	৭৫.৯	৯,৬৬২
ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি	১৪.৮	৭৩.১	৫২.০	২,৬৬২
দলিল রেজিস্ট্রেশন (সাব কাবলা, আম মোক্তারনামা, হেবা/উইল/দানপত্র)	১৮.১	৬৩.২	৪৫.২	৩৩,৭৮২
ভূমি উন্নয়ন কর/খাজনা/দাখিলা	৫২.৫	৪৫.৯	২২.৬	২,৭০০

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে নামজারি সেবা গ্রহণে ৭৫ দশমিক ৯ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া ২২ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। খানাগুলোকে সবচেয়ে বেশি ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে দলিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সেবায়, যার পরিমাণ গড়ে ৩৩ হাজার ৭৮২ টাকা। এছাড়া নামজারি (মিউটেশন) এর কাজে গড়ে ৯ হাজার ৬৬২ টাকা, ভূমি উন্নয়ন কর/খাজনা/দাখিলা সেবায় ২ হাজার ৭০০ টাকা এবং ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি সেবায় খানাপ্রতি গড়ে ২ হাজার ৬৬২ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৮৮ দশমিক ২ শতাংশ খানা 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' বলে জানায়। এছাড়া ৪৬ দশমিক ২ শতাংশ খানা নির্ধারিত ফি জানা না থাকায়, ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা যথাসময়ে সেবা পেতে, ১১ দশমিক ৪ শতাংশ খানা নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে (চিত্র ৪.১৩)।

চিত্র ৪.১৩: ভূমি সেবা খাতে ঘুষ* দেওয়ার কারণ (%)**

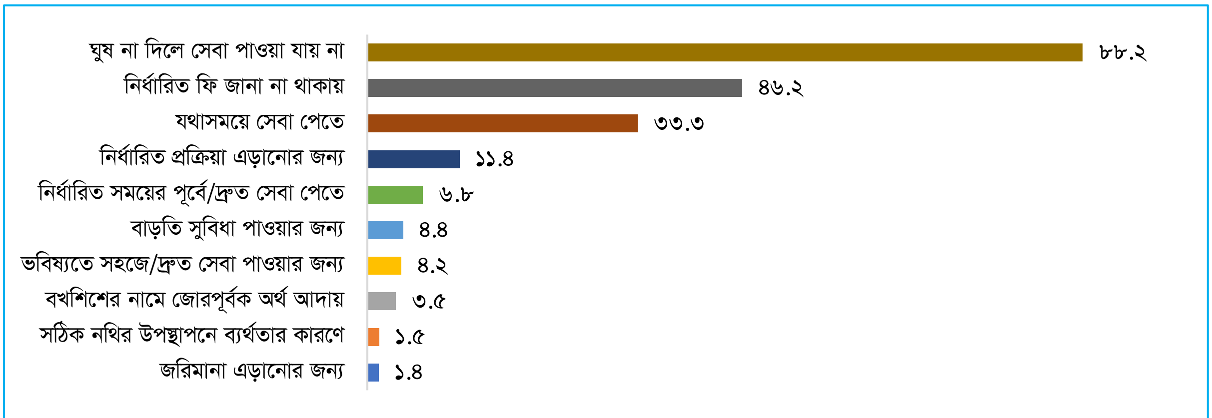

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি: ভূমি সংক্রান্ত সেবায় ঘুষ বা নিয়মবর্হিভূত অর্থ সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের (৭৪.৫ শতাংশ)। এছাড়া দালালকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে বলে জানিয়েছে ২৯ দশমিক ৪ শতাংশ এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দলিল লেখকরা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ নিয়েছে বলে জানিয়েছে ১১ শতাংশ খানা (চিত্র ৪.১৪)।

চিত্র ৪.১৪: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* আদায়কারী ব্যক্তি (%)**

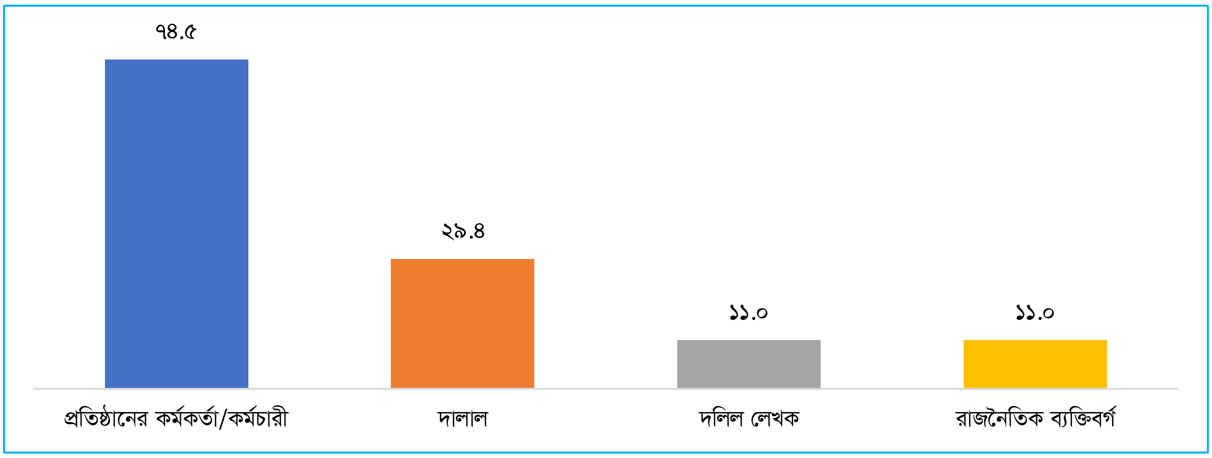

*ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
**একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর ভূমি সেবায় দুর্নীতি ও ঘুষের তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২০২৫ সালে ৬৬ দশমিক ৩ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল ৫১ শতাংশ (সারণি-৪.১৭)। ঘুষের শিকার হওয়ার হার ২০২৩ এর তুলনায় ২০২৫-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ খানা ভূমি সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০২৫ সালে বেড়ে ৪৭ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ ঘুষের শিকার হওয়ার হার ১৫ দশমিক ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, ২০২৫ সালে ভূমিসেবা গ্রহণে ঘুষের শিকার হওয়া প্রতিটি খানা গড়ে ১১ হাজার ৩১১ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করেছে, ২০২৩ সালে এর পরিমাণ ছিল ১১ হাজার ৭৭৬ টাকা।

সারণি ৪.১৭: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে ভূমি সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০২৫	৬৬.৩	৪৭.৬	১১,৩১১	৩,০৬৮.২
২০২৩	৫১.০	৩২.৩	১১,৭৭৬	২,৫১৩.০

জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ২০২৩ সালে ভূমি সেবাখাতে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৫১৩ কোটি টাকা, ২০২৫ সালে তা বেড়ে ৩ হাজার ৬৮ কোটি ২০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

৪.৬ স্বাস্থ্যসেবা

জনগণের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সাধনের জন্য সরকার বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আছে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ইউএসসি), ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফডব্লিউসি) এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে রয়েছে জেলা সদর হাসপাতাল। তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তবে স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের একাংশের দুর্নীতি, অনিয়ম ও দায়িত্বে অবহেলার জন্য জনগণ অনেকাংশে কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়নও ব্যাহত হচ্ছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার ৮৯ শতাংশ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে, যার ৬১ দশমিক ৯ শতাংশ সরকারি, ৭১ শতাংশ বেসরকারি, ১ দশমিক ৩ শতাংশ এনজিও প্রতিষ্ঠান এবং শূণ্য দশমিক ১ শতাংশ খানা দেশের বাইরে থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে। সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতাদের মধ্যে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে সেবা গ্রহণকারী খানার হার যথাক্রমে ৮৮ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ৯০ শতাংশ। উল্লেখ্য, এ জরিপে শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চিত্র ৪.১৫: বিভিন্ন ধরণের* স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানা (%)**

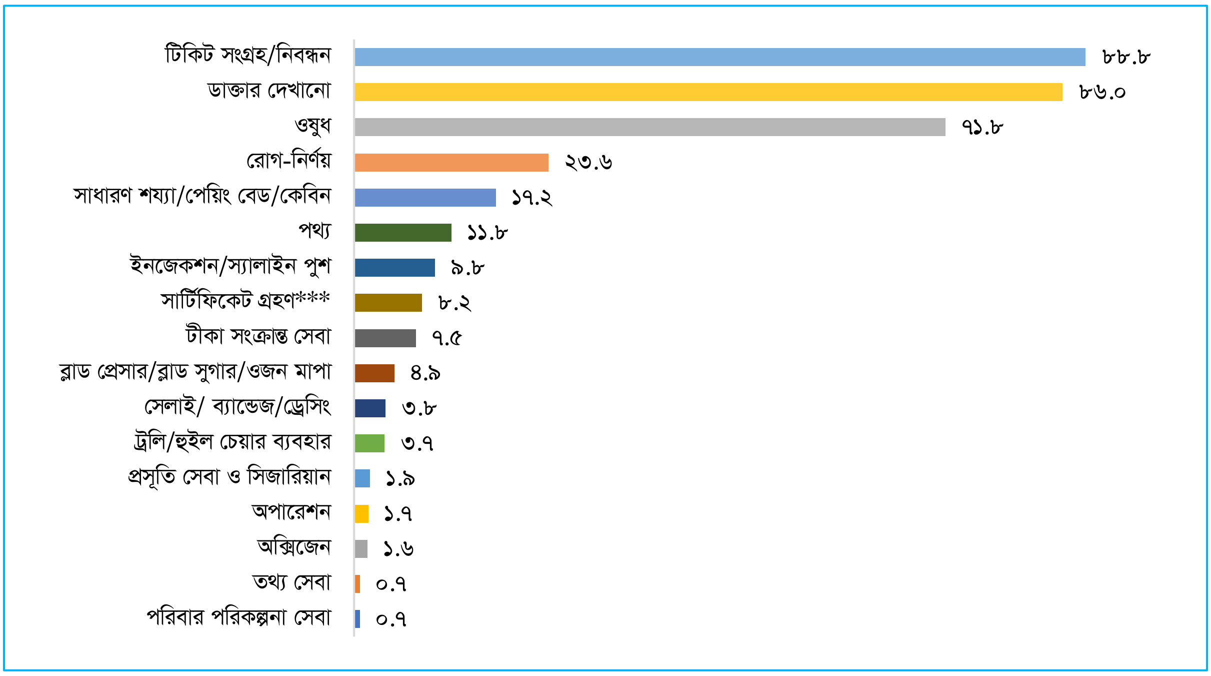

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে
***রিলিজ, মৃত্যু, মারামারি ও মামলা সংক্রান্ত, ময়না তদন্ত রিপোর্ট, ধর্ষণের ডাক্তারি পরীক্ষা ও রিপোর্ট, ফিটনেস ইত্যাদি

সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে ডাক্তার দেখানো/স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করেছে ৮৬ শতাংশ খানা এবং টিকিট সংগ্রহ বা নিবন্ধন করেছে ৮৮ দশমিক ৮ শতাংশ খানা (চিত্র: ৪.১৫)। ওষুধ ও রোগ নির্ণয় সেবা গ্রহণ করেছে যথাক্রমে ৭১ দশমিক ৮ শতাংশ ও ২৩ দশমিক ৬ শতাংশ খানা। এছাড়া প্রসূতি সেবা নিয়েছেন ও সিজারিয়ান করিয়েছে ১ দশমিক ৯ শতাংশ।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে ৬৪ দশমিক ৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলে প্রায় সমান। দুর্নীতির ধরন অনুযায়ী ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে ২৯ দশমিক ৭ শতাংশ, সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও ওষুধ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে ২৮ দশমিক ৫ শতাংশ, চিকিৎসায় অবহেলা ও হয়রানির শিকার হয়েছে ২৬ দশমিক ৯ শতাংশ এবং অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছে ১৪ শতাংশ খানা (চিত্র ৪.১৬)।

চিত্র ৪.১৬: স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার* হওয়া খানা** (%)

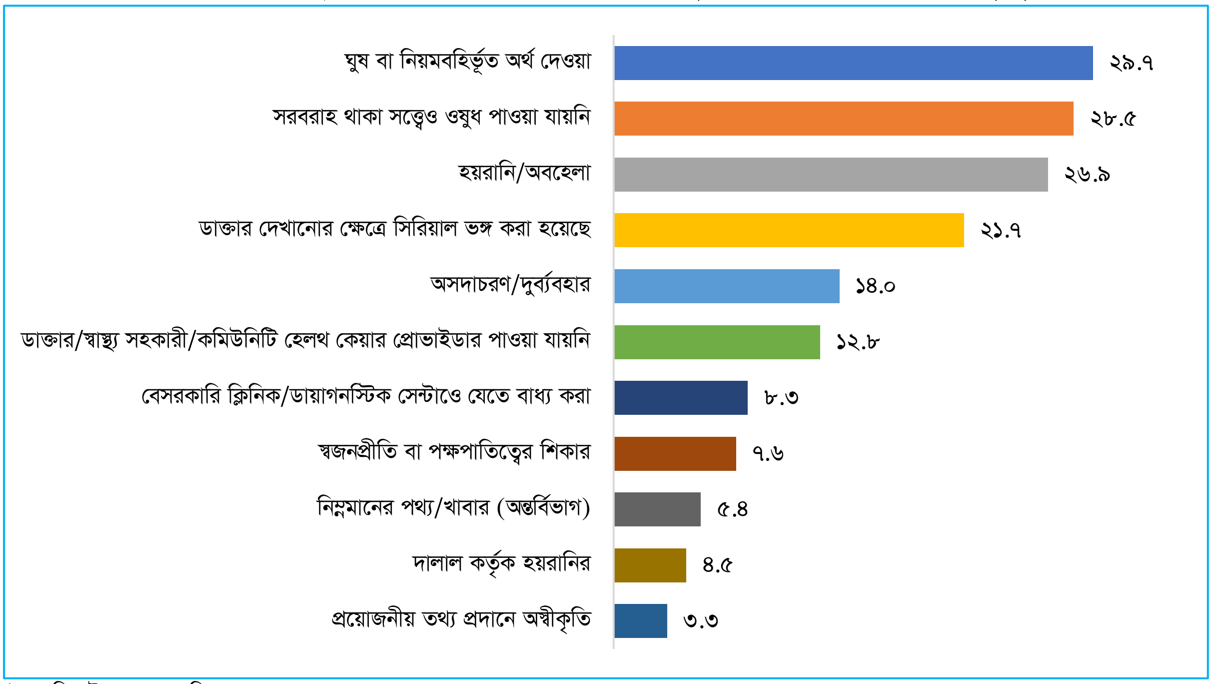

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

যেসব খানা স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে গড়ে ২৫৮ টাকা দিতে হয়েছে। ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে খানাপ্রতি গড়ে ২৪৭ টাকা এবং শহরাঞ্চলে খানাপ্রতি গড়ে ২৮২ টাকা।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৬৮.২ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেবা নিতে গিয়ে, যদিও সেবা গ্রহণের হার সবচেয়ে বেশি ছিল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (৩৭.১ শতাংশ) (সারণি ৪.১৮)। ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার সর্বাধিক ছিল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (৩৭.৪ শতাংশ)। জরিপে খানাপ্রতি গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি ছিল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশ্ববিদ্যালয় (খানাপ্রতি গড়ে ৯২২ টাকা) এবং সর্বনিম্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (খানাপ্রতি গড়ে ৬৪ টাকা)।

সারণি ৪.১৮: স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে* দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবাগ্রহীতা খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশ্ববিদ্যালয়	১৭.৭	৬৮.২	২৩.১	৯২২
জেলা সদর/ জেনারেল হাসপাতাল	২৮.১	৬৩.৫	২৫.৩	২৭৩
কমিউনিটি ক্লিনিক	২১.৫	৫৩.৪	১৮.৭	৮৮
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৩৭.১	৬৬.৫	৩৭.৪	৬৪
বিশেষায়িত হাসপাতাল/ক্লিনিক (জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়)	৪.৯	৫২.৩	১৯.৯	৭৮৩
ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৫.১	৩৬.৭	১০.৯	৭৩
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	৪.৩	৪২.৫	৫.৯	****

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ট্রলি/হুইল চেয়ার ব্যবহারে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার সর্বাধিক (৭০.৩ শতাংশ)। এছাড়া রোগ নির্ণয়ে ৪৮ দশমিক ১ শতাংশ, পথ্য সেবায় ৪৪ দশমিক ৫ শতাংশ, সেলাই/ব্যান্ডেজ/ড্রেসিং সেবায় ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশ, টিকিট সংগ্রহে ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ, ওষুধ সেবায় ৪১ দশমিক ১ শতাংশ, অপারেশন সেবায় ৩৪ দশমিক ৪ শতাংশ, প্রসূতি বা সিজারিয়ান সেবায় ৩৩ দশমিক ৮ শতাংশ, ডাক্তার দেখানোতে ৩৩ দশমিক ১ শতাংশ, অক্সিজেন সেবায় ৩২ দশমিক ৯ শতাংশ এবং শয্যা পেতে ৩১ দ'শমিক ২ শতাংশ খানা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। তুলনামূলক সবচেয়ে কম দুর্নীতির শিকার হয়েছে ব্লাড প্রেসার বা ব্লাড সুগার সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে, এ হার ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ খানা।

সারণি ৪.১৯: স্বাস্থ্যসেবার ধরন* অনুযায়ী দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা** (%) গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)

সেবার ধরন	সেবাগ্রহীতা খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষ দেওয়া খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
ট্রলি/হুইল চেয়ার ব্যবহার	৩.৭	৭০.৩	৬২.৬	৪৪০
সেলাই/ ব্যান্ডেজ/ড্রেসিং	৩.৮	৪৩.৬	৩০.৬	৭৮৩
প্রসূতি সেবা ও সিজারিয়ান	১.৯	৩৩.৮	১৭.৫	১,৯৩৮
অপারেশন	১.৭	৩৪.৪	১৩.০	৪,৪০৬
রোগ-নির্ণয়	২৩.৬	৪৮.১	১২.২	৪৫২
পথ্য	১১.৮	৪৪.৫	০.৪	****
ওষুধ	৭১.৮	৪১.১	২.১	৬২
সাধারণ শয্যা/পেয়িং বেড/কেবিন	১৭.২	৩১.২	১০.৩	৫৪২
অক্সিজেন	১.৬	৩২.৯	১.৬	২১০
টিকিট সংগ্রহ/নিবন্ধন	৮৮.৮	৪২.৮	২২.৫	২২
ডাক্তার দেখানো	৮৬.০	৩৩.১	১.৫	১৪৭
ইনজেকশন/স্যালাইন পুশ	৯.৮	২২.৭	২.৫	****
ব্লাড প্রেসার/ব্লাড সুগার/ওজন মাপা	৪.৮	১৬.৩	২.১	****
সার্টিফিকেট গ্রহণ	৮.২	২৪.০	১২.০	৪৬০
টিকা সংক্রান্ত সেবা	৭.৫	****	****	****

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****নমুনার সংখ্যা কম হওয়ার কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

ঘুষের শিকার বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার সর্বাধিক ছিল ট্রলি/হুইল চেয়ার সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ক্ষেত্রে (৬২.৬ শতাংশ), যেখানে খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৪৪০ টাকা। এছাড়া সেলাই বা ব্যন্ডেজ সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৩০ দশমিক ৬ শতাংশ (খানাপ্রতি গড় ঘুষ ৭৮৩ টাকা), প্রসূতি সেবা বা সিজারিয়ান সেবা পেতে ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ (খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ৯৩৮ টাকা) ঘুষের শিকার হয়েছে। এছাড়া অক্সিজেন সেবায় ১ দশমিক ৬ শতাংশ (খানাপ্রতি গড়ে ২১০ টাকা), সাধারণ শয্যা পেতে ১০ দশমিক ৩ শতাংশ (খানাপ্রতি গড়ে ৫৪২ টাকা) এবং ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে ১ দশমিক ৫ শতাংশ খানা ঘুষ (খানাপ্রতি গড়ে ১৪৭ টাকা) দিতে বাধ্য হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৬৯ দশমিক ৭ শতাংশ খানা 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' বলে জানান (চিত্র ৪.১৭)। এছাড়া নির্ধারিত ফি জানা না থাকার কারণে (৫১.৫ শতাংশ), বকশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় (৭.২ শতাংশ) এবং যথাসময়ে সেবা পেতে (২১ শতাংশ) সহ অন্যান্য কারণে খানাগুলো ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

চিত্র ৪.১৭: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* দেওয়ার কারণ** (%)

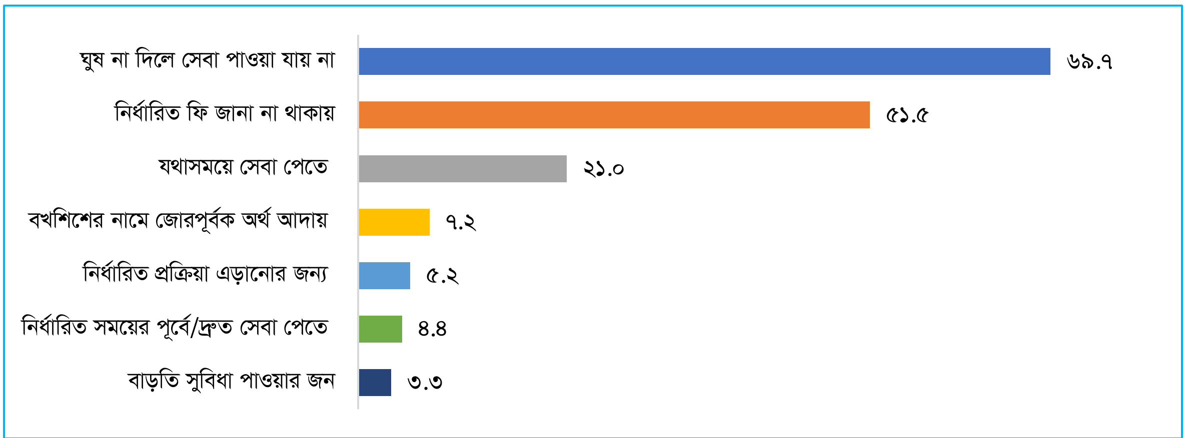

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
*ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি: স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হওয়া খানাগুলো সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (৯৭ শতাংশ) দেওয়া হয়েছে বলে জানান। এছাড়া সেবাটি পেতে দালালকে (৩.৮ শতাংশ) এবং নিরাপত্তা প্রহরীকে (২.৩ শতাংশ) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে (চিত্র ৪.১৮)।

চিত্র ৪.১৮: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* আদায়কারী ব্যক্তি** (%)

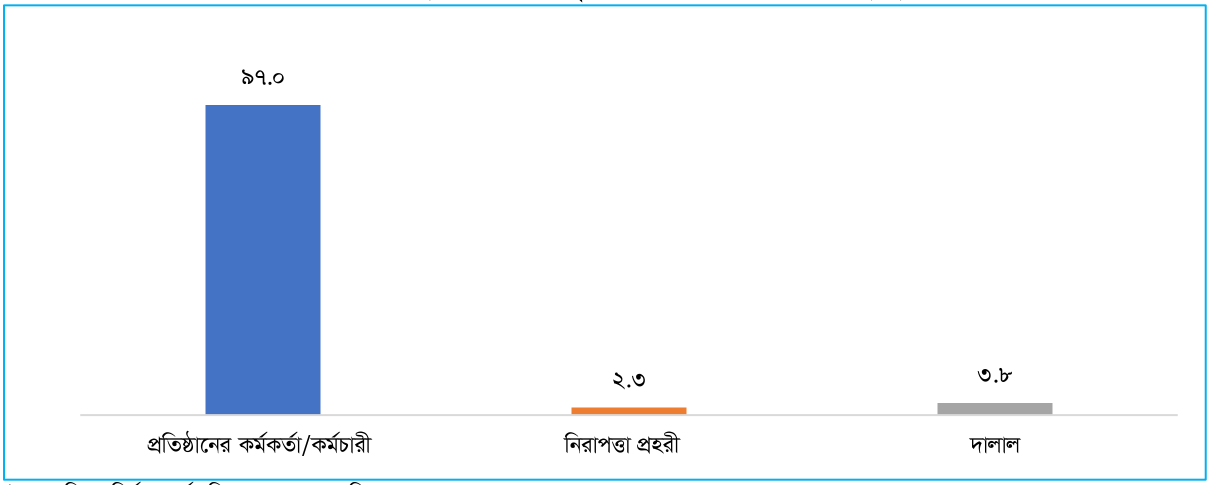

*ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
**একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর স্বাস্থ্যসেবা খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্র তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২০২৫ সালে ৬৪ দশমিক ৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল ৪৯ দশমিক ১ শতাংশ (সারণি ৪.২০)। ঘুষের শিকার হওয়ার হারও ২০২৩ এর তুলনায় ২০২৫-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে ১৯ দশমিক ১ শতাংশ খানা স্বাস্থ্যসেবা সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০২৫ সালে বেড়ে ২৯ দশমিক ৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ঘুষের শিকার হওয়ার হার ৫৫ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ২০২৫ সালে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ঘুষের শিকার হওয়া প্রতিটি খানা গড়ে ২৫৮ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, ২০২৩ সালে এর পরিমাণ ছিল ৬০০ টাকা হয়েছে। অর্থ্যাৎ স্বাস্থ্যসেবা খাতে খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৫৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ৪.২০: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা খাতে খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০২৫	৬৪.৪	২৯.৭	২৫৮	১৮১.৭
২০২৩	৪৯.১	১৯.১	৬০০	২৩৫.১

জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ২০২৩ সালে স্বাস্থ্যসেবা খাতে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ছিল ২৩৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, ২০২৫ সালে তা কমে ১৮১ কোটি ৭০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

৪.৭ কৃষি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষি খাত মোট দেশজ উৎপাদনের[২৬] (জিডিপি) প্রায় ১১ শতাংশ অবদান রাখে এবং প্রায় ৩৮-৪০ শতাংশ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের[২৭] সুযোগ সৃষ্টি করে। কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যেমন-কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ এবং সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এছাড়াও ঋণ বিতরণ এবং সারাদেশে কৃষক পরিবারকে উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা, কৃষকদের সার ও বীজ সরবরাহ, কৃষি বিষয়ক পরামর্শ এবং কৃষি খামার প্রদর্শনী করা হয়। তবে এখনও এই খাতটি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, যার মধ্যে রয়েছে সেবাপ্রদান ব্যবস্থার অদক্ষতা, কৃষিঋণ ও সম্প্রসারণ সেবায় সীমিত প্রবেশাধিকার, ফসল-পরবর্তী ক্ষতি এবং দুর্নীতি ও অপব্যবস্থাপনার মতো সুশাসনগত সমস্যা–যা কৃষকদের জন্য সরকারি সুবিধা প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপকৃত খানাগুলোর ৩৬ শতাংশ কৃষি সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে, গ্রামাঞ্চলে এ হার ৪৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ। সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৫১ দশমিক ১ শতাংশ খানা কৃষি সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ৪.২১)। সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৩৩ দশমিক ৫ শতাংশ খানা সার সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে (সারণি ৪.২২)।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: সার্বিকভাবে এ খাত হতে সেবা নেওয়া খানাগুলোর ৬৪ দশমিক ৪ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রায় সমান। সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৫১ শতাংশ খানা। কৃষি সেবায় যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে গড়ে ১ হাজার ৪০২ টাকা দিতে হয়েছে। এ পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খানার ক্ষেত্রে ১ হাজার ৩৭৫ টাকা এবং শহরাঞ্চলে বসবাসকারী খানার ক্ষেত্রে ১ হাজার ৫৪২ টাকা।

কৃষি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো সবচেয়ে বেশি অবহেলার শিকার হয়েছেন (৮৪.৮ শতাংশ)। এছাড়া অন্যান্য দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে হয়রানি/দুর্ব্যবহার (২৩.৪ শতাংশ), অপর্যাপ্ত তথ্য প্রদান (১৭.৫ শতাংশ), স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার (৭.৩ শতাংশ), এবং পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে সেবা গ্রহণ (৬.৬ শতাংশ) (চিত্র ৪.১৯)।

চিত্র ৪.১৯: কৃষি সেবায় বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)**

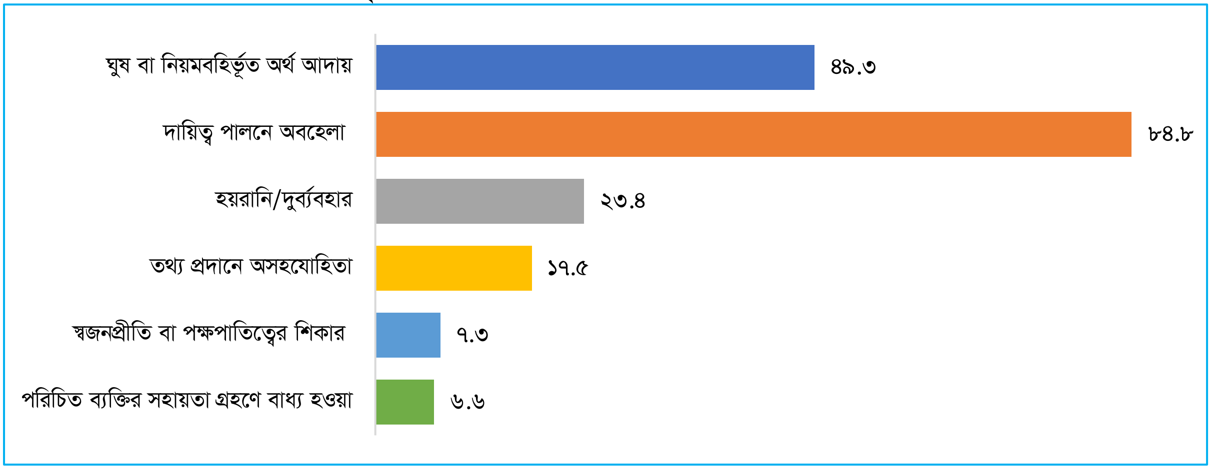

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে যারা সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে সেবা নিয়েছে তারা দুর্নীতির শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি (৫৯.৩ শতাংশ)। একইভাবে, সবচেয়ে বেশি খানা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে (৪৭.৪ শতাংশ) এবং তাদেরকে গড়ে ১ হাজার ২৩৩ টাকা অতিরিক্ত বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ৪.২১)।

---

[২৬] World Bank. (2024). *Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) – Bangladesh.* Available at: https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=BD
[২৭] International Trade Administration (ITA). (2026). *Bangladesh – Agriculture Sectors.* Available at: https://www.trade.gov/country-commercial-guides/bangladesh-agriculture-sectors

সারণি ৪.২১: কৃষি সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

প্রতিষ্ঠানের নাম	সেবাগ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা	৫১.১	৫৯.৩	৪৭.৪	১,২৩৩
ডিলার	২৫.৫	৫৬.৬	৪০.০	১,৬৯৬
জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস	১৪.৯	৩০.৩	২.৮	৬৭২
বিএডিসি	৩.৪	২২.১	****	****

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: সর্বাধিক খানা সার সেবা পেতে দুর্নীতির শিকার (৬১.৩ শতাংশ) ও ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার (৪৯.৪ শতাংশ) হয়েছে (সারণি ৪.২২)। এছাড়া বীজ পাওয়ার জন্য ৫ দশমিক ৩ শতাংশ খানাকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে ভর্তুকি সেবায় (খানাপ্রতি গড়ে ২,২৬৫ টাকা) ।

সারণি ৪.২২: কৃষি সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

সেবার ধরন	সেবাগ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
সার প্রাপ্তি	৩৩.৫	৬১.৩	৪৯.৪	১,২৬৬
ভর্তুকি সেবা	১.১	৫১.৭	৩৩.৬	২,২৬৫
কৃষি বিষয়ক পরামর্শ	৩.৯	২৮.৬	**	**
বীজ প্রাপ্তি	২৭.১	২২.২	৫.৩	১,০৬৭
কীটনাশক	২৬.৪	১৫.৭	৪.৪	৭৭৯

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
**** নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো 'ঘুষ না দিলে সেবা না পাওয়া' (৭৯.৮ শতাংশ), নির্ধারিত ফি/তথ্য জানা না থাকায় (৪১ শতাংশ), যথাসময়ে সেবা পেতে ৩০ শতাংশ), নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে (৫.২ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য (চিত্র: ৪.২০)।

চিত্র ৪.২০: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* দেওয়ার কারণ (%)**

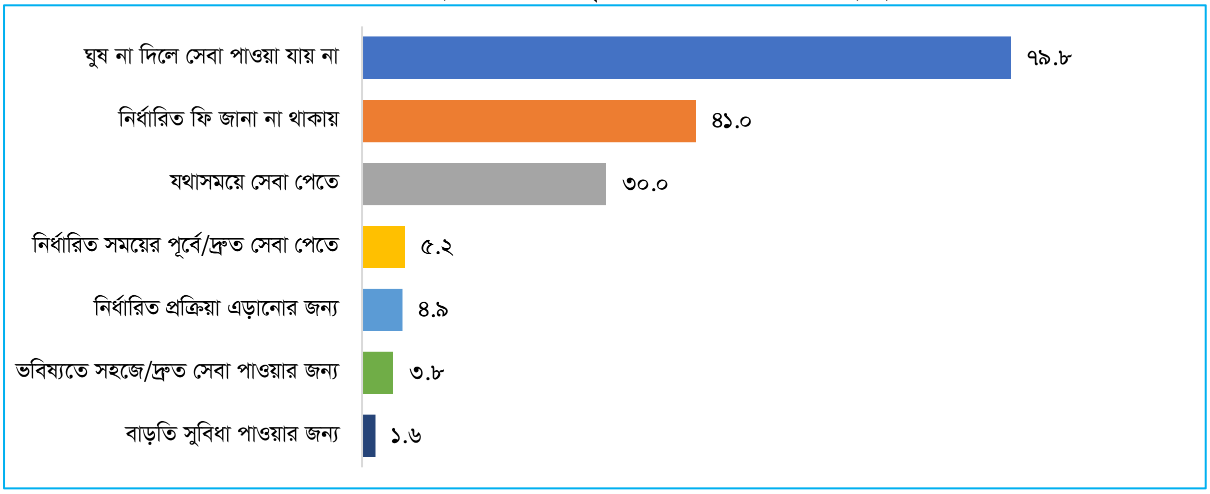

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি: কৃষি সেবায় সেবাগ্রহীতারা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সবচেয়ে বেশি ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ (৯৬.১ শতাংশ) দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। ডিলার বা খুচরা বিক্রেতাকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর কৃষি খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্র তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২০২৫ সালে ৬৪ দশমিক ৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার

হয়েছে যা ২০২৩ সালে ছিল ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ (সারণি ৪.২৩), বৃদ্ধির হার ১৬৩ শতাংশ। ঘুষের শিকার হওয়ার হারও ২০২৩ এর তুলনায় ২০২৫-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে ৭ দশমিক ১ শতাংশ খানা কৃষি সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০২৫ সালে বেড়ে ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থ্যাৎ ঘুষের শিকার হওয়ার হার ৫৯৪ দশমিক ৪ শতাংশ (প্রায় ৬ গুন) বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫ সালে হ্রাস পেয়েছে। ২০২৩ সালে কৃষিখাতে সেবা গ্রহণে ঘুষের শিকার হওয়া খানাকে গড়ে ১ হাজার ৭১৩ টাকা দিতে হয়েছে, ২০২৫ সালে এর পরিমাণ কমে ১ হাজার ৪০২ টাকা হয়েছে।

সারণি ৪.২৩: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে কৃষি খাতে খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০২৫	৬৪.৪	৪৯.৩	১,৪০২	৯১৮.৯
২০২৩	২৪.৫	৭.১	১,৭১৩	৭৬.৪

জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। ২০২৩ সালে কৃষি খাতে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ছিল ৭৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা, ২০২৫ সালে তা বেড়ে ৯১৮ কোটি ৯০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

৪.৮ শিক্ষা

শিক্ষা একটি রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের সংবিধানে একটি অভিন্ন, গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।[২৮] স্বাধীনতার পর থেকে সরকার নানা ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে - যেমন ডিজিটাল শিক্ষা সম্প্রসারণ, উপবৃত্তি কর্মসূচি, নারীর শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নতুন কারিকুলাম প্রবর্তন - যার ফলে শিক্ষার হার ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রবেশাধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৯] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছেক্ত।[৩০] তবে এর পাশাপাশি কিছু নেতিবাচক প্রবণতাও বিদ্যমান। বিভিন্ন সময়ে বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে শিক্ষানীতি পরিবর্তন, প্রশ্ন ফাঁস, ভর্তি ও নিয়োগে অনিয়ম, এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ একটি বৈষম্যমূলক কাঠামো তৈরি করেছে।[৩১] এছাড়া শিক্ষার মান, দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মমুখী শিক্ষার ঘাটতি এখনও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। একইসাথে সুশাসনের অভাব, দুর্নীতি এবং জবাবদিহিতার ঘাটতির কারণে কাঙ্ক্ষিত মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শিক্ষার্থীদের নজিরবিহীন আন্দোলন দেশের শিক্ষা খাতে বিদ্যমান বৈষম্য, অনিয়ম ও নীতিগত দুর্বলতার বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে আবির্ভূত হয়।[৩২] এই আন্দোলন শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতার দাবি জোরালোভাবে সামনে নিয়ে আসে, যা নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা। তাই ইতিবাচক অগ্রগতির পাশাপাশি বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানে কার্যকর ও টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই একটি সত্যিকারের সমতাভিত্তিক, যুগোপযোগী ও মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই জরিপে শিক্ষা খাতে সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে বাংলাদেশের খানাগুলো কী ধরনের এবং মাত্রায় অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৬৫ দশমিক ৭ শতাংশ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সরকারি, এমপিওভুক্ত, বেসরকারি/ ব্যক্তিমালিকানাধীন, স্বায়ত্তশাসিত ও এনজিও পরিচালিত) থেকে সেবা নিয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে সমান (৬৫.৭ শতাংশ করে)। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে বিশ্লেষণে দেখা যায়, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশ খানা, এমপিওভুক্ত বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ২৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা, নন-এমপিওভুক্ত বেসরকারি/ ব্যক্তিমালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ৫২ দশমিক ২ শতাংশ খানা, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান (বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্যাডেট স্কুল ও কলেজ) থেকে ১ দশমিক ৩ শতাংশ খানা এবং এনজিও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৩ শতাংশ খানা শিক্ষা সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ৪.২৪)। জরিপে শুধুমাত্র সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সরকারি, এমপিওভুক্ত ও স্বায়ত্তশাসিত) থেকে শিক্ষাসেবা নিয়েছে শিক্ষা খাতে সেবা গ্রহণকারী মোট খানার ৬১ দশমিক ৭ শতাংশ।

সারণি ৪.২৪: অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান* থেকে সেবাগ্রহীতা খানা* (%)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন**	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
সরকারি	৪৩.৬	৪৫.৬	৩৯.৩
বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন (এমপিও ভুক্ত)	২৮.৯	৩১.৫	২৩.৩
বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন (নন-এমপিও ভুক্ত)	৫২.২	৪৯.২	৫৮.৫
স্বায়ত্তশাসিত	১.৩	১.৩	১.৫
এনজিও পরিচালিত	৩.০	৩.২	২.৬

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

[২৮] "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে ... নাগরিকদের জন্য ... অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা... ।" [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৫ (ক)]।

[২৯] ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার ছিল মাত্র ৩৪%, যা ধারাবাহিক উন্নয়নের ফলে ২০২৪ সালে বেড়ে ৯০%-এ পৌঁছেছে। এ ক্ষেত্রে ১৯৯০-এর দশকে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ২.২ শতাংশীয় পয়েন্ট, ২০০০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে তা কিছুটা কমে ১.৫ শতাংশীয় পয়েন্টে দাঁড়ায় এবং ২০১৫ সালের পর থেকে প্রবৃদ্ধির হার আরও কিছুটা হ্রাস পেয়ে ১.৩ শতাংশীয় পয়েন্টে স্থিতিশীল হয়েছে। একইভাবে, নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯০ সালে যেখানে সমাপ্তির হার ছিল ২৩%, সেখানে ২০২৪ সালে তা বেড়ে ৭৪%-এ উন্নীত হয়েছে। বিস্তারিত: UNESCO. (2026). Access and equity: Countdown to 2030; Global Education Monitoring Report. Paris: UNESCO. P#112. Accessed on: 22 April 2026.

[৩০] Global Goals. (2015). "Goal 4: Quality Education. Link: https://globalgoals.org/goals/4-quality-education/. Accessed on 22 April 2026.

[৩১] Manzoor Ahmed, Syed Shahadat Hossain, Mostafizur Rahaman, Ahsan Habib, Ghiasuddin Ahmed, Mohammad Nure Alam & Abdul Quddus. (2023). School Education in Bangladesh Post-Pandamic Resilience and Sustainability. Education Watch 2023. Campaign for Popular Education (CAMPE), Bangladesh. Link: http://www.campebd.org/Files/30032024043348pmEducation_Watch_Report_2023_Full_English_for_Web.pdf . Accessed on 22 April 2026.

[৩২] Arafat, R. (2025, July 30). *Bangladesh's July uprising: The movement that redefined student-led resistance*. Asian News Network. Link: https://asianews.network/bangladeshs-july-uprising-the-movement-that-redefined-student-led-resistance/. Accessed on 22 April 2026.

শিক্ষার স্তরভেদে দেখা যায়, জাতীয়ভাবে ১১ দশমিক ২ শতাংশ খানা প্রাক-প্রাথমিক স্তর, ৬৩ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাথমিক স্তর, ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ মাধ্যমিক স্তর, ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, ১১ শতাংশ স্নাতক ও তদুর্ধ্ব শিক্ষা স্তরে শিক্ষা সেবা নিয়েছে (সারণি ৪.২৫)।

সারণি ৪.২৫: অঞ্চলভেদে শিক্ষার স্তরভিত্তিক* সেবাগ্রহীতা খানা (%)**

শিক্ষার স্তর (সমমান)	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
প্রাক-প্রাথমিক	১১.২	১১.১	১১.৪
প্রাথমিক	৬৩.৮	৬৪.৯	৬১.৬
মাধ্যমিক	৪১.৬	৪২.৩	৪০.২
উচ্চ মাধ্যমিক	১৩.৪	১২.৯	১৪.৪
স্নাতক ও তদুর্ধ্ব	১১.০	১০.২	১২.৭

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন পাঠ্যক্রম/পাঠ্যসূচির (কারিকুলাম) মধ্যে জাতীয়ভাবে সেবাগ্রহণকারী খানার ৭৪ দশমিক ১ শতাংশ জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলা, ৩৩ দশমিক ৬ শতাংশ মাদ্রাসা পাঠ্যসূচি, ৬ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি, ২ শতাংশ কারিগরি/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পাঠ্যসূচি, শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ জাতীয় পাঠ্যসূচি-ইংরেজি এবং শূন্য দশমিক ২ শতাংশ বিদেশী পাঠ্যসূচি-ইংরেজির শিক্ষার্থী রয়েছে (সারণি ৪.২৬)। উল্লেখ্য, শিক্ষা সেবা খাতের দুর্নীতি বিশ্লেষণে নন-এমপিওভুক্ত বেসরকারি/ ব্যক্তিমালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও হতে শিক্ষা সেবাগ্রহীতা খানাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সারণি ৪.২৬: অঞ্চলভেদে পাঠ্যসূচি/পাঠক্রমের ধরনভিত্তিক* সেবাগ্রহণকারী খানা (%)**

পাঠ্যসূচি/পাঠক্রমের ধরন	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলা	৭৪.১	৭৪.২	৭৩.৮
জাতীয় পাঠ্যসূচি-ইংরেজি	০.৮	০.৪	১.৬
বিদেশি পাঠ্যসূচি-ইংরেজি	০.২	০.১	০.৩
কারিগরি/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পাঠ্যসূচি	২.০	১.৯	২.২
মাদ্রাসা পাঠ্যসূচি	৩৩.৬	৩৪.৬	৩১.৪
বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি (বিশ্বাদ্যালয় পর্যায়ের জন্য)	৬.০	৫.৬	৬.৯

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: যেসব খানা সরকারি, এমপিওভুক্ত এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সেবা নিয়েছে তাদের ৫২ দশমিক ৫ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলের সেবা গ্রহণকারী খানার ৫৩ দশমিক ২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ৫০ দশমিক ৮ শতাংশ খানা। একইভাবে শিক্ষাখাতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে খানার ৩৪ দশমিক ৮ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ[৩৩] দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলের খানার ৩৫ দশমিক ২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ৩৩ দশমিক ৫ শতাংশ খানা। এছাড়া যেসকল খানা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে তাদের ২০ দশমিক ৮ শতাংশ খানা নিয়মিত ক্লাস না হওয়া, ১৭ দশমিক ১ শতাংশ সম্পূর্ণ ক্লাস না হওয়া, ১২ দশমিক ৭ শতাংশ সেবা পেতে সময়ক্ষেপণের শিকার, ৭ দশমিক ৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছে কোচিং/প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হওয়া এবং ৬ দশমিক ৬ শতাংশ খানার শিক্ষার্থী শ্রেণি শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট/কোচিং না করায় ইচ্ছাকৃতভাবে কম নম্বর দেওয়ার অভিযোগ করেছে (চিত্র ৪.২১)।

[৩৩] শিক্ষাখাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ বলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রাপ্তিতে যোগসাজসে কিংবা বাধ্য হয়ে ঘুষ দেওয়া সহ নিয়মবহির্ভূতভাবে বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি এর অতিরিক্ত আদায়, অর্থ আত্মসাৎ ও আর্থিক সংশ্লিষ্টতাসহ প্রতারণা ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

চিত্র ৪.২১: শিক্ষাখাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা** (%)

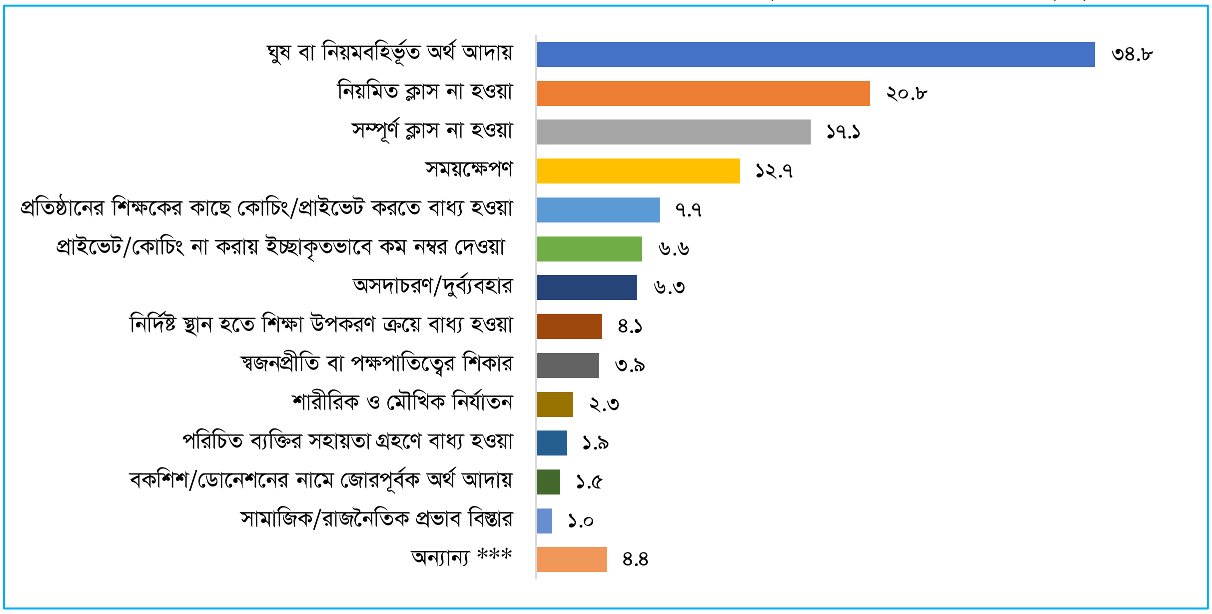

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** প্রতারণা, অর্থ আত্মসাৎ, প্রশ্ন ফাঁস, যৌন হয়রানি, চেষ্টা করেও কাঙ্খিত সেবা না পাওয়া ইত্যাদি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দেখা যায় স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক বেশি (সারণি ৪.২৭)। জরিপে স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানার ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যেখানে এ হার এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫৫ দশমিক ৭ শতাংশ এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৫ দশমিক ৩ শতাংশ। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানার ৩৬ দশমিক ২ শতাংশ, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৮ দশমিক ৬ শতাংশ এবং স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ খানা নিয়মবহির্ভূত বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। যেসব খানা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের মধ্যে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানাকে গড়ে ১ হাজার ৫৯১ টাকা এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানাকে গড়ে ৫২১ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.২৭: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ও নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ*** (টাকা)**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানা	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ
সরকারি	৭০.৭	৪৫.৩	২৮.৬	৫২১
বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন (এমপিওভুক্ত)	৪৬.৯	৫৫.৭	৩৬.২	১,৫৯১
স্বায়ত্তশাসিত	২.২	১৪.৯	৪.৫	****

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
**একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির শিকার: শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হারের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষার প্রাথমিক স্তর (প্রাক-প্রাথমিক/সমমান এবং প্রাথমিক/সমমান) ও উচ্চ স্তরের (স্নাতক/সমমান এবং স্নাতকোত্তর/সমমান) তুলনায় শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে (মাধ্যমিক/সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান) দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার বেশি (সারণি ৪.২৮)। জরিপে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা সেবা গ্রহণকারী খানার ৫৭ দশমিক ৩ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া, প্রাথমিক/সমমান স্তরে সেবাগ্রহীতা খানার ৪৫ দশমিক ৪ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান স্তরে সেবা গ্রহণকারী খানার ৪০ দশমিক ৭ শতাংশ সেবাগ্রহণকালে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অনুরূপভাবে, ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রেও মাধ্যমিক/সমমান স্তরে সেবাগ্রহীতা খানা অন্যান্য স্তরের তুলনায় অধিক হারে শিকার হয়েছে, এ হার মাধ্যমিক/সমমান স্তরে সেবা গ্রহণকারী খানার ৩৭ দশমিক ৬ শতাংশ। এছাড়া শিক্ষার প্রাথমিক/সমমান স্তরে সেবাগ্রহণকারী খানার ২৯ দশমিক ৭ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান স্তরে সেবা গ্রহণকারী খানার ২৪ শতাংশ নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ৪.২৮: শিক্ষার স্তরভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা* (%) এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ* (টাকা)**

শিক্ষার স্তর (সমমান)	সেবা গ্রহণকারী খানা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	দুর্নীতির শিকার খানা	নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানা	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ
প্রাক-প্রাথমিক/সমমান	৬.৭	২৯.৩	১৫.৯	১,২৭১
প্রাথমিক/সমমান	৫২.৪	৪৫.৪	২৯.৭	২২৭
মাধ্যমিক/সমমান	৪৫.০	৫৭.৩	৩৭.৬	১,৫৮১
উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান	১৪.৯	৪০.৭	২৪.০	১,৫০২
স্নাতক/সমমান	১২.১	২৭.৯	৬.৮	১,৫৮০
স্নাতকোত্তর/সমমান ও তদুর্ধ	১.৬	২৪.০	৩.৭	****

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মাধ্যমিক/সমমান স্তরের ঘুষের শিকার খানা গড়ে ১ হাজার ৫৮১ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান স্তরের সেবা গ্রহণকারী খানা গড়ে ১ হাজার ৫০২ টাকা এবং স্নাতক/সমমান স্তরে সেবা গ্রহণকারী খানা গড়ে ১ হাজার ৫৮০ টাকা করে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

পাঠ্যসূচির ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার: শিক্ষার পাঠ্যসূচি/পাঠক্রমের ধরনভেদে সেবা গ্রহণকারী খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার তারতম্য লক্ষ্যণীয়। বিশ্লেষণে দেখা যায়, জাতীয় পাঠ্যসূচি-ইংরেজিতে যেসব খানার শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করছে তাদের তুলনায় অন্যান্য পাঠ্যসূচি/পাঠক্রমের শিক্ষার্থীরা অধিক হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.২৯)। সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে মাদ্রাসা পাঠ্যসূচি/পাঠক্রমে অধ্যায়ন করা শিক্ষার্থীর খানা, এ হার শিক্ষা সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৯ দশমিক ৬ শতাংশ। এছাড়া জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলায় অধ্যায়ন করা শিক্ষার্থীদের খানার ৪৭ দশমিক ৯ শতাংশ এবং কারিগরি/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পাঠ্যসূচি/পাঠক্রমে (টিচার ট্রেনিং কলেজ, নার্সিং কলেজ ইত্যাদি) সেবা গ্রহণকারী খানার ৪২ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অপরদিকে, জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের খানা অন্যান্য পাঠ্যসূচি/পাঠ্যক্রমের তুলনায় অধিক হারে ঘুষের (৩৫.২ শতাংশ) শিকার হয়েছে। এছাড়া মাদ্রাসা পাঠ্যসূচিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর খানার ৩১ দশমিক ৪ শতাংশ এবং কারিগরি/নাসিং ও মিডওয়াফারিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর খানার ২১ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষের শিকার বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ৪.২৯: পাঠ্যসূচির ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%) এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ*** (টাকা)**

পাঠ্যসূচি/পাঠক্রমের ধরন**	সেবা গ্রহণকারী খানা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানা	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ
জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলা	৯০.১	৪৭.৯	৩৫.২	১,০৩৬
জাতীয় পাঠ্যসূচি-ইংরেজি	০.৩	৭.৫	৭.৫	৫০
কারিগরি/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি	১.৯	৪২.৯	২১.৩	৯০৮
মাদ্রাসা পাঠ্যসূচি	৭.৯	৪৯.৬	৩১.৪	১,০৪৯
বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি	৭.৯	২৬.৮	৪.৩	৯৭৭

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তবে, যেসকল খানা ঘুষের শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে মাদ্রাসা পাঠ্যসূচি/পাঠক্রমে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের খানা অন্যান্য পাঠ্যসূচি/পাঠক্রমে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর খানার তুলনায় অধিক পরিমাণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে, এর পরিমাণ ঘুষের শিকার খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ৪৯ টাকা। এছাড়া জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের খানা গড়ে ১ হাজার ৩৬ টাকা এবং বিষয়ভিত্তিক (বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে) পাঠ্যসূচিতে অধ্যয়নতে শিক্ষার্থীর খানা গড়ে ৯৭৭ টাকা নিয়মবর্হির্ভূত অর্থ হিসেবে দিতে বাধ্য হয়েছে।

সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার: শিক্ষা খাতে (সরকারি, এমপিওভুক্ত ও স্বায়ত্তশাসিত) সেবা গ্রহণকারী খানার সর্বোচ্চ ৭৩ দশমিক ৪ শতাংশ পাঠদান (স্বশরীরে বা অনলাইন ক্লাস/হোম-ওয়ার্ক) সেবা, ৭০ দশমিক ১ শতাংশ মাসিক বেতন/সেশন ফি/পরীক্ষা ফি জমা সংক্রান্ত সেবা, ৬৫ দশমিক ৯ শতাংশ নতুন শ্রেণিতে ভর্তি ও পুনঃ ভর্তি সংক্রান্ত সেবা, ৬৪ দশমিক ৯ শতাংশ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (নিয়মিত ও অনিয়মিত) সংক্রান্ত সেবা এবং ৬৪ দশমিক ২ শতাংশ বই প্রাপ্তি সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ৪.৩০)। জরিপে সরাসরি শিক্ষা সেবা গ্রহণকারী খানার ৫০ দশমিক ৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছে কোচিং/প্রাইভেট পড়া সংক্রান্ত

সেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সংক্রান্ত সেবার মধ্যে সর্বোচ্চ। এছাড়া ৩৮ দশমিক ৮ শতাংশ খানার শিক্ষার্থী সহপাঠ কার্যক্রমে (বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা ও অলিম্পিয়াড), ৩৬ দশমিক ২ শতাংশ নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) সংক্রান্ত সেবায়, ৩৫ দশমিক ৭ শতাংশ সনদ (বিশেষ করে টিসি/সার্টিফিকেট/মার্কশিট ইত্যাদি) উত্তোলনে, ৩৫ শতাংশ শিক্ষা উপকরণ (পোশাক, বই, খাতা ইত্যাদি) ক্রয়ে দুর্নীতির শিকার (বিশেষ করে নির্দিষ্ট স্থান হতে শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে বাধ্য হওয়া) হয়েছে।

সারণি ৪.৩০: শিক্ষা সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ*** (টাকা)**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানা	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ
পাঠদান (স্বশরীরে বা অনলাইন ক্লাস/হোম-ওয়ার্ক)	৭৩.৪	২৮.৮	০.২	****
মাসিক বেতন/সেশন ফি/পরীক্ষা ফি	৭০.১	৩৩.৯	২৭.১	৭৪৫
ভর্তি ও পুনঃ ভর্তি	৬৫.৯	২০.৭	১৫.৫	৭৯৮
পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (নিয়মিত ও অনিয়মিত)	৬৪.৯	১৩.২	৫.২	২৫৬
বই প্রাপ্তি (সরকারি)	৬৪.২	১৮.৯	৪.৮	১৩২
মূল্যায়ন (পরীক্ষা দ্বারা/পরীক্ষা ছাড়া)	৪১.১	১৫.৬	৩.০	১,২৪৭
উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি	২২.৪	১৫.৫	৪.১	২৫৬
প্রবেশপত্র সংগ্রহ	২২.১	১১.৮	৬.৫	২৪১
পরীক্ষার নিবন্ধন (ফরম ফিলআপ)	১৪.১	২৭.৪	২২.৩	১,১৫৯
কোচিং/প্রাইভেট টিউশন	৬.৮	৫০.৭	১৮.৯	৪,১০৭
ব্যবহারিক পরীক্ষা	৬.৩	২২.৮	৯.৪	৩৩৩
নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন)	৬.০	৩৬.২	৩০.৮	৩৫৭
শিক্ষা উপকরণ ক্রয় (বই, খাতা, স্কুল ড্রেস ইত্যাদি)	৪.৫	৩৫.০	৩.৭	****
সনদ উত্তোলন (টিসি/সার্টিফিকেট/মার্কসিট ইত্যাদি)	৩.১	৩৫.৭	২৯.৪	১৭৮
সহপাঠ কার্যক্রম (প্রতিযোগিতা ও অলিম্পিয়াড)	২.৫	৩৮.৮	২৭.৮	****
অ্যাসাইনমেন্ট/প্রজেক্ট জমা দেওয়া	১.৫	১৪.৫	২.৪	****
অন্যান্য*****	৪.৪	৪৫.১	২৮.৮	১৮৫

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।
*****ছাত্রাবাসে সিট বরাদ্দ, হোস্টেল/হল ফি, বিনামূল্যের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ (সরকারি বই ছাড়া), সহপাঠ কার্যক্রম (গণিত অলিম্পিয়াড, ফিজিক্স অলিম্পিয়াড, ভাষা প্রতিযোগ প্রভৃতি), মিড-ডে মিল ইত্যাদি।

সেবাভেদে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হওয়া খানার হার বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বাধিক ৩০ দশমিক ৮ শতাংশ খানা নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) সংক্রান্ত সেবায় অতিরিক্ত বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে, এ হার সনদ (টিসি/সার্টিফিকেট/মার্কসিট ইত্যাদি) উত্তোলনে ২৯ দশমিক ৪ শতাংশ, ২৭ দশমিক ৮ শতাংশ সহপাঠ (বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা ও অলিম্পিয়াড) কার্যক্রমে এবং ২৭ দশমিক ১ শতাংশ মাসিক বেতন/সেশন ফি/পরীক্ষা ফি ইত্যাদি সংক্রান্ত সেবায় নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত বা নিয়মবাহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ৪.৩০)। সেবার ধরনভেদে অতিরিক্ত বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, কোচিং বা প্রাইভেট টিউশন সংক্রান্ত সেবা সেবা গ্রহণকারী যেসকল খানা অতিরিক্ত বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে তাদেরকে খানাপ্রতি গড়ে ৪ হাজার ১০৭ টাকা দিতে হয়েছে, যা অন্যান্য সেবার তুলনায় সর্বোচ্চ। এছাড়া মূল্যায়ন (পরীক্ষা দ্বারা বা পরীক্ষা ছাড়া) সংক্রান্ত সেবায় খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ২৪৭ টাকা, পরীক্ষার নিবন্ধন (বিশেষ করে ফরম ফিলআপ) সংক্রান্ত সেবায় খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ১৫৯ টাকা, ভর্তি ও পুনঃভর্তি সংক্রান্ত সেবায় খানাপ্রতি গড়ে ৭৯৮ টাকা এবং মাসিক বেতন বা সেশন ফি বা পরীক্ষা ফি বাবদ খানাপ্রতি গড়ে ৭৪৫ টাকা অতিরিক্ত বা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: শিক্ষাখাতে সেবা গ্রহণকারী খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় (৬৫ শতাংশ), টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না (৬৪ শতাংশ), সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য (২৭.২ শতাংশ), যথাসময়ে সেবা পেতে (১৮.৯ শতাংশ), নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর (৬.৮ শতাংশ) জন্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৪.২২)।

চিত্র ৪.২২: শিক্ষাখাতে ঘুষের শিকার খানার* ঘুষ দেওয়ার কারণ (%)**

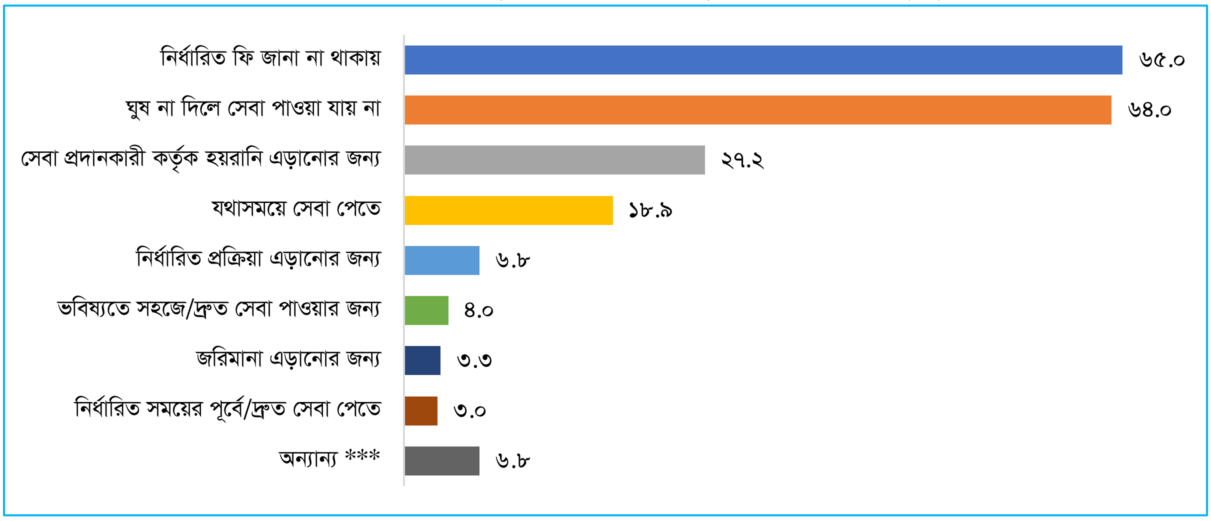

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য, বখশিশের নামে জোড়পূর্বক আদায়, সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতায় ইত্যাদি।

নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি: জরিপে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানাগুলো শিক্ষা খাতে সাধারণ শিক্ষকরা (প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ ছাড়া অন্যান্য শিক্ষক) অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের সঙ্গে জড়িত বলে উল্লেখ করেছে এ হার ৬১ দশমিক ৬ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে স্কুলের কর্মচারী বা অন্যান্য স্টাফ, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হার ২৯ দশমিক ১ শতাংশ খানার। এছাড়া প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগের হার ২৪ দশমিক ৬ শতাংশ খানার।

চিত্র ৪.২৩: শিক্ষাখাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* আদায়কারী ব্যক্তি (%)**

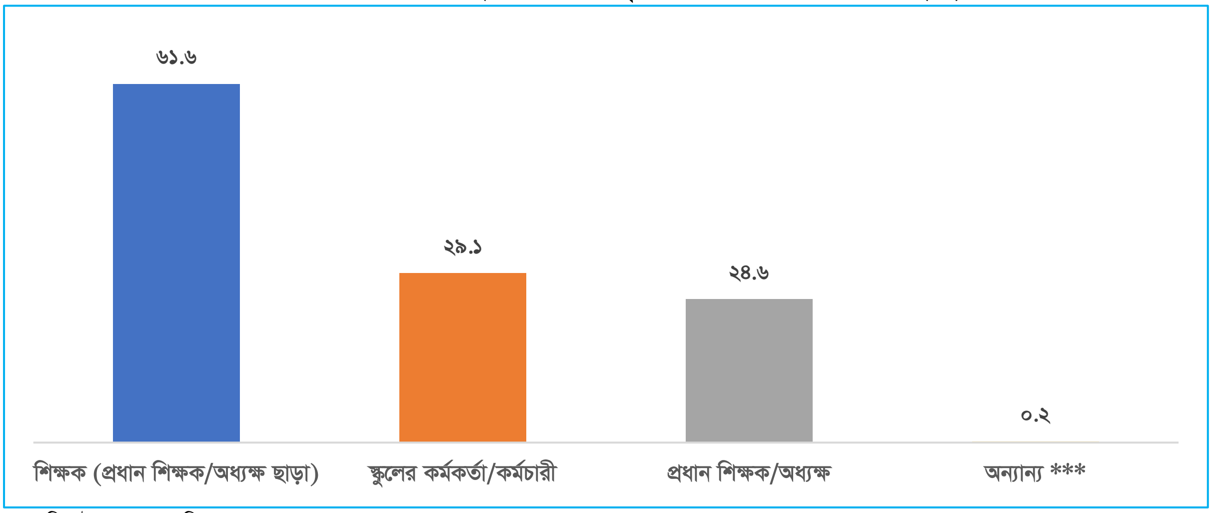

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থেও শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***নিরাপত্তা প্রহরী, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ইত্যাদি।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর শিক্ষা খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্র তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানার হার আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। খানা জরিপ ২০২৩-এ শিক্ষা সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২৬ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০২৫ সালে প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫২ দশমিক ১ শতাংশ খানা (সারণি ৪.৩১)। অর্থাৎ দুই বছরের ব্যবধানে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ১০০ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে ঘুষের শিকার বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হওয়া খানার হারের ক্ষেত্রে ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে ১৩৫ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে ৩৪ দশমিক ৮ শতাংশে পৌঁছেছে। অনুরূপভাবে, শিক্ষা খাতে ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ ঘুষের শিকার বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানাকে অধিক পরিমানে অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে, এক্ষেত্রে ২০২৩ সালে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানাকে গড়ে ৭১১ টাকা দিতে হয়েছিল, যা ২০২৫-এ ১ হাজার ৪৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং বৃদ্ধির হার ৪৭ দশমিক ৫ শতাংশ পয়েন্ট।

সারণি ৪.৩১: নির্বাচিত নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষাখাতে খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)	অবস্থান (দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারে)
২০২৫	৫২.৫	৩৪.৮	১,০৪৯	৫২৫.৯	৮ম
২০২৩	২৬.০	১৪.৮	৭১১	২১৩.৯	১২তম

জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যায়। ২০২৩ সালে শিক্ষা খাতে জাতীয়ভাবে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ছিল ২১৩ কোটি ৯০ লাখ টাকা, যা ২০২৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৫২৫ কোটি ৯০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ জাতীয়ভাবে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ প্রায় ৩১২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে শিক্ষাখাতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রবেশাধিকার, শিক্ষার্থী ভর্তির হার এবং ডিজিটালাইজেশনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হলেও সেবার মান, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এখনও নানা চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম, ঘুষ, অতিরিক্ত অর্থ আদায়, কোচিং নির্ভরতা এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতা সাধারণ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য এখনো বড় ধরনের ভোগান্তির কারণ হয়ে আছে। বিশেষত মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা পর্যায়ে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা তুলনামূলকভাবে বেশি লক্ষ্য করা গেছে। একই সঙ্গে শিক্ষাসেবার বিভিন্ন ধাপে নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, সেবাপ্রাপ্তিতে বিলম্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য শিক্ষার সামগ্রিক গুণগত উন্নয়নের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

৪.৯ জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা

বাংলাদেশের নাগরিকদের দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের জন্য বাধ্যতামূলক একটি নথি হলো জাতীয় পরিচয়পত্র বা এনআইডি। জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন ও বিতরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া যা ২০০৮ সাল থেকে সরবরাহ করা শুরু হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সেবাগুলো হলো, নতুন আইডি কার্ড তৈরী করা, রি-ইস্যু, তথ্য পরিবর্তন (যেমন- নাম, জন্ম তারিখ, বৈবাহিক অবস্থা ও ঠিকানা পরিবর্তন)। ২০১৬ সাল থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র সেবায় নতুন সংযোজন হয় ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত স্মার্ট আইডি কার্ড। এর ধারাবাহিকতায়, ২০২০ সাল থেকে জাতীয় পরিচয়পত্রের বিভিন্ন সেবা অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা শুরু হয়। এসব উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও, এক ব্যক্তির একাধিক এনআইডি কার্ডের উপস্থিতি থাকা, বিভিন্ন ফর্ম পূরণের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, সার্ভারের ধীর গতি, সেবা গ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় নথি সরবরাহের পরেও কাঙ্খিত সেবা পেতে ব্যর্থ হওয়ার মত অনিয়ম এবং দুর্নীতির দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ১৫ দশমিক ৮ শতাংশ জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নিয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সেবা গ্রামঞ্চলে ১৫ দশমিক ১ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ খানা গ্রহণ করেছে। জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৫২ শতাংশ) নতুন আইডি কার্ড করা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার মধ্যে সার্বিকভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৪৭ দশমিক ৪ শতাংশ। এ হার গ্রামাঞ্চলের সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৫ দশমিক ৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ৫০ দশমিক ১ শতাংশ। জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা গ্রহণকারী খানার ২১ দশমিক ৯ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে এবং সেবা গ্রহণে হয়রানি/দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছে ৩৮ দশমিক ৫ শতাংশ খানা। এছাড়া, ৪ দশমিক ৭ শতাংশ খানা দালাল/উমেদার কর্তৃক হয়রানির শিকার, অনলাইনে সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা না থাকায় ২ শতাংশ খানা হয়রানির শিকার, সেবার জন্য পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে সেবা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে ১ দশমিক ৮ শতাংশ খানা এবং স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছে ১ দশমিক ৭ শতাংশ খানা (চিত্র ৪.২৪)। যেসব খানা জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে গড়ে ১ হাজার ৯৩৫ টাকা দিতে হয়েছে, যা গ্রমাঞ্চলে খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ৭৫০ টাকা এবং শহরাঞ্চলে খানাপ্রতি গড়ে ২ হাজার ২২০ টাকা।

চিত্র ৪.২৪: জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার খানা (%)**

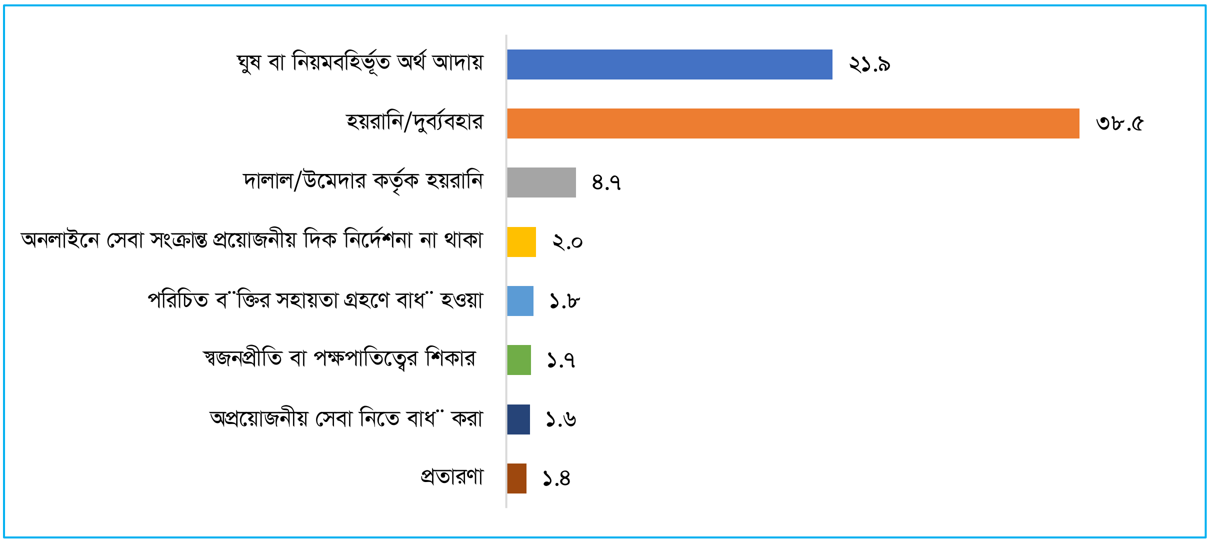

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সেবার ধরন অনুযায়ী, তথ্য পরিবর্তন সেবার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো সবচেয়ে বেশি (৭৫.৫ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩২)। অপরদিকে, নতুন আইডি কার্ড করা ও স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ সেবার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩৯ দশমিক ৮ শতাংশ এবং ৩৬ দশমিক ৬ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। নতুন আইডি কার্ড করতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে সেসকল খানা গড়ে ২ হাজার ৩৪২ টাকা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ৪.৩২: জাতীয় পরিচয়পত্র সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

জাতীয় পরিচয়পত্রের সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
তথ্য পরিবর্তন	২২.৫	৭৫.৫	৪৬.৬	২,২২৬
নতুন আইডি কার্ড করা	৫২.০	৩৯.৮	১৫.৪	২,৩৪২
স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ	২৬.০	৩৬.৬	১৩.৬	৩৭২

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: যেসব সেবাগ্রহীতা খানা জাতীয় পরিচয়পত্র সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের মধ্যে ৭৮ শতাংশ খানা 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না'-কে ঘুষ দেওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এছাড়া, ৪৬ দশমিক ২ শতাংশ খানা নির্ধারিত ফি জানা না থাকায়, ২১ দশমিক ৯ শতাংশ খানা যথাসময়ে সেবা পেতে এবং ১২ দশমিক ১ শতাংশ খানা নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য ঘুষ দেয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে (চিত্র ৪.২৫)।

চিত্র ৪.২৫: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* দেয়ার কারণ (%)**

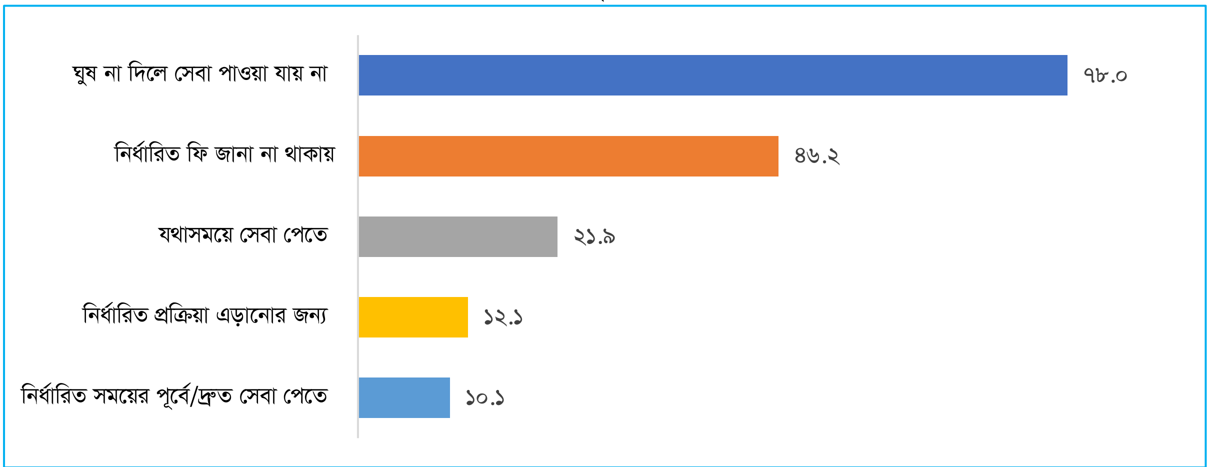

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি: জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের (৭২.৪ শতাংশ)। দালালকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে ২৩ দশমিক ২ শতাংশ খানা।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর জাতীয় পরিচয়পত্র সেবায় দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্র তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২০২৫ সালে ৪৭ দশমিক ৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল ৪১ শতাংশ (সারণি ৪.৩৩)। ঘুষের শিকার হওয়ার হার ২০২৩ এর তুলনায় ২০২৫-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে ১৬ দশমিক ১ শতাংশ খানা জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০২৫ সালে বেড়ে ২১ দশমিক ৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, অর্থ্যাৎ ঘুষের শিকার হওয়ার হার ৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ২০২৩ সালে জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা গ্রহণে ঘুষের শিকার হওয়া প্রতিটি খানা গড়ে ৩ হাজার ৫১ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিলেও ২০২৫ সালে এ পরিমাণ কমে ১ হাজার ৯৩৪ টাকা হয়েছে।

সারণি ৪.৩৩: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে এনআইডি সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
২০২৫	৪৭.৪	২১.৯	১,৯৩৪
২০২৩	৪১.০	১৬.১	৩,০৫১

৪.১০ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের মৌলিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে বর্তমানে ৪ হাজার ৫৮০টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ, ৬৪টি জেলা পরিষদ, ৩৩০টি পৌরসভা, ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও পার্বত্য অঞ্চলের জন্য একটি পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদ (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ) রয়েছে।[৩৪] তবে ২০২৬ সালে বগুড়া শহরকে দেশের ১৩তম সিটি কর্পোরেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।[৩৫] স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে নানা সংস্কার ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে সরকার নানাবিধ ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে এসব ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও এখনো এসব প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রমে প্রাশাসনিক অদক্ষতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান যা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা ও সামগ্রিক সাফল্যকে ব্যাহত করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের যেসব কার্যক্রম এ জরিপের আওতাভুক্ত হয়েছে সেগুলো হলো বিভিন্ন ধরনের সনদ প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন সেবা, গ্রাম আদালতের অধীন বিচার ও সালিশ, কর সংগ্রহ, বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স প্রদানসহ ইত্যাদি সেবা। উল্লেখ্য, এ জরিপে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদের সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপকৃত খানার ৭৬ দশমিক ৫ শতাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করেছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৮০ দশমিক ৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৬৭ দশমিক ৫ শতাংশ খানা। জরিপের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকরা খানার ৮৩ দশমিক ৬ শতাংশ ইউনিয়ন পরিষদ, ১১ দশমিক ৪ শতাংশ পৌরসভা, ৪ দশমিক ৫ শতাংশ খানা সিটি কর্পোরেশন এবং শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ খানা উপজেলা পরিষদ থেকে সেবা গ্রহণ করেছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৬ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলের খানার ৪৫ দশমিক ৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চলের খানার ৪৬ দশমিক ৭ শতাংশ। খানা পর্যায়ে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ২৭ দশমিক ৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ২৮ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া ২২ দশমিক ৮ শতাংশ দায়িত্বে অবহেলা, ১৫ দশমিক ৭ শতাংশ হয়রানি/অসদাচরণ, ৬ দশমিক ১ শতাংশ আত্মসাৎ, ৩ দশমিক ৮ শতাংশ সেবার জন্য পরিচিতি ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া, ২ দশমিক ৯ শতাংশ দালালের দৌরাত্ম্য এবং ২ দশমিক ৮ শতাংশ স্বজনপ্রীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৪.২৬)। উল্লেখ্য, সেবা গ্রহণের সময় যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে গড়ে ৯৯২ টাকা দিতে হয়েছে।

চিত্র ৪.২৬: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)

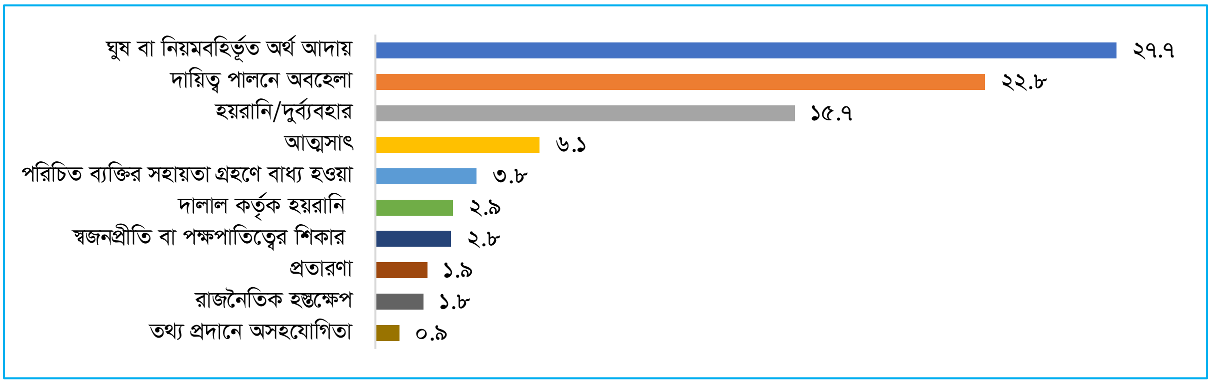

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে সিটি কর্পোরেশন থেকে সেবা নিতে গিয়ে। সেবাগ্রহীতা খানার ৫০ দশমিক ৩ শতাংশ দুর্নীতি এবং ৩১ দশমিক ১ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে। সিটি কর্পোরেশনে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ৪৯২ টাকা। সবচেয়ে কম দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে পৌরসভা থেকে সেবা নিতে গিয়ে - এখানে সেবাগ্রহীতা খানার ৪৫ দশমিক ১ শতাংশ দুর্নীতি এবং ২৫ দশমিক ৪ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হয়েছে, যা খানাপ্রতি গড়ে ৭৭৯ টাকা। অন্যদিকে,

---

[৩৪] স্থানীয় সরকার বিভাগ. (২০২৪). *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪*। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। https://lgd.gov.bd/site/page/732ddfb3-f05a-41d7-9c01-027485b4e15d

[35] প্রথম আলো. (২০২৬).প্রধানমন্ত্রী বগুড়াকে দেশের ১৩তম সিটি কর্পোরেশন হিসেবে ঘোষণা করেছেন। https://en.prothomalo.com/bangladesh/7mmsfkrenr

ইউনিয় পরিষদ থেকে সবচাইতে বেশি (৮৪.৬ শতাংশ) খানা সেবা গ্রহণ করলেও ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ খানাকে ঘুষ বা নিয়মবর্হিভূত অর্থ প্রদান করতে হয়েছে এবং গড় অর্থের পরিমাণ ৮৯৯ টাকা (সারণি ৪.৩৪)।

সারণি ৪.৩৪: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
সিটি কর্পোরেশন	৪.৫	৫০.৩	৩১.১	১,৪৯২
ইউনিয়ন পরিষদ	৮৪.৬	৪৫.৭	২৭.৭	৮৯৯
পৌরসভা	১১.৫	৪৫.১	২৫.৪	৭৭৯

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন বহুমুখী ও বিস্তৃত। এই জরিপে বিভিন্ন সনদ সংগ্রহ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা হয়েছে (সারণি ৪.৩৫)। সবচেয়ে বেশি খানা সনদ সংগ্রহে দুর্নীতি (৭৩.২ শতাংশ) এবং ঘুষের (৬০.২ শতাংশ) শিকার হয়েছে। এরপরে বিচার ও সালিশে ৫৯ দশমিক ৭ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে ২৪ দশমিক ৪ শতাংশ খানা।

সারণি ৪.৩৫: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবাভেদে* গ্রহণে দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
সনদ সংগ্রহ	৩৮.৬	৭৩.২	৬০.২	৫২৩
বিচার ও সালিশ	১.২	৫৯.৭	২৪.৪	****
সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি	৩৬.৪	৪৪.৩	১০.৭	১,৫৮২
নতুন ট্রেড লাইসেন্স করা ও নবায়ন	৩.৪	৩৮.৭	১৬.৪	১,৬৩৮
হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত	৬৯.১	১০.৮	০.৯	৩৬৭

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

বিভিন্ন সনদ বিষয়ক অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে ৩৮ দশমিক ৬ শতাংশ খানা। এসব খানার মধ্যে ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ জন্ম নিবন্ধন সনদ, ৫ দশমিক ৬ শতাংশ নাগরিকত্ব, ৪ দশমিক ৬ শতাংশ সনদ সংশোধন, ২ দশমিক ২ শতাংশ ওয়ারিশ সনদ, ১ দশমিক ৭ শতাংশ মৃত্যু নিবন্ধন সনদ সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ৪.৩৬)। এ ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ৭৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানাকে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়েছে (সারণি ৪.৩৫)। বিভিন্ন ধরনের সনদ গ্রহণকারী খানার মধ্যে সনদ সংশোধনে ৮৩ দশমিক ৪ শতাংশ, জন্ম নিবন্ধন সনদে ৭৮ দশমিক ১ শতাংশ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদে ৬৮ শতাংশ, ওয়ারিশ সনদে ৫৬ শতাংশ, নাগরিকত্ব সনদে ৪৩ দশমিক ২ শতাংশ এবং চারিত্রিক সনদে ২৭ দশমিক ২ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জন্ম নিবন্ধন সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ৬৬ দশমিক ৪ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে।

সারণি ৪.৩৬: সনদ সংক্রান্ত সেবা* গ্রহণে দুর্নীতির শিকার খানা (%) এবং ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

সনদ	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
সনদ সংশোধন	৪.৬	৮৩.৪	৬৮.৫	৬৪৭
জন্ম নিবন্ধন	২৭.৭	৭৮.১	৬৬.৪	৪৮০
মৃত্যু নিবন্ধন	১.৭	৬৮.০	৫২.০	৩৪১
ওয়ারিশ	২.২	৫৬.০	৩৯.৫	৮০৫
নাগরিকত্ব	৫.৬	৪৩.২	২৩.৮	১৮২
চারিত্রিক	১.৫	২৭.২	***	****

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

সনদ সংগ্রহে যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৫২৩ টাকা দিতে হয়েছে (সারণি ৪.৩৫)। সবচেয়ে বেশি টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে ওয়ারিশ সনদের জন্য, যা গড়ে ৮০৫ টাকা। এর পরেই রয়েছে সনদ সংশোধন (খানাপ্রতি গড়ে ৬৪৭ টাকা), এবং জন্ম নিবন্ধন সনদ (খানাপ্রতি গড়ে ৪৮০ টাকা)। ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতির শিকারের মধ্যে সনদ সেবা গ্রহণ করার

ক্ষেত্রে ৩৮ দশমিক ১ শতাংশ খানা দায়িত্বে অবহেলার শিকার হয়েছে। এর পাশাপাশি খানাগুলো হয়রানি/দুর্ব্যবহার (২৪.৮ শতাংশ), সেবার জন্য পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (৫.৮ শতাংশ), দালাল কর্তৃক হয়রানি (৫ শতাংশ), ও আত্মসাতের (৪.৮ শতাংশ) শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩৭)।

সারণি ৪.৩৭: সনদ সংক্রান্ত সেবা* গ্রহণে দুর্নীতির শিকার খানা (%)**

দুর্নীতির ধরণ	সনদ সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানা
দায়িত্বে অবহেলা	৩৮.১
হয়রানি/অসদাচরণ	২৪.৮
সেবার জন্য পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া	৫.৮
দালাল কর্তৃক হয়রানি	৫.০
আত্মসাৎ	৪.৮

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় আসতে এবং বিতরণের সময় অনিয়ম ও দুর্নীতি: সমাজের অনুন্নত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত যেসব সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে খানাগুলো সেবাগ্রহণ করেছে তার মধ্যে রয়েছে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি (১৭.৯ শতাংশ), বয়স্ক ভাতা (১০.১ শতাংশ), ভিজিএফ (৪.৪ শতাংশ), বিধবা ভাতা (৪.১ শতাংশ), প্রতিবন্ধি ভাতা (৩.৩ শতাংশ), ভিজিডি (১.৭ শতাংশ), এবং মাতৃত্বকালীন ভাতা (১.৪ শতাংশ)। সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৩৬ দশমিক ৪ শতাংশ এই ধরনের কর্মসূচির সেবাগ্রহণ করেছে এবং তার ৪৪ দশমিক ৩ শতাংশ খানাকে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে (সারণি ৪.৩৫)। কর্মসূচি সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৭ দশমিক ৪ শতাংশ মাতৃত্বকালীন ভাতা, ৫৫ দশমিক ৬ শতাংশ ভিজিএফ, ৫২ দশমিক ২ শতাংশ ভিজিডি, ৪৩ দশমিক ৯ শতাংশ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, ৩৫ দশমিক ২ শতাংশ বিধবা ভাতা, ৩০ দশমিক ১ শতাংশ বয়স্ক ভাতা, এবং ২৫ দশমিক ৫ শতাংশ প্রতিবন্ধি ভাতা সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩৮)।

সারণি ৪.৩৮: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি* সংক্রান্ত সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

নিরাপত্তা কর্মসূচি	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
মাতৃত্বকালীন ভাতা	১.৪	৬৭.৪	৩১.৮	২,৯২৬
ভিজিএফ	৪.৪	৫৫.৬	****	****
ভিজিডি	১.৭	৫২.২	****	****
খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	১৭.৯	৪৩.৯	৭.৬	৮৮২
বিধবা ভাতা	৪.১	৩৫.২	১১.৫	১,১১৪
বয়স্ক ভাতা	১০.১	৩০.১	৮.৭	১,৬২২
প্রতিবন্ধী ভাতা	৩.৩	২৫.৫	৮.৪	৩,১১৪

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

****নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক সর্মসূচির সেবা গ্রহণকারী খানার ১০ দশমিক ৭ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেছে, এবং ঘুষ হিসেবে গড়ে ১ হাজার ৫৮২ টাকা দিয়েছে (সারণি ৪.৩৫)। অন্যান্য দুর্নীতির মধ্যে দায়িত্ব পালনে অবহেলার শিকার হয়েছে ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ খানা (সারণি ৪.৩৯)। এছাড়া সামাজিক কর্মসূচি সংক্রান্ত সেবা গ্রহণে খানাগুলো হয়রানি/অসদাচরণ (২২.৫ শতাংশ), আত্মসাৎ (১৫.৬ শতাংশ), সেবার জন্য পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (৬.৭ শতাংশ), স্বজনপ্রীতি (৫.৯ শতাংশ) এবং প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপের (৩.৩ শতাংশ) এবং দালাল কর্তৃক হয়রানি শিকার (৩.২ শতাংশ) হয়েছে (সারণি ৪.৩৯)।

সারণি ৪.৩৯: সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় আসার জন্য বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)**

দুর্নীতির ধরণ	দুর্নীতি শিকার খানা
দায়িত্ব পালনে অবহেলা	২৭.৯
হয়রানি/দুর্ব্যবহার	২২.৫
আত্মসাৎ	১৫.৬
পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া	৬.৭
স্বজনপ্রীতি/পক্ষপাতিত্বের শিকার	৫.৯
প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ	৩.৩
দালাল কর্তৃক হয়রানি	৩.২

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিচার ও সালিশে অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বিচার ও সালিশ করে থাকে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ১ দশমিক ২ শতাংশ খানা বিচার ও সালিশ সংক্রান্ত সেবাগ্রহণ করেছে (সারণি ৪.৩৫)। বিচার ও সালিশের বিরোধ নিষ্পত্তিকালে ৫৯ দশমিক ৭ শতাংশ খানা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩৫)। বিচার ও সালিশে দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয়রানি/দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছে যা ৪০ দশমিক ৯ শতাংশ খানা; এরপর রয়েছে যথাক্রমে দায়িত্ব পালনে অবহেলা (৩২.১ শতাংশ), স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার (২৩.৭ শতাংশ), প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ (২০.৮ শতাংশ) এবং সেবার জন্য পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য (৯.৫ শতাংশ) হয়েছে (সারণি ৪.৪০)।

সারণি ৪.৪০: বিচার ও সালিশে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)**

দুর্নীতির ধরন	দুর্নীতি শিকার খানা
হয়রানি/দুর্ব্যবহার	৪০.৯
দায়িত্ব পালনে অবহেলা	৩২.১
স্বজনপ্রীতি/পক্ষপাতিত্বের শিকার	২৩.৭
প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ	২০.৮
পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া	৯.৫

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল ।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ৬৯ দশমিক ২ শতাংশ হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত কাজে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে। এসব খানার ১০ দশমিক ৮ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহণকারী খানার শূণ্য দশমিক ৯ শতাংশকে গড়ে ৩৬৭ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ৪.৩৫)। ঘুষ ছাড়া অন্যান্য দুর্নীতি-অনিয়মের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব পালনে অবহেলার শিকার হয়েছে যা ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ খানা, এরপর যথাক্রমে হয়রানি/দুর্ব্যবহার (১৩.৪ শতাংশ), আত্মসাৎ (৫.১ শতাংশ), পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (৩.২ শতাংশ) এবং স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার (২.৯ শতাংশ) শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৪১)।

সারণি ৪.৪১: হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার**

দুর্নীতির ধরণ	দুর্নীতি শিকার খানার হার (%)
দায়িত্ব পালনে অবহেলা	১৯.৯
হয়রানি/দুর্ব্যবহার	১৩.৪
আত্মসাৎ	৫.১
পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া	৩.২
স্বজনপ্রীতি/পক্ষপাতিত্বের শিকার	২.৯

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ নতুন ট্রেড লাইসেন্স করেছে বা নবায়ন করেছে, যার ৩৮ দশমিক ৭ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। শুধুমাত্র নতুন ট্রেড লাইসেন্স করেছে তাদের মধ্যে ৫৬ দশমিক ৮ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ খানা ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণকারীদের মধ্যে ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ খানাকে গড়ে ১ হাজার ৬৩৮ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ৪.৩৫)।

সারণি ৪.৪২: ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)**

দুর্নীতির ধরণ	দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানা
দায়িত্ব পালনে অবহেলা	২৯.১
হয়রানি/দুর্ব্যবহার	২২.২
পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া	১০.৫
দালাল কর্তৃক হয়রানি	৭.০

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৮০ দশমিক ২ শতাংশ খানা উল্লেখ করেছে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না'। এছাড়া, ৫২ দশমিক ৬ শতাংশ নির্ধারিত ফি জানা না থাকায়, ২৭ দশমিক ১ শতাংশ যথাসময়ে সেবা পেতে, এবং ৮ দশমিক ৫ শতাংশ খানা নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে (চিত্র ৪.২৭)।

চিত্র ৪.২৭: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ* দেওয়ার কারণ (%)**

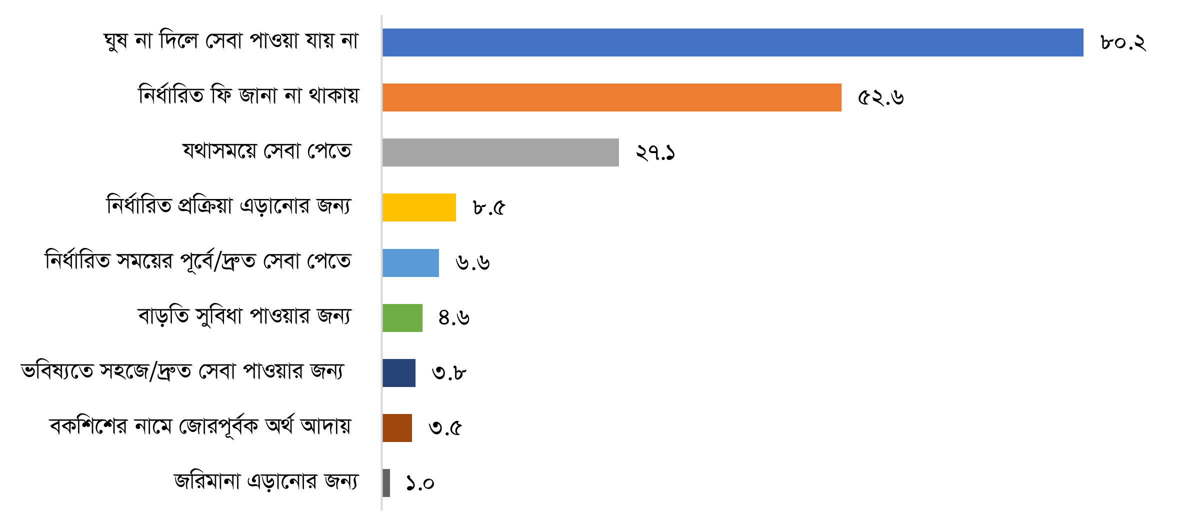

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো সবচেয়ে বেশি ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (৮৭.২ শতাংশ)। এছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে ৯ দশমিক ১ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। দালালকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ খানা (চিত্র ৪.২৮)।

চিত্র ৪.২৮: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* আদায়কারী ব্যক্তি (%)**

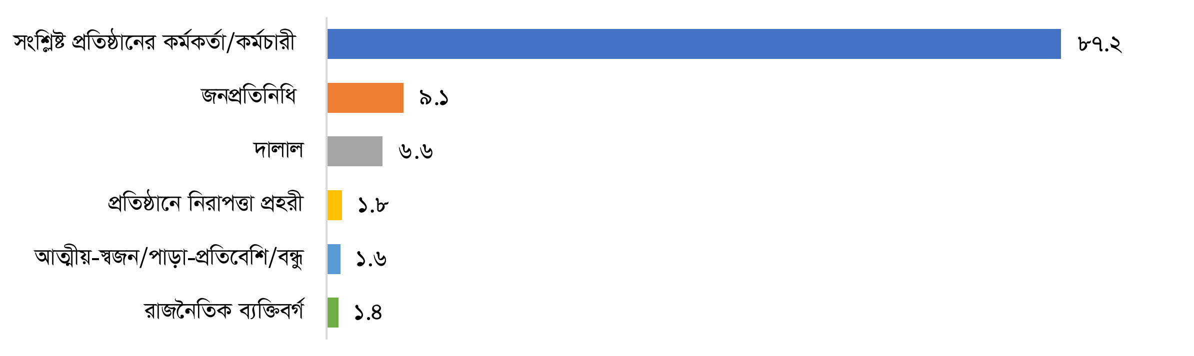

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্র তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২০২৫ সালে ৪৬ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ (সারণি ৪.৪৩)। ২০২৫ সালে ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ খানা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল ২৯ দশমিক ৭ শতাংশ। অন্যদিকে, খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ২০২৩ সালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা গ্রহণে ঘুষের শিকার হওয়া প্রতিটি খানা গড়ে ৮৮৪ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করেছে, ২০২৫ সালে এর পরিমাণ বেড়ে ৯২২ টাকা হয়েছে।

সারণি ৪.৪৩: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০২৫	৪৬.০	২৭.৭	৯২২	৮০৪.৪
২০২৩	৪৪.২	২৯.৭	৮৮৪	৮৪০.৯

জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রে দেখা যায় ২০২৩ সালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা খাতে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ছিল ৮৪০ কোটি ৯০ লাখ টাকা, ২০২৫ সালে তা কমে ৮০৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা হয়েছে।

৪.১১ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ মানুষের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী ক্রান্তীয় অবস্থান এবং বৃহৎ তিনটি নদীর অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এই দুর্যোগের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগগুলোর মধ্যে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অন্যতম। এছাড়া সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশান-এ অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ দুর্যোগে সাড়া প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছে। দুর্যোগ-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি, জরুরি সাড়া প্রদান এবং দুর্যোগ-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য করণীয় সম্পর্কে সরকারি আইন, নীতিমালা ও আদেশ/দিক-নির্দেশনা সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সাম্প্রতিক বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এই খানা জরিপে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা বিষয়ক দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিতরণকৃত জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা ছাড়া)।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ২ শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সেবা গ্রহণ করেছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ২ দশমিক ৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১ দশমিক ৩ শতাংশ। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৯ দশমিক ৯ শতাংশ উপজেলা প্রশাসন, ১২ দশমিক ৭ শতাংশ উপজেলা/জেলা খাদ্য অফিস, ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সেবা গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা গ্রহণকারী খানাগুলো ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে এই সহায়তা পেয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা খাতে সেবাগ্রহীতা খানার ৪১ দশমিক ৩ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলে ৩৯ দশমিক ৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চলের সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৭ দশমিক ৯ শতাংশ। বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার খানাগুলোর ১২ দশমিক ৫ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এ হার গ্রামাঞ্চলে ১২ দশমিক ১ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১৪ দশমিক ২ শতাংশ খানা। এছাড়া সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ১৫ দশকিম ৯ শতাংশ প্রতারণার শিকার (যেমন ত্রাণের পরিমাণ কম পাওয়া) এবং ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে সেবা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে (চিত্র ৪.২৯)। উল্লেখ্য, সেবা গ্রহণের সময় যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে গড়ে ১ হাজার ২৩৩ টাকা দিতে হয়েছে।

চিত্র ৪.২৯: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা খাতে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)**

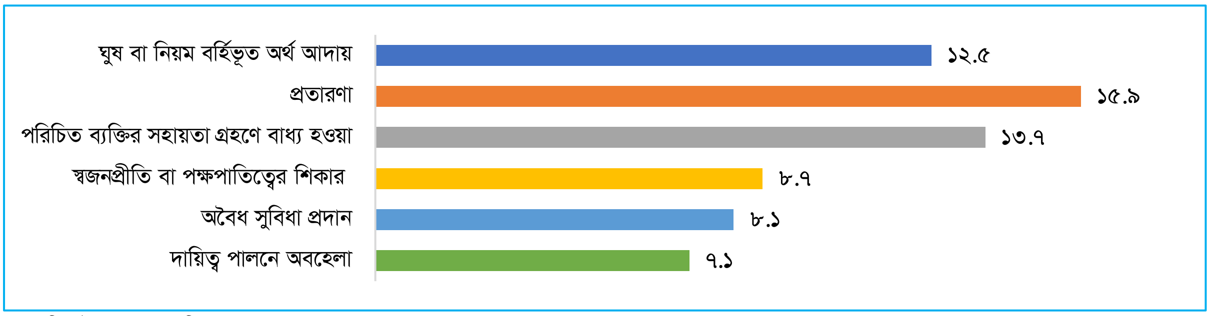

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উপজেলা প্রশাসন থেকে সবচেয়ে বেশি খানা দুর্নীতির শিকার (৪৩.৬ শতাংশ) হয়েছে (সারণি ৪.৪৪)।

সারণি ৪.৪৪: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তায় প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবাগ্রহীতা খানা	দুর্নীতির শিকার খানা
উপজেলা/জেলা খাদ্য অফিস	১৩.৫	****
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	১৩.৪	****
উপজেলা প্রশাসন	৪৯.৯	৪৩.৬

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

****অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তার সেবাভেদে দুর্নীতি ও অনিয়মে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা (নলকূপ, পয়ঃনিস্কাশন সামগ্রী, খাওয়ার পানির ব্যবস্থা, পানি শোধনকারী ওষুধ/প্রযুক্তি, দুর্যোগকালীন জরুরি ওষুধ সেবা ইত্যাদি) নিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৭১.৩ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া ত্রাণ সেবা (দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য সহায়তা, অর্থ সহায়তা এবং গৃহনির্মাণ সহায়তা) নিতে গিয়ে ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ খানাকে দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে (সারণি ৪.৪৫)।

সারণি ৪.৪৫: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

সেবা/দুর্যোগ সহায়তা ধরন	সেবাগ্রহীতা খানা	দুর্নীতির শিকার খানা
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা	১৮.১	৭১.৩
ত্রাণ***	৭২.৮	৩১.৭
পুনর্বাসন	১.০	****
অন্যান্য*****	৮.১	****

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***খাদ্য সহায়তা, শিশুখাদ্য, গৃহনির্মাণ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ইত্যাদি।
****অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।
*****প্রশিক্ষণ প্রদান, সোলার হোম প্যানেল, পরিবেশবান্ধব চুলা, শস্য বীমা, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ইত্যাদি।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৯২ দশমিক ৮ শতাংশ খানা 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' বলে উল্লেখ করেছেন।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্র তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২০২৫ সালে ৪১ দশমিক ৩ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল ৩১ দশমিক ৪ শতাংশ (সারণি ৪.৪৬)। ঘুষের শিকার হওয়ার হারও ২০২৩ এর তুলনায় ২০২৫-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে ৮ দশমিক ৩ শতাংশ খানা জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সেবাখাতে সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০২৫ সালে বেড়ে ১২ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, অর্থ্যাৎ ঘুষের শিকার হওয়ার হার ৫০ দশমিক ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ২০২৩ সালে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা খাতে সেবা গ্রহণে ঘুষের শিকার হওয়া প্রতিটি খানা গড়ে ২ হাজার ৬৫৬ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, ২০২৫ সালে এর পরিমাণ কমে ১ হাজার ২৩৩ টাকা হয়েছে।

সারণি ৪.৪৬: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০২৫	৪১.৩	১২.৫	১,২৩৩	১৭.১
২০২৩	৩১.৪	৮.৩	২,৬৫৬	২৩.৩

জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যায়। ২০২৩ সালে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা খাতে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ছিল ২৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা, ২০২৫ সালে তা কমে ১৭ কোটি ১০ লাখ টাকা হয়েছে।

৪.১২ বিদ্যুৎ

উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। দেশের উৎপাদন ও গৃহস্থালী কাজে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্যমতে, মে ২০২৬ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৬৩ কিলোমিটার লাইনের মাধ্যমে ৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪১ হাজার গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার ১০০ শতাংশ।[৩৬] সারাদেশে বিদ্যুৎ বিতরণ সেবা প্রদানে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো), নর্দার্ন ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো) এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন সংযোগ গ্রহণ, মেরামত ও বিল প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের সেবা নেওয়ার সময় সেবাগ্রহীতারা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হন, যা বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার সেবা নিতে গিয়েছে বা মিথস্ক্রিয়া হয়েছে এমন খানার হার ৫৮ দশমিক ৯ শতাংশ এ হার গ্রামাঞ্চলে ৬৩ দশমিক ৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪৮ দশমিক ৪ শতাংশ। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সেবাগ্রহীতা খানার ৮২ দশমিক ৬ শতাংশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বা তার অধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে সেবা নিয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে ১০ শতাংশ, ওজোপাডিকো থেকে ২ দশমিক ৩ শতাংশ, এবং নেসকো থেকে ২ দশমিক ২ শতাংশ খানা সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ৪.৩৮)।

সেবাগ্রহীতা খানার ৯৯ দশমিক ৭ শতাংশ আবাসিক এবং ০ দশমিক ৯ শতাংশ খানা বাণিজ্যিক গ্রাহক হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলো থেকে সংযোগ গ্রহণ করেছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ নতুন সংযোগ, পুনঃসংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকরণ পরিবর্তন ও ক্রয় সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার ৫ দশমিক ৭ শতাংশ মিটার সংযোগ বা পরিবর্তন, ৩ দশমিক ২ শতাংশ বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন/সরবরাহ/মিটার মেরামত, ২ দশমিক ৩ শতাংশ নতুন সংযোগ গ্রহণ, ১ দশমিক ৬ শতাংশ পুনঃসংযোগ, এবং ১ দশমিক ৬ শতাংশ প্রিপেইড মিটার স্থাপন সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে। মিটার রিডিং, বিল ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা গ্রহণ করেছে ৯১ দশমিক ৭ শতাংশ খানা, যেখানে ৫৯ দশমিক ৬ শতাংশ খানা মিটার রিডিং, ৫৩ দশমিক ৬ শতাংশ খানা বিল দেওয়া/কার্ড রিফিল করা সেবা গ্রহণ করেছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: যেসব খানা বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়েছে বা মিথস্ক্রিয়া হয়েছে তার মধ্যে ৩৬ দশমিক ১ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে এ হার গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে প্রায় সমান। যেসব খানা বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে ঘুষের শিকার খানার হার ৬ দশমিক ৮ শতাংশ এ হার গ্রামাঞ্চলে ৬ দশমিক ২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৮ দশমিক ৬ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য দুর্নীতির ধরনের মধ্যে দায়িত্ব পালনে অবহেলা (২৪.৮ শতাংশ), এবং হয়রানি/দুর্ব্যবহার (২৪.৮ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য। এ খাতে ঘুষের শিকার খানাগুলোকে গড়ে ২ হাজার ২৬১ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: ওজোপাডিকো থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ৪৯ দশমিক ৯ শতাংশ এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ৪০ দশমিক ৯ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। ঘুষের শিকার খানার হারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেবাগ্রহীতা খানার ১৩ দশমিক ৯ শতাংশ খানা বিপিডিপি এবং ৫ দশমিক ৮ শতাংশ খানা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে সেবা নিতে ঘুষের শিকার হয়েছে। বিপিডিপি হতে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার হয়েছে এমন খানাগুলো গড়ে ১ হাজার ৯৪৩ টাকা, এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ক্ষেত্রে গড়ে ২ হাজার ১৮৮ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ৪.৪৭)।

সারণি ৪.৪৭: বিদ্যুৎ খাতে প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির* শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)	১০.০	৪০.৯	১৩.৯	১৯৪৩
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	৮২.৬	৩৫.৪	৫.৮	২১৮৮
ওজোপাডিকো	২.৩	৪৯.৯	***	***
নেসকো	২.২	৩৯.১	***	***
ডেসকো	২.২	২৭.৫	***	***
ডিপিডিসি	১.২	৩৩.১	***	***

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

[৩৬] বিস্তারিত: https://powerdivision.gov.bd/pages/static-pages/694032b935ce18e1c0561465

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেছে কিংবা বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন বা সংযোজন করেছে এমন খানাগুলোর মধ্যে ৬৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার এবং ৪৭ দশমিক ২ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৪৮)। বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান থেকে মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা নিয়েছে এমন খানার ৩১ দশমিক ১ শতাংশ দুর্নীতির শিকার এবং শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। যেসব খানা সংযোগ সম্পর্কিত সেবা গ্রহণ করতে ঘুষের শিকার হয়েছে সেসব খানাকে গড়ে ২ হাজার ২৭৫ টাকা এবং মিটার সম্পর্কিত সেবা গ্রহণ করতে খানাকে গড়ে ১ হাজার ৮২৪ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ৪.৪৮: বিদ্যুৎ খাতে সেবাভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
সংযোগ সেবা	১৪.৮	৬৪.০	৪৭.২	২২৭৫
মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা	৯১.৭	৩১.১	০.৭	১৮২৪

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার খানাগুলোর ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা না পাওয়া' (৬৬.২ শতাংশ), নির্ধারিত ফি জানা না থাকা (৫৭ শতাংশ), যথাসময়ে সেবা পাওয়া (৩১.২ শতাংশ), বকশিশ এর নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় (১৪.২ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৪.৩০)।

চিত্র ৪.৩০: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ* (%)

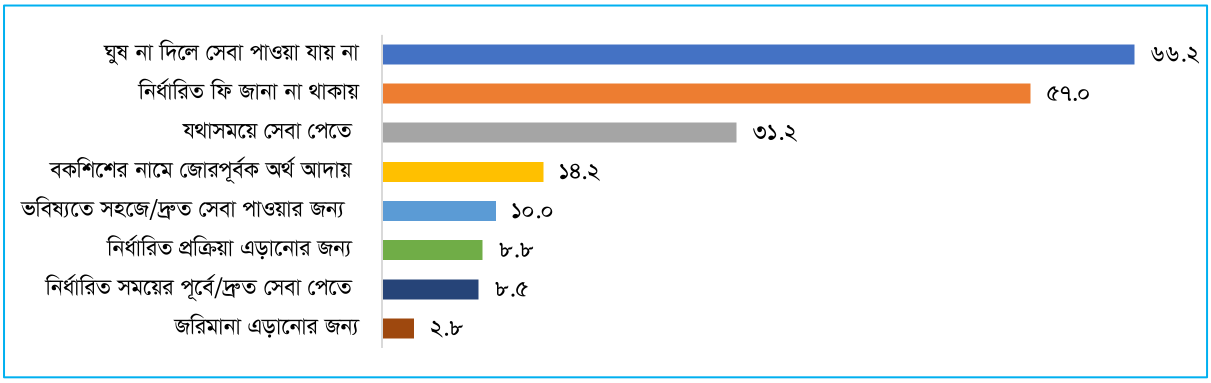

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তি: বিদ্যুৎ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঘুষ নিয়েছেন বলে জানিয়েছে ৮৬ দশমিক ১ শতাংশ খানা। অন্যদিকে দালালের মাধ্যমে ঘুষ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ১৭ দশমিক ১ শতাংশ খানা।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর বিদ্যুৎ সেবাখাতে দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্র তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২০২৫ সালে ৩৬ দশমিক ১ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ (সারণি ৪.৪৯)। ঘুষের শিকার হওয়ার হারও ২০২৩ এর তুলনায় ২০২৫-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে ৫ দশমিক ৮ শতাংশ খানা বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০২৫ সালে বেড়ে ৬ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ২০২৩ সালে বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণে ঘুষের শিকার হওয়া প্রতিটি খানা গড়ে ২ হাজার ৪৩১ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করেছে, ২০২৫ সালে এ পরিমাণ কমে ২ হাজার ২৬০ টাকা হয়েছে।

সারণি ৪.৪৯: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০২৫	৩৬.১	৬.৮	২,২৬০	৪৩৫.৬
২০২৩	২৬.৪	৫.৮	২,৪৩১	৩০৯.৬

জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রবণতা দেখা যায়। ২০২৩ সালে ব্যাংকিং সেবাখাতে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ছিল ৩০৯ কোটি ৬০ লাখ টাকা, ২০২৫ সালে তা বেড়ে ৪৩৫ কোটি ৬০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

৪.১৩ বীমা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে বীমা খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ৮২টি (জীবন বীমা ৩৬টি এবং সাধারণ বীমা ৪৬টি) বীমা কোম্পানি মোট ৮ হাজার ৩১৪টি (জীবন বীমা ৬ হাজার ৮০৯টি এবং সাধারণ বীমা ১ হাজার ৫০৫টি) শাখা কার্যালয় এবং ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ২৬৭টি এজেন্টের মাধ্যমে সারাদেশে বীমা সংক্রান্ত সেবা প্রদান করছে। ২০২৪ সালে বীমা কোম্পানিগুলোর বাৎসরিক মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ১৮ হাজার ৩৫৫ দশমিক ৫৩ কোটি টাকা এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ৬৮ হাজার ৪৩৬ কোটি টাকা।[৩৭] বীমা খাতের জন্য বাংলাদেশ সরকার 'বীমা আইন, ২০১০' এবং 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০' প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও বীমা খাতকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে 'জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪' প্রণীত হয়েছে।

বীমা খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও এ খাতকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' সাম্প্রতিক সময়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে বীমা দাবি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য অভ্যন্তরীণ কমিটি গঠন, বীমা খাতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বীমাসেবার সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন, জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে বীমা মেলার আয়োজন, এজেন্টদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা, বীমা একাডেমীকে ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে পরিণত করার কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রিমিয়াম জমা ও বীমা দাবি গ্রহণসহ পাঁচ হাজার টাকার অধিক সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ, এবং বীমা আইন লঙ্ঘনকারী কোম্পানিকে শুনানির মাধ্যমে শাস্তির বিধান করা। ফলে বীমা খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসলেও সেবা গ্রহণকারীদের এখনো অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হতে হয় বলে জরিপে উঠে এসেছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৮ দশমিক ৮ শতাংশ বীমা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৮ দশমিক ৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৯ দশমিক ২ শতাংশ। সেবা গ্রহণকারী খানার ৯ শতাংশ সরকারি বীমা কোম্পানি, ৯০ দশমিক ৪ শতাংশ বেসরকারি বীমা কোম্পানি এবং ১ দশমিক ২ শতাংশ বিদেশি বীমা কোম্পানি হতে বীমা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে (সারণি ৪.৫১)। বীমা স্কিমের ধরনের ক্ষেত্রে জীবন বীমা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে ৫৯ দশমিক ১ শতাংশ খানা, সঞ্চয় বীমা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে ৩৮ শতাংশ খানা, স্বাস্থ্য বীমা সেবা নিয়েছে ২ দশমিক ৩ শতাংশ খানা, শিক্ষা বীমা নিয়েছে ১ দশমিক ১ শতাংশ খানা, মোটরযান বীমা নিয়েছে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ খানা (সারণি ৪.৫২)।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: বীমা খাতে সেবা নেওয়া খানার ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ দুর্নীতি শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলে ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ২৪ শতাংশ। বীমা সেবা গ্রহণকারী খানার ৭০ দশমিক ১ শতাংশ বীমার মেয়াদ পূর্ণ হলে টাকা উত্তোলন করতে গিয়ে, ৬৮ দশমিক ১ শতাংশ বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে এবং ১১ শতাংশ কিস্তির টাকা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতারণা বা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৫০)।[৩৮]

সারণি ৪.৫০: বীমা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা
বীমার মেয়াদ পূর্ণ হলে টাকা উত্তোলন	১৮.০	৭০.১
বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে টাকা উত্তোলন	৫.৪	৬৮.১
কিস্তি জমা দেওয়া	৭৬.৬	১১.০
বীমার লভ্যাংশ উত্তোলন	২.৪	***
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ইত্যাদি বীমার দাবি করা	১.৭	***

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

বীমা খাতে সার্বিকভাবে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো ২ দশমিক ৭ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলের খানার ২ দশমিক ৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ২ দশমিক ৩ শতাংশ। বীমা খাতে ঘুষ বা আত্মসাতের শিকার হওয়া খানাকে গড়ে ১৫ হাজার ৩৪০ টাকা দিতে হয়েছে বা আত্মসাতের শিকার হয়েছে। ঘুষ বা আত্মসাতের শিকার হওয়া গ্রামাঞ্চলের খানাকে গড়ে ১৫ হাজার ৪৩২ টাকা এবং শহরাঞ্চলের খানাকে গড়ে ১৫ হাজার ১৩৬ টাকা দিতে হয়েছে।

[৩৭] বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ (পৃ: ৭);
https://idra.org.bd/idra-cms/portal/media/pdf/2026/Annual_Report_Part_26030315144009.pdf
(প্রকাশের তারিখ ০৩-০৩-২০২৬) ওয়েবসাইট থেকে ২০ মে ২০২৬ তারিখে সংগৃহীত।

[৩৮] দায়িত্ব পালনে অবহেলা বলতে বোঝাচ্ছে বীমার দাবি পরিশোধে দীর্ঘসূত্রতা/সময়ক্ষেপণ; প্রতারণা বলতে বোঝাচ্ছে তথ্য গোপন করা, বীমার হিসাব খোলার সময় বিভিন্ন শর্ত সম্পর্ণভাবে প্রকাশ না করা, মৌখিকভাবে আংশিক তথ্য প্রদান করা, বিভিন্ন সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে সেসব সুবিধা না দেওয়া; অর্থ আত্মসাৎ বলতে বোঝাচ্ছে কিস্তির টাকা আত্মসাৎ, বীমার টাকা আত্মসাৎ; অসদাচরণ ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানি বলতে বোঝাচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা দলিল জমা দিতে চাপ প্রদান।

বীমা খাতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে তার মধ্যে দায়িত্ব পালনে অবহেলা (১৭.৯ শতাংশ), হয়রানি/দুর্ব্যবহার (১২.৫ শতাংশ), কিস্তির টাকা/বীমার টাকা আত্মসাৎ (৭.৭ শতাংশ) এবং প্রতারণা (৪.১ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৪.৩১)।

চিত্র ৪.৩১: বীমা সংক্রান্ত সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)**

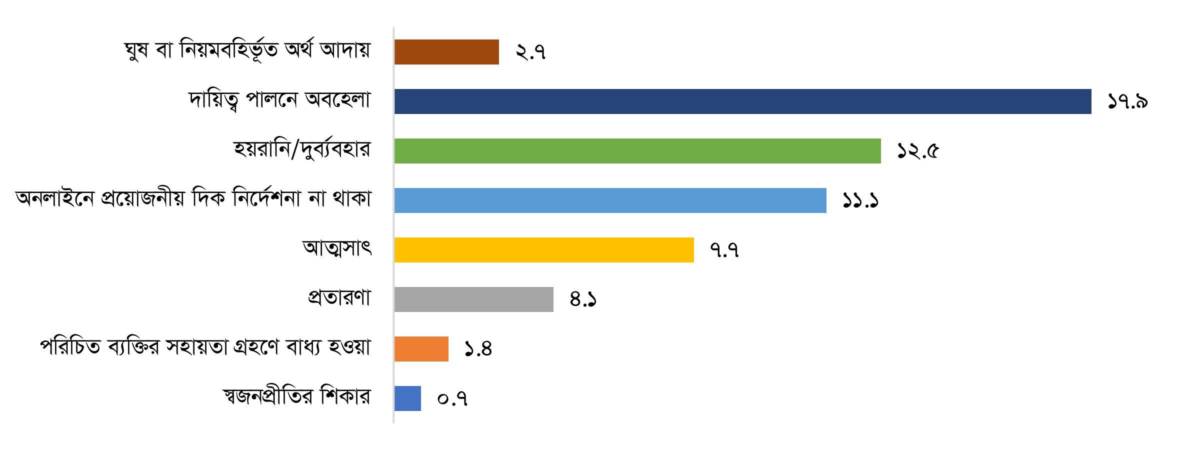

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

বীমা প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বেসরকারি বীমা কোম্পানি হতে সেবাগ্রহণকারী খানার ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি এবং ২ দশমিক ৯ শতাংশ ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৫১)। যেখানে সরকারি বীমা কোম্পানি থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার দুর্নীতি শিকার হওয়ার হার ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ। বেসরকারি বীমা কোম্পানি হতে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার খানাকে গড়ে ১৫ হাজার ১৪২ টাকা ঘুষ দিয়েছে বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে।

সারণি ৪.৫১: বীমা সংক্রান্ত সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
বেসরকারি	৯০.৪	২৬.৮	২.৯	১৫,১৪২
সরকারি	৯.০	১৮.৬	****	****
বৈদেশিক	১.২	****	****	****

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
** সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

বীমার ধরনভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বীমার ধরনভেদে ৩০ দশমিক ৮ শতাংশ খানা সঞ্চয় বীমা সেবায় এবং ২৪ শতাংশ খানা জীবন বীমা সেবায় দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৫২)। সঞ্চয় বীমায় ৩ দশমিক ১ শতাংশ এবং জীবন বীমা সেবায় ২ দশমিক ৫ শতাংশ খানা ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে। জীবন বীমায় ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার খানা গড়ে ১১ হাজার ৯১ টাকা এবং সঞ্চয় বীমায় খানা গড়ে ২০ হাজার ৭১ টাকা দিতে বাধ্য হয়েছে বা আত্মসাতের শিকার হয়েছে।

সারণি ৪.৫২: বীমা সংক্রান্ত সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষ/অর্থ আত্মসাতের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
সঞ্চয় বীমা	৩৮.০	৩০.৮	৩.১	২০,০৭১
জীবন বীমা	৫৯.১	২৪.০	২.৫	১১,০৯১
স্বাস্থ্য বীমা	২.৩	****	****	****

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: জরিপে বীমা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে/দিতে বাধ্য হয়েছে বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে সেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' (৬১.৮ শতাংশ), যথাসময়ে সেবা পেতে (১৯.২ শতাংশ), ভবিষ্যতে সহজে/দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য (১৭.৭ শতাংশ), নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় (১৫.৮ শতাংশ) উল্লেখ করেছে (চিত্র ৪.৩২)।

চিত্র ৪.৩২: বীমা খাতে ঘুষ দেওয়ার কারণ* (%)

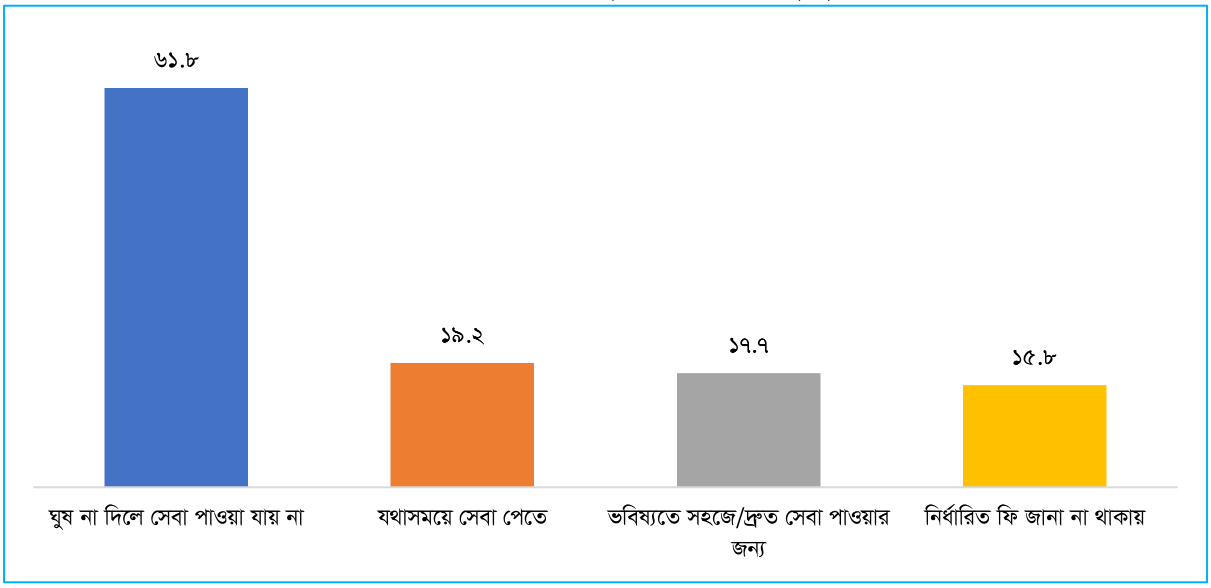

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি: বীমা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া হয়েছে অথবা অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীর দ্বারা (৯০.৬ শতাংশ)।

সারণি ৪.৫৩: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে বীমা সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)
২০২৫	২৫.৬	২.৭
২০২৩	১৬.২	১.২

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর বীমা খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্র তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২০২৫ সালে ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল ১৬ দশমিক ২ শতাংশ (সারণি ৪.৫৩)। ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হওয়ার হার ২০২৩ এর তুলনায় ২০২৫-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে ১ দশমিক ২ শতাংশ খানা বীমা খাতে সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করেছে বা আত্মসাতের শিকার হয়েছে, যা ২০২৫ সালে বেড়ে ২ দশমিক ৭ শতাংশ হয়েছে।

৪.১৪ গ্যাস

গ্যাস শিল্প উৎপাদন ও গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে জ্বালানি হিসেবে এককভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর অধীন ছয়টি কোম্পানি জুন ২০২৫ পর্যন্ত দেশে ৪৩ দশমিক ২৮ লক্ষ[৩৯] গ্রাহককে গ্যাস সংক্রান্ত বিপণন ও বিতরণ কার্যক্রম সেবা প্রদান করেছে যার অধিকাংশ গৃহস্থালী পর্যায়ের সংযোগ। তবে বিতরণকৃত গ্যাসের মাত্র ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ গৃহস্থালী পর্যায়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে গৃহস্থালীতে নতুন সংযোগ বন্ধ থাকলেও পুনঃসংযোগ, সংযোগ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ, বিভিন্ন ফি ও বিল প্রদান ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করা হয়। এসব সেবা কার্যক্রম স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক এবং গ্রাহকবান্ধব করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন, বিধি, নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হলেও এসব সেবা নিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতাদের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে গ্যাস বিপণন ও বিতরণ প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়েছে এমন খানার হার ২ দশমিক ৪ শতাংশ এ হার গ্রামাঞ্চল শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চল ৬ শতাংশ খানা। জরিপে গ্যাস সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৪ দশমিক ৬ শতাংশ তিতাস গ্যাস কোম্পনি লি., ২৩ শতাংশ কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি. এবং ৪ দশমিক ৪ শতাংশ জালালাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি. থেকে গ্যাস সেবা নিয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: গ্যাস সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে ২৫ দশমিক ৪ শতাংশ, যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের ২৬ দশমিক ৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ২৫ দশমিক ১ শতাংশ। দুর্নীতির শিকার এসব খানার মধ্যে ঘুষ দিয়েছে বা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে ৬ শতাংশ খানা (গ্রামাঞ্চলে ১০.৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪.৮ শতাংশ) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থেও শিকার। এসব খানার দেওয়া গড় ঘুষের পরিমাণ ৩৭ হাজার ৬০৭ টাকা।

সেবাগ্রহীতা দুর্নীতির শিকার হওয়া খানাগুলোর ৩৪ দশমিক ২ শতাংশ তিতাস গ্যাস কোম্পানি লি. থেকে এবং ৭ দশমিক ৪ শতাংশ কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি. থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এই দুটি গ্যাস কোম্পানি থেকে সেবা নেওয়া খানাগুলো ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে এমন খানার হার যথাক্রমে ৭ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ১ দশমিক ১ শতাংশ (সারণি ৪.৫৪)।

সারণি ৪.৫৪: সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান* থেকে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানা (%)**

সেবা প্রদানকারা প্রতিষ্ঠানের নাম	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা
তিতাস গ্যাস কোম্পনি লি.	৬৪.৬	৩৪.২	৭.৯
কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি.	২৩.০	৭.৪	১.১
জালালাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি.	৪.৪	***	***
পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি.	৪.১	***	***
বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি.	৩.৬	***	***
অন্যান্য	০.৩	***	***

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর গ্যাস খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্র তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২০২৫ সালে ২৫ দশমিক ৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল ৩৭ দশমিক ৭ শতাংশ। একইভাবে ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে ঘুষের শিকার হওয়ার হার কমেছে, ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে কমে ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ৪.৫৫: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে গ্যাস সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)
২০২৫	২৫.৪	৬.০
২০২৩	৩৭.৭	১৬.৭

[৩৯]https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-petrobangla/2026/1/a2c173a5-8557-4b94-b39e-829179f98897.pdf

৪.১৫ ব্যাংকিং

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাংকিং একটি অন্যতম সেবাখাত। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা দুই ধরনের - তফসিলি ব্যাংক[৪০] (মোট ৬২টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠান) এবং অ-তফসিলি ব্যাংক[৪১] (মোট পাঁচটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠান) রয়েছে। তফসিলি ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, তিনটি বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক, ৪৩টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, নয়টি বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক, এবং একটি ডিজিটাল ব্যাংক নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের (সঞ্চয়ী হিসাব, বিশেষ হিসাব, বিশেষ স্কীম প্রভৃতি) আমানত সংগ্রহ করে থাকে এবং জনগণকে বিভিন্ন ধরনের (ব্যক্তিগত ঋণ, ব্যবসায়িক ঋণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ, কৃষি ঋণ প্রভৃতি) ঋণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া ব্যাংক হিসাব/এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/মানি অর্ডার, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত ভাতা উত্তোলন, বেতন, ভাতা, পেনশনের টাকা উত্তোলন প্রভৃতি সেবা প্রদান করে থাকে। কিন্তু এই খাত থেকে সেবা গ্রহণের সময় সাধারণ জনগণের নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৫৭ দশমিক ১ শতাংশ ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণ করেছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে সেবা গ্রহণকারী খানার ৫৫ দশমিক ৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬০ দশমিক ১ শতাংশ। সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৫৩ দশমিক ৭ শতাংশ, রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৪৫ দশমিক ৮ শতাংশ, কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ৯ দশমিক ৯ শতাংশ, গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ৫ দশমিক ৩ শতাংশ, অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ এবং শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ খানা বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ৪.৫৬)। এছাড়া যে সকল খানার সদস্যরা ব্যাংক থেকে যেসব সেবা নিয়েছে তার মধ্যে ৪২ দশমিক ৪ শতাংশ খানা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, ৩৯ দশমিক ৯ শতাংশ খানা টাকা উত্তোলন, ৩০ দশমিক ৩ শতাংশ খানা টাকা জমা, ১০ দশমিক ৩ শতাংশ খানা ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ৯ দশমিক ৯ শতাংশ খানা রেমিট্যান্স উত্তোলন, ৯ দশমিক ৬ শতাংশ খানা বেতন ও ভাতা উত্তোলন, ডিপিএস খোলা ৮ দশমিক ৭ শতাংশ খানা এবং ৭ শতাংশ খানা ব্যাংকের মাধ্যমে নতুন হিসাব খোলার সেবা নিয়েছে (সারণি ৪.৫৭)।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: এই খাত থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার এই হার গ্রামাঞ্চলে ১৭ দশমিক ২ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ। সেবাগ্রহণকারী খানার ১ দশমিক ৪ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে এবং যেসব খানা ব্যাংকিং সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ১৯ হাজার ৩২২ টাকা দিতে হয়েছে, এর পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে গড়ে ১৮ হাজার ৯৫৪ টাকা এবং শহরাঞ্চলে গড়ে ২০ হাজার ৮৬৫ টাকা।

ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ দায়িত্ব পালনে অবহেলা, ২ দশমিক ৮ শতাংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রতারণার শিকার, ২ দশমিক ৭ শতাংশ স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার এবং ২ শতাংশ হয়রানি/দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছে (চিত্র ৪.৩৩)।

চিত্র ৪.৩৩: ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)

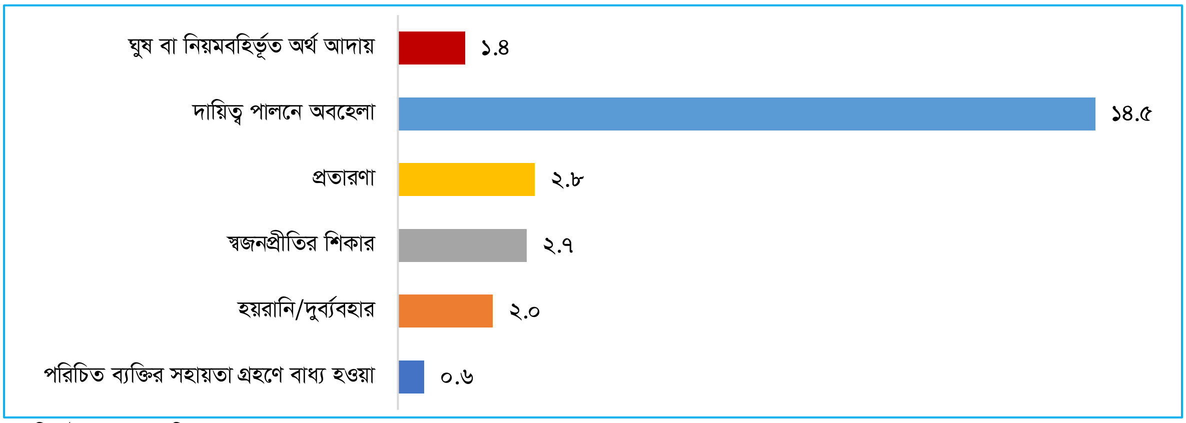

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

[৪০] যেসব ব্যাংক, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (সংশোধিত, ২০১৩) দ্বারা পরিচালিত হয়, তাদের তফসিলি ব্যাংক বলা হয়; https://www.bb.org.bd/fnansys/bankfi.php

[৪১] যেসব ব্যাংক কোনো বিশেষ কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় এবং ঐ সকল উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য প্রচলিত আইন দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের অ-তফসিলি ব্যাংক বলা হয়; https://www.bb.org.bd/fnansys/bankfi.php

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: ব্যাংকিং খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ খানা রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, ১৭ দশমিক ৭ শতাংশ খানা কৃষি ব্যাংক বা রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ১২ দশমিক ৪ শতাংশ খানা বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ৫ দশমিক ৩ শতাংশ খানা এবং রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ১ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। ব্যাংকের ধরনভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে ১১ হাজার ১৬৭ টাকা এবং কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে ৮ হাজার ৬৪৪ টাকা (সারণি ৪.৫৬)।

সারণি ৪.৫৬: ব্যাংকিং সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৫.৮	১৮.৪	১.০	১১,১৬৭
কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৯.৯	১৭.৭	৫.৩	৮,৬৪৪
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৫৩.৭	১২.৪	****	****
গ্রামীণ ব্যাংক	৫.৩	৭.০	****	****
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক	০.৯	****	****	****
অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক	০.৭	****	****	****

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

সেবাভেদে আনিয়ম ও দুর্নীতি: জরিপে ২৯ দশমিক ৩ শতাংশ খানা কৃষি ঋণ, ১৮ দশমিক ২ শতাংশ খানা ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ১৫ দশমিক ২ শতাংশ হিসাব খোলা, ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ খানা টাকা উত্তোলন সংক্রান্ত সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে, ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা রেমিট্যান্স উত্তোলন, ১২ দশমিক ৬ শতাংশ খানা বেতন ও ভাতা উত্তোলন এবং ১০ দশমিক ১ শতাংশ খানা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সংক্রান্ত সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৫৭)।

সারণি ৪.৫৭: ব্যাংকিং সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানা (%)**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা
কৃষি ঋণ	২.২	২৯.৩	১১.৪***
ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ	১০.৩	১৮.২	৩.৬***
হিসাব খোলা	৭.০	১৫.২	২.৬
টাকা উত্তোলন	৩৯.৯	১৪.৪	****
রেমিট্যান্স উত্তোলন	৯.৯	১৩.৩	****
বেতন ও ভাতা উত্তোলন টাকা জমা	৯.৬	১২.৬	****
ডিপিএস	৮.৭	১২.০	****
বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ	৪২.৮	১০.১	****
টাকা জমা	৩০.৩	৯.৪	****
হোল্ডিং কর জমা	২.৮	****	****

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***সীমিত উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
****নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: জরিপে ঘুষের শিকার হওয়া খানা ঘুষ দেওয়ার যেসব কারণ উল্লেখ করেছে তার মধ্যে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' (৮০.৩ শতাংশ), নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় (২৩.৬ শতাংশ), যথাসময়ে সেবা পেতে (২১.৩ শতাংশ), বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য (১৩.৯ শতাংশ), নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য (১৩ শতাংশ), বকশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় (৮ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৪.৩৪)।

চিত্র ৪.৩৪: ব্যাংকিং খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* দেওয়ার কারণ (%)**

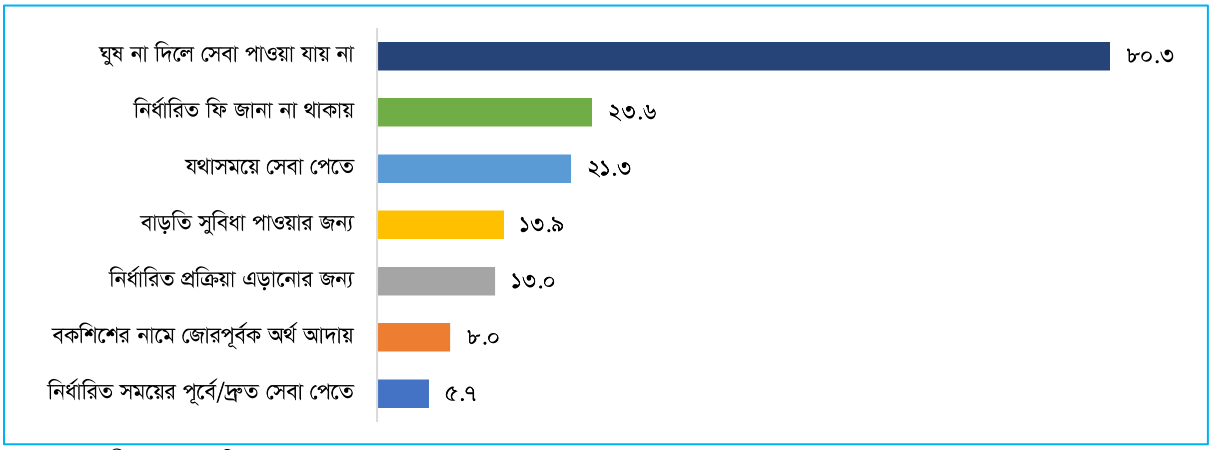

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি: ব্যাংক খাতে সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রধানত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী (৮৬.৬ শতাংশ) ও দালালকে (২০.৪ শতাংশ) দেওয়া হয়েছে।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর ব্যাংকিং সেবাখাতে দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্র তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২০২৫ সালে ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল ৯ দশমিক ১ শতাংশ (সারণি ৪.৫৮)। ঘুষের শিকার হওয়ার হার ২০২৩ এর তুলনায় ২০২৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে শূণ্য দশমিক ৭ শতাংশ খানা ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করেছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০২৫ সালে বেড়ে ১ দশমিক ৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, অর্থ্যাৎ ঘুষের শিকার হওয়ার হার প্রায় দ্বিগুন হয়েছে। অন্যদিকে, খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ২০২৩ সালে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে ঘুষের শিকার হওয়া প্রতিটি খানা গড়ে ৬ হাজার ৬৮১ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করেছে, ২০২৫ সালে এর পরিমাণ বেড়ে ১৯ হাজার ৩২২ টাকা হয়েছে।

সারণি ৪.৫৮: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে ব্যাংকিং খাতে খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০২৫	১৬.৩	১.৪	১৯,৩২২	৬৭১.৯
২০২৩	৯.১	০.৭	৬,৬৮১	১২৮.৭

জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যায়। ২০২৩ সালে ব্যাংকিং সেবাখাতে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ছিল ১২৮ কোটি ৭০ লাখ টাকা, ২০২৫ সালে তা বেড়ে ৬৭১ কোটি ৯০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

৪.১৬ এনজিও

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের পুনর্গঠন থেকে শুরু করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিওগুলো প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত এনজিও ২ হাজার ৮০১টি (২ হাজার ৫০৭টি দেশি ও ২৯৪টি বিদেশি)।[৪২] দেশের প্রায় সিংহভাগ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিভিন্ন এনজিও থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে উপকৃত হয়। নারীর ক্ষমতায়ন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-বান্ধব নীতি ও আইন প্রণয়নে এনজিওসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৪৮ দশমিক ৪ শতাংশ বিভিন্ন এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ) থেকে সেবা গ্রহণ করেছে এ হার গ্রামাঞ্চলের খানার ৪৯ দশমিক ৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ৬৪ দশমিক ৩ শতাংশ। সেবাগ্রহীতা খানার অধিকাংশই বিভিন্ন এনজিও'র ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ এবং সঞ্চয় (৯৮.২ শতাংশ) এবং আয়বর্ধনমূলক (যেমন কৃষি, জীবন-জীবিকা, পোল্ট্রি, গরু মোটাতাজাকরণ, মৌমাছি পালন ইত্যাদি) কার্যক্রমের (১.৭ শতাংশ) সাথে সম্পৃক্ত। জরিপে দেখা যায়, এনজিও থেকে সেবাগ্রহীতা খানার অধিকাংশ স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত (৯৩ শতাংশ)। এছাড়া ৭ দশমিক ৭ শতাংশ খানা জাতীয় এনজিও'র সাথে সম্পৃক্ত।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: এনজিও থেকে সেবা নিয়েছে এমন খানার মধ্যে ১৩ দশমিক ১ শতাংশ খানা কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলের খানার ১২ দশমিক ৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ১ দশমিক ৪ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হয়েছে। যেসব খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে তাদের ৩৯ শতাংশ পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া ৩৬ দশমিক ৫ শতাংশ খানা দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা হয়রানি/দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৫৯)।

সারণি ৪.৫৯: এনজিও খাতে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)**

দুর্নীতির ধরন	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা
পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া	৩৯.০
দায়িত্ব পালনে অবহেলা	৩৬.৫
হয়রানি/দুর্ব্যবহার	২৩.৩
অপ্রয়োজনীয় সেবা নিতে বাধ্য করা	১৭.২
অনলাইনে সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা না থাকা	১৪.৫
প্রতারণা	৫.০

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

এনজিও'র ধরনভেদে দুর্নীতি: স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও থেকে সেবা নিয়েছে এমন খানার মধ্যে ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র ক্ষেত্রে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ (সারণি ৪.৬০)। স্থানীয় এনজিও থেকে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে এমন খানাগুলো গড়ে ১ হাজার ২ টাকা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ৪.৬০: এনজিও'র ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

এনজিও'র ধরন	সেবাগ্রহীতা খানা	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
স্থানীয়	৯৩.০	১৩.৫	১.৩	১০০২
জাতীয়	৭.৭	৬.৭	****	****

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
**** নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষের শিকার খানাগুলোর মধ্যে ৮৭ দশমিক ৯ শতাংশ খানা 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' বলে জানিয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি: এনজিও খাতে সবচেয়ে বেশি ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (৯৮.৩ শতাংশ)।

[৪২] এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, তথ্য হালনাগাদ জুন, ২০২৬, https://ngoab.gov.bd/pages/static-pages/6922e13d933eb65569e2b0b4, সংগৃহীত মে , ২০২৬।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর এনজিও সেবাখাতে দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্র তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২০২৫ সালে ১৩ দশমিক ১ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে যা ২০২৩ সালে ছিল ৬ দশমিক ৫ শতাংশ (সারণি ৪.৬১)।

সারণি ৪.৬১: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে এজিও খাতে খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)
২০২৫	১৩.১	১.৪
২০২৩	৬.৫	০.৫

ঘুষের শিকার হওয়ার হার ২০২৩ এর তুলনায় ২০২৫-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে শূণ্য দশমিক ৫ শতাংশ খানা এনজিও সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করেছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০২৫ সালে বেড়ে ১ দশমিক ৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

৪.১৭ কর ও শুল্ক

বিভিন্ন ধরনের কর এবং শুল্ক সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের একটি প্রধান উৎস। বিভিন্ন প্রত্যক্ষ কর (যেমন আয়কর, বিদেশ ভ্রমণ কর) এবং পরোক্ষ করের (যেমন মূল্য সংযোজন কর-মূসক, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক) মাধ্যমে সরকার অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ করে। কর এবং শুল্ক ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে সরকার প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে 'ওয়ান স্টপ' সেবার মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন দাখিল এবং আয়কর প্রদানের জন্য স্পট অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি, আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য কণিকা, আয়কর রিটার্ন ফরম সহজে পূরণ করার পদ্ধতি, আয়কর আইনের ধারাসমূহের সহজ বিবরণ ওয়েবসাইটে এবং পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে তা জনগণের জন্য সহজলভ্য করা, আয়কর মেলা এবং অনলাইনে ই-টিআইএন নিবন্ধন এবং কর প্রদান, অনলাইনে মূসক নিবন্ধন ও রিটার্ন জমাদানের পদ্ধতি প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য। তবে এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও কর এবং শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমে সেবাগ্রহীতাদের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে ৩ দশমিক ২ শতাংশ খানা কর ও শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নিয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলের খানার ২ দশমিক ৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ৪ দশমিক ৮ শতাংশ। সেবাগ্রহণকারী খানার ৭৪ দশমিক ৯ শতাংশ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং ২৭ দশমিক ৪ শতাংশ বাণিজ্যিক পর্যায়ে[৪৩] বিভিন্ন কর ও শুল্ক সেবা নিয়েছে। কর ও শুল্ক সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা আয়কর সেবা (৭৫.২ শতাংশ) নিয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে সার্বিকভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে ১১ দশমিক ২ শতাংশ খানা। এ হার গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহণকারী খানার ১২ দশমিক ৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ১১ দশমিক ২ শতাংশ। কর ও শুল্ক সেবাগ্রহণকারী খানার ২ দশমিক ৪ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে এবং ৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা সেবা নিতে গিয়ে অবহেলার শিকার হয়েছে।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিভিন্ন ধরনের কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবার মধ্যে ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) সেবার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার (১৮.৭ শতাংশ) হয়েছে। অনুরূপভাবে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ভ্যাট সংক্রান্ত (মূল্য সংযোজন কর) সেবায় সবচেয়ে বেশি ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (৬.২ শতাংশ)।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবাখাতে দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্র তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২০২৫ সালে ১১ দশমিক ৬ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ (সারণি ৪.৬২)। ২০২৩ সালে ২ দশমিক ৩ শতাংশ খানা কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবাখাতে সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করেছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০২৫ সালে বেড়ে ২ দশমিক ৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ৪.৬২: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবায় খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)
২০২৫	১১.৬	২.৪
২০২৩	১৭.৯	২.৩

[৪৩] খানার সদস্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে সেবা নেয়।

৪.১৮ অন্যান্য সেবাখাত/প্রতিষ্ঠান

এই জরিপে মূল সেবাখাতগুলোর পাশাপাশি কিছু তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহৃত কিন্তু নাগরিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সেবা ও প্রতিষ্ঠানকে 'অন্যান্য সেবাখাত/প্রতিষ্ঠান' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বিটিসিএল, নির্বাচন কমিশন, ডাক বিভাগ, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, অনলাইন শপিং, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ওয়াসা, জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), মোবাইল আর্থিক সেবা এবং বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)। এছাড়া 'অন্যান্য' নামক একটি অপশন রাখা হয়েছে, যাতে নির্ধারিত সেবাখাত/প্রতিষ্ঠানের বাইরের প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেহেতু এসব প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা পৃথকভাবে তুলনামূলক কম, তাই বিশ্লেষণের সুবিধার্থে এগুলোকে একটি সমন্বিত শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণির মাধ্যমে নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক, আর্থিক, যোগাযোগ, পরিবহন, সামাজিক সুরক্ষা ও উন্নয়নমূলক সেবা গ্রহণের অভিজ্ঞতা এবং এসব সেবায় দুর্নীতি ও অনিয়মের সামগ্রিক চিত্র মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৭৭ দশমিক ৭ শতাংশ অন্যান্য সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করেছে; এ হার গ্রামাঞ্চলে ৭৭ দশমিক ৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৭৮ শতাংশ। সেবাখাত/প্রতিষ্ঠানভেদে বিশ্লেষণে দেখা যায়, অন্যান্য সেবাখাত/প্রাতিষ্ঠানের মধ্যে মোবাইল আর্থিক সেবা নিয়েছে সর্বাধিক খানা (৮৩ শতাংশ)। এছাড়া ৭ শতাংশ খানা রেলওয়ে সেবা, ২ দশমিক ৬ শতাংশ খানা সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত সেবা এবং ১ দশমিক ৪ শতাংশ ওয়াসা প্রদত্ত সেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়া বাকী কিছু খাতে সেবাগ্রহীতা খানার হার জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার এক শতাংশের নীচে। তন্মধ্যে, নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত সেবা (০.৯ শতাংশ), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় সংশ্লিষ্ট (০.৯ শতাংশ), ডাক বিভাগ প্রদত্ত সেবা (০.৭ শতাংশ), জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সংশ্লিষ্ট সেবা (০.৬ শতাংশ) এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রদত্ত সেবা (০.৪ শতাংশ) অন্যতম। এছাড়াও পিডিবিএফ, বিআরডিবি, অনলাইন শপিং-সহ আরো বেশকিছু সেবাখাত/প্রতিষ্ঠান হতে জরিপে অংশগ্রহণকারী খানা সেবা গ্রহণ করেছে, এ হার ২ দশমিক ৫ শতাংশ।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: অন্যান্য খাতে সেবাগ্রহীতা খানার ৮ দশমিক ৫ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অন্যান্য খাতে যেসব খানা সেবা গ্রহণ করেছে তাদের ১ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, গ্রামাঞ্চলের খানাগুলোর ক্ষেত্রে এ হার ১ দশমিক ২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১ দশমিক ৭ শতাংশ। সেবা পেতে যেসকল খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তারা খানাপ্রতি গড়ে ৩ হাজার ১৪৬ টাকা, গ্রামাঞ্চলের খানাকে গড়ে ১ হাজার ৮৫৪ টাকা এবং শহরাঞ্চলের খানাকে গড়ে ৫ হাজার ২৩ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়াও যেসকল খানা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে দায়িত্ব পালনে অবহেলা (৪.৫ শতাংশ), হয়রানি/দুর্ব্যবহার (২.৩ শতাংশ), সেবা না দেওয়া/চেষ্টা করেও সেবা পেতে ব্যর্থ হওয়া (২ শতাংশ), জালিয়াতি/প্রতারণার শিকার (১.২ শতাংশ) এবং তথ্য দিতে অস্বীকৃতি বা তথ্যের অপব্যবহারের শিকার (১.১ শতাংশ) অন্যতম (চিত্র ৪.৩৫)।

চিত্র ৪.৩৫: বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম/দুর্নীতির* শিকার হওয়া খানা (%)**

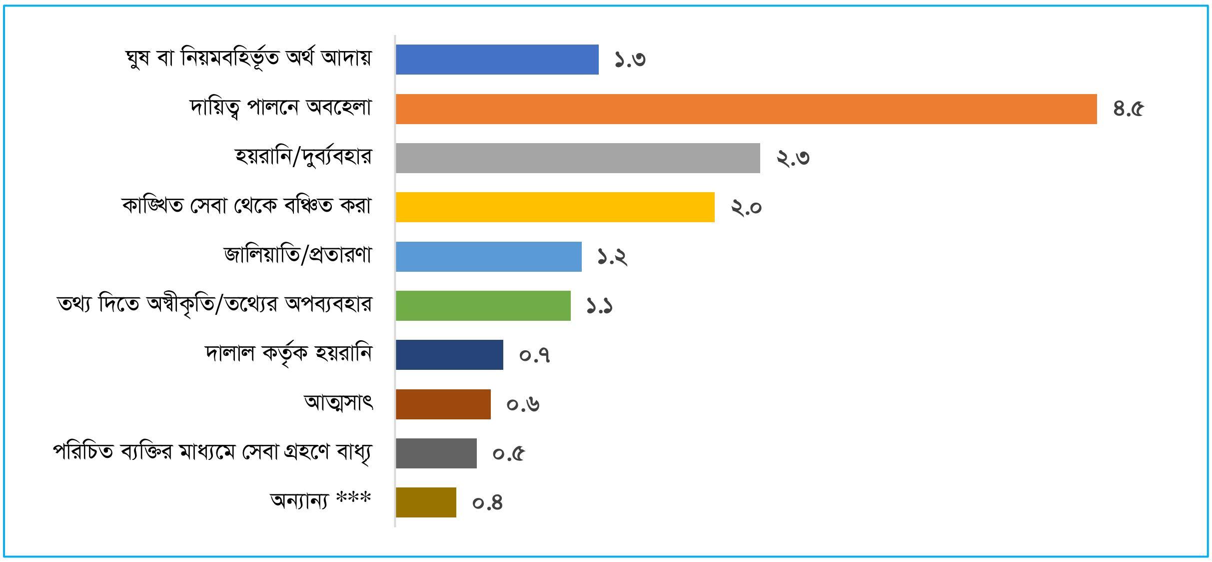

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
**স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার, সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, ইত্যাদি।

খাত/প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত সেবায় দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার সর্বোচ্চ, যা ৩৭ দশমিক ৮ শতাংশ। একই খাতে ৯ দশমিক ৭ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৬৩)। এছাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (ডিসি অফিস) সংশ্লিষ্ট সেবায় ৩৭ দশমিক ৩ শতাংশ খানা দুর্নীতির এবং ৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। রেলওয়ে সেবার ক্ষেত্রেও দুর্নীতির মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি; এ খাতে ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ খানা দুর্নীতির এবং ৭ দশমিক ৭ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। তাছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত সেবায় ৩২ দশমিক ৮ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ৮ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করেছে। ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হওয়া খানর মধ্যে মোবাইল আর্থিক সেবায় খানা প্রতি গড়ে ৩ হাজার ২২৬ টাকা নিয়মবহির্ভূত অর্থ (সাধারণত: প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে হাতিয়ে নিয়েছে) দিতে বাধ্য হয়েছে এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার খানাকে গড়ে ২ হাজার ৩ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.৬৩: অন্যান্য সেবা খাত/প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার খানা (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ*** (টাকা)**

খাত/প্রতিষ্ঠান	দুর্নীতির শিকার খানা	ঘুষের শিকার খানা	গড় ঘুষের পরিমাণ
নির্বাচন কমিশন	৩৭.৮	৯.৭	****
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	৩৭.৩	৮.৯	****
বাংলাদেশ রেলওয়ে	৩৪.৬	৭.৭	৭৮৫
সমাজসেবা অধিদপ্তর	৩২.৮	৮.০	২,০০৩*****
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	২৪.৫	১.২	****
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়	২৩.৭	৩.৫	****
ওয়াসা	২১.৯	৩.৩	****
ডাক বিভাগ	১০.৫	০.০	****
মোবাইল আর্থিক সেবা	৭.৭	১.১	৩,২২৬*****
অন্যান্য (পিডিবিএফ, বিআরডিবি, ইত্যাদি)	৩৩.১	৮.৭	৯,৪৬০

* একাধিক খাত/প্রতিষ্ঠান প্রযোজ্য ছিল।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** ঘুষ বা নিয়মবর্হিভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
**** নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।
***** সীমিত উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী: জরিপে অন্যান্য সেবাখাত/প্রতিষ্ঠানে ঘুষের শিকার খানাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের সঙ্গে জড়িত বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এ হার ৫৯ দশমিক ৯ শতাংশ (চিত্র ৪.৩৬)। এর পরেই রয়েছে দালাল, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হার ৩৬ দশমিক ৩ শতাংশ খানায়। অন্যদিকে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অভিযোগের হার ৬ দশমিক ৮ শতাংশ খানায়।

চিত্র ৪.৩৬: অন্যান্য সেবাখাত/প্রতিষ্ঠানের সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* আদায়কারী ব্যক্তি (%)**

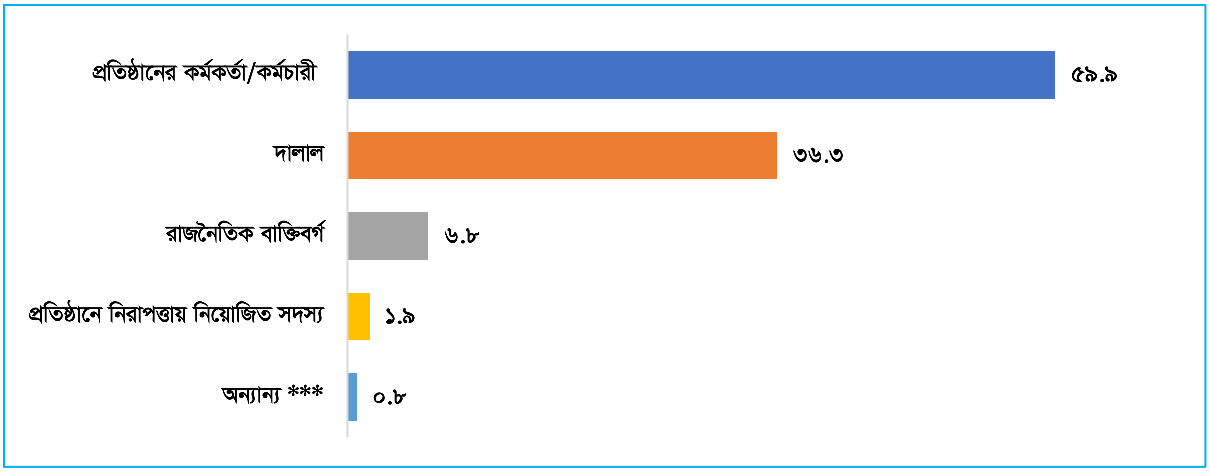

* ঘুষ বা নিয়মবর্হিভূত অর্থের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
*** পরিচিত ব্যক্তি, প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো একাধিক কারণে ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ঘুষ না দিলে সেবা না পাওয়া (৬৯.৯ শতাংশ), যথাসময়ে সেবা পেতে (৩১.৫ শতাংশ), নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় (১২.৬ শতাংশ), প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য (১১ শতাংশ) উল্লেখ্যযোগ্য (চিত্র ৪.৩৭)।

চিত্র ৪.৩৭: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ* (%)

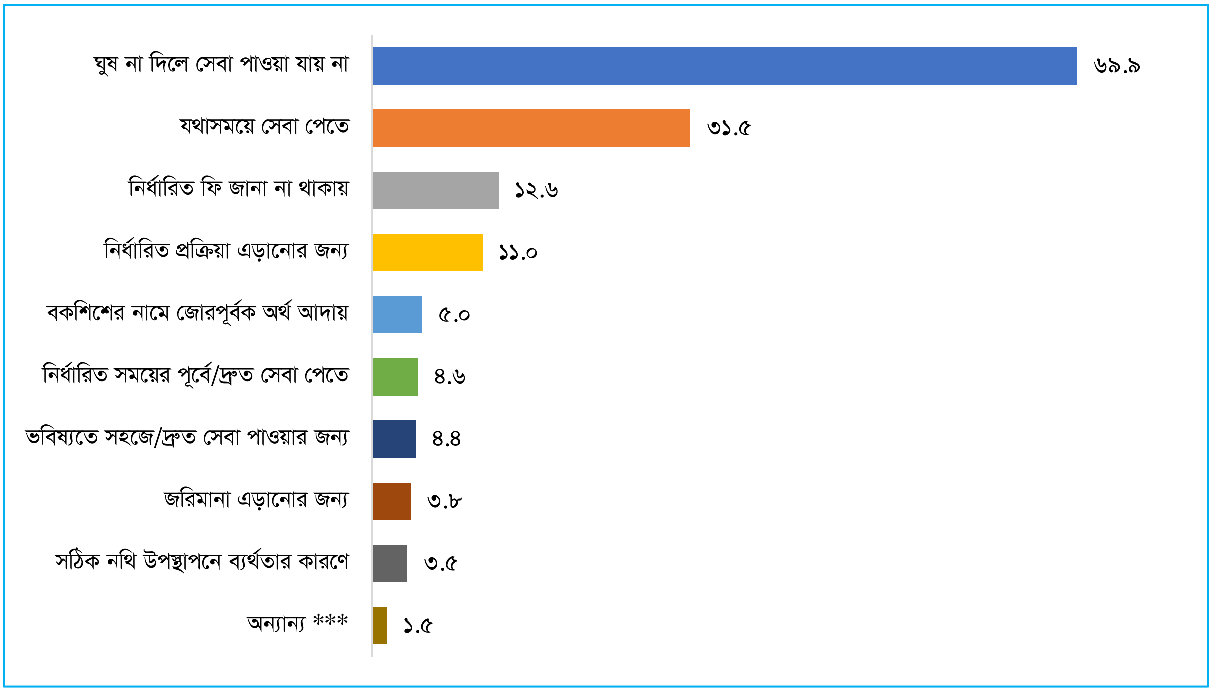

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
**ঘুষের শিকার হওয়া খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***তথ্য দিতে অস্বীকৃতি, তথ্যের অপব্যবহার, ইত্যাদি।

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র: অন্যান্য সেবাখাত/প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ও ঘুষ সংক্রান্ত নির্দেশকসমূহ তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, উভয় বছরেই এ শ্রেণির খাতসমূহে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার তুলনামূলকভাবে কম থাকলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা যায় (সারণি ৪.৬৪)। ২০২৩ সালে অন্যান্য সেবাখাত/প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ১১ দশমিক ১ শতাংশ খানা কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছিল। ২০২৫ সালে এ হার কমে ৮ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ দুই বছরের ব্যবধানে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে ঘুষের শিকার হওয়ার হারও কমেছে। ২০২৩ সালে ১ দশমিক ৮ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০২৫ সালে কমে ১ দশমিক ৩ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ২৭ দশমিক ৮ শতাংশ পয়েন্ট কম।

সারণি ৪.৬৪: নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে অন্যান্য সেবাখাতে খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় খানা জরিপ	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০২৫	৮.৫	১.৩	৩,১৪৬	১৬৭.৯
২০২৩	১১.১	১.৮	২,৫৭৮	৫৭৮.৪

অন্যদিকে, খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণের ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রবণতা দেখা যায়। ২০২৩ সালে অন্যান্য সেবাখাত/প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার হওয়া প্রতিটি খানা গড়ে ২ হাজার ৫৭৮ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিলেও ২০২৫ সালে এ পরিমাণ বেড়ে ৩ হাজার ১৮৪ টাকায় পৌঁছেছে। অর্থাৎ ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার কমলেও যারা ঘুষ দিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে গড় আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি (২২ শতাংশ) পেয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ১৬৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

অধ্যায় ৫: উপসংহার ও সুপারিশ

৫.১ জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ছাত্র-জনতার বৈষম্যহীন, সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যাশার বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায় – ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ জরিপের আওতাভুক্ত সেবাখাতে সার্বিকভাবে দুর্নীতি বেড়েছে। খানা জরিপ ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ জাতীয়ভাবে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার বৃদ্ধি পেয়েছে (যথাক্রমে ১৫.১ শতাংশ ও ২৫.২ শতাংশ); ২০২৩ এর মতোই খানা জরিপ ২০২৫-এ সর্বোচ্চ দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার পাসপোর্ট ও বিআরটিএ থেকে সেবা নিতে গিয়ে। তবে ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৯.৮ শতাংশ কমেছে; খানা জরিপ ২০২৫-এ গড় ঘুষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি যথাক্রমে বিচার সংশ্লিষ্ট সেবা, ব্যাংকিং ও ভূমি খাতে। অপরদিকে, খানা জরিপ ২০২৫-এ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ১২,৬৩৩.২ কোটি টাকা, যা ২০২৩-এর তুলনায় ১৫.৯ শতাংশ বেশি, এবং ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ১.৫৮ শতাংশ।

জরিপে দেখা যায়, একদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচারিক সেবায় দুর্নীতি ও ঘুষের উচ্চ হার অব্যাহত রয়েছে, যা সাধারণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বড় বাধা, অন্যদিকে কৃষি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পাসপোর্ট এবং বিআরটিএ'র মতো জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে উচ্চ দুর্নীতি ও ঘুষ বৃদ্ধি পেয়েছে বা একইরকম রয়েছে, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক সেবাপ্রাপ্তির অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করছে।

ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারের ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষণীয়। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খানার ঘুষের শিকার হওয়ার হার শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি (৬৬ শতাংশ বনাম ৫৮.৫ শতাংশ) হলেও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের খানাগুলোকে বেশি পরিমাণে ঘুষ দিতে হয়েছে (৪,৮৬৪ টাকা বনাম ৫,৭৫৭ টাকা)। সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানা তাদের বার্ষিক আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়, যা নিম্ন আয়ের খানার ওপর অতিরিক্ত বোঝার সৃষ্টি করছে। নারী, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার অর্থ তাদের সীমিত আর্থ-সামাজিক সক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত বোঝা তৈরি হওয়া যা তাদের প্রান্তিকতাকে আরও বৃদ্ধি করছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা, শিক্ষা ইত্যাদি খাতে নারী সেবাগ্রহীতাদের উল্লেখযোগ্য হারে দুর্নীতির শিকার হওয়া এসব খাতে নারীদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করছে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের প্রত্যাশিত অগ্রগতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।

বিভিন্ন খাতে ডিজিটাল সেবা আংশিকভাবে চালু হলেও দুর্নীতি ও ঘুষের উচ্চ হার ইঙ্গিত করে যে এসব সেবা এখনো দুর্নীতিসহায়ক। একইসঙ্গে ডিজিটালাইজেশন এমনভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে যে সেবাগ্রহীতাকে মিশ্র পদ্ধতি ও ক্ষেত্রবিশেষে দালালের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং সেবাগ্রহীতা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়।

দুর্নীতির কারণ হিসেবে বেশিরভাগ উত্তরদাতা বিচারহীনতা, সচেতনতার অভাব ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করাকে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া ঘুষ দিতে বাধ্য হওয়া বেশিরভাগ খানা (৮১.৫ শতাংশ) ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' উল্লেখ করেছে, যা ঘুষ আদায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অব্যাহত থাকাকে নির্দেশ করে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি/ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রায় অর্ধেক খানার কোনো ধারণা নেই; অন্যদিকে দুদক সম্পর্কে ২৯.৫ শতাংশ এবং জিআরএস সম্পর্কে ১.৪ শতাংশ খানার জানা থাকলেও এসব মাধ্যমে অভিযোগ দায়েরের হার খুব কম, যা এসব ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাহীনতার প্রতিফলন। জরিপে প্রায় এক-পঞ্চমাংশের বেশি ক্ষেত্রে অভিযোগ গ্রহণ না করা এবং ৫১ শতাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা দুর্নীতি প্রতিকারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রবল অনীহা ও অব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে। অধিকন্তু দুর্নীতির শিকার হওয়া বেশিরভাগ (৬১.৩ শতাংশ) খানার মতে 'সেবা নেওয়ার ব্যবস্থাই দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই অভিযোগ করা প্রয়োজন মনে করিনি', যা দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণ করে।

৫.২ জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি'র সুপারিশ

১. দুর্নীতির প্রতিকার ও প্রতিরোধে বর্তমান সরকারের ৩১ দফাভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত রূপরেখা ও নির্বাচনী ইশতেহার, এবং জুলাই জাতীয় সনদের ওপর ভিত্তি করে সেবাখাতের জন্য একটি সমন্বিত কৌশল ও পথরেখা প্রণয়ন করতে হবে। একইসাথে বাস্তবায়নযোগ্য সকল কর্মপরিকল্পনার মূলধারায় সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী উপাদান সক্রিয়ভাবে ও অবশ্য পালনীয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২. বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি সেবা পুরোপুরি ডিজিটালাইজ করতে হবে যেন সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রয়োজন না হয়; অনলাইনে সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে যথাযথ প্রচারণার সাথে সাথে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান বা 'ডিজিটাল লিটারেসি' বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

৪. সেবাদানকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সেবাদাতার জন্য যুগোপযোগী আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে কীভাবে ও কত সময়ের মধ্যে সেবা দিতে হবে, সেবাগ্রহীতার সাথে কী আচরণ করতে হবে ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে। সেবা গ্রহণের পর মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, যা সেবাদাতার বার্ষিক মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

৫. সেবাখাতে হয়রানি বন্ধ এবং অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে -

- 'গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম'কে (জিআরএস) অধিকতর ব্যবহারবান্ধব করার পাশাপাশি পদ্ধতিটি সম্পর্কে যথাযথ প্রচারণা করতে হবে;
- সংশ্লিষ্ট সকল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন এবং এসএমএস, ইমেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে; সব প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দায়েরের জন্য টোল-ফ্রি হটলাইন সুবিধা চালু ও কার্যকর করার পাশাপাশি এ সম্পর্কে যথাযথ প্রচারণা করতে হবে;
- দুদককে কার্যকর করার জন্য প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; সকল সেবা প্রতিষ্ঠানে দুদকের হটলাইন (১০৬) সম্পর্কে অধিকতর প্রচারণা করতে হবে;
- অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে; অভিযোগগুলো নিয়মিত পর্যালোচনা করে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য জমাকৃত অভিযোগ নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ ও ফলাফল সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে/নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ এবং অভিযোগকারীর ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে ক্ষুদে বার্তার (এসএমএস) মাধ্যমে অবহিত করতে হবে;
- সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানি ও সামাজিক নিরীক্ষার মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে।

৬. নাগরিকরা যাতে সহজেই বিভিন্ন সেবাপ্রাপ্তির বিষয়ে হালনাগাদ ও পরিপূর্ণ তথ্য জানতে পারে সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটকে অধিকতর কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কার্যকর করতে হবে, যেখানে সেবাগ্রহীতার সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।

৭. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী স্বপ্রণোদিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়মিত প্রকাশ ও হালনাগাদ করতে হবে, যাতে নাগরিকেরা তথ্যের জন্য আবেদন না করেই প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে পেতে পারেন।

৮. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি ও কৃষিসহ যেসব খাতে জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের কারণে সেবাদান ব্যাহত হয় সেসব খাতে বিদ্যমান ঘাটতি দূর করতে হবে। কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদ বিবরণী বার্ষিক ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে হালনাগাদ করে জমা দিতে হবে। দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী সম্পর্কে কোনো অভিযোগ আসলে বা দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে কোনো প্রকার অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তা যাচাইপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

****

পরিশিষ্ট ১: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন

বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট খানা
ঢাকা	৯৫২	৯৬৮*	১,৯২০
চট্টগ্রাম	৯৮৪	৯৭৭*	১,৯৬১
রাজশাহী	১,০০৪	৯৫১	১,৯৫৫
খুলনা	৯৯২	৯৫৪	১,৯৪৬
বরিশাল	১,০০৫	১,০২১	২,০২৬
রংপুর	৯৮৯	৯৮০	১,৯৬৯
সিলেট	৯৬৯	৯৭৩	১,৯৪২
ময়মনসিংহ	১,০০৯	৯৮৭	১,৯৯৬
মোট খানা	**৭,৯০৪**	**৭,৮১১**	**১৫,৭১৫**

** ঢাকার পিঙ্ক সিটি আবাসন কর্তৃপক্ষের বাধার কারণে একটি এবং রাঙ্গামাটির কাউখালীতে নিরাপত্তার অজুহাতে স্থানীয় নেতৃত্ব অপর একটি পিএসইউতে জরিপ করতে দেয়নি*

পরিশিষ্ট ২: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	জাতীয়	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
নিরক্ষর	১০.০	২৫.৪	১০.৮	১৩.৩	৯.৮
সাক্ষর/স্বশিক্ষিত	২০.০	৩০.৮	২২.৭	২৪.৭	২০.৭
প্রাক-প্রাথমিক/মক্তব	৯.৮	৯.৯	১০.৩	১০.৮	৯.০
প্রাথমিক/ইবতেদায়ী/সানী/তাইসির	৩৮.৩	২৪.২	৩৪.৬	৩৩.০	৩৪.৯
মাধ্যমিক/দাখিল/কাফিয়া	১১.৪	৬.৩	১০.৭	৯.৭	১১.৬
উচ্চ মাধ্যমিক/আলিম	৫.৬	১.৮	৫.১	৪.৩	৬.০
ডিপ্লোমা	২.৭	১.২	৩.২	২.৪	৪.৪
স্নাতক (সম্মান)/ফাজিল/মেস্কাত	২.০	০.৪	২.৪	১.৭	৩.২
স্নাতকোত্তর/কামিল/দাওরা ও তদূর্ধ্ব	০.২	০.০	০.৩	০.২	০.৪

পরিশিষ্ট ৩: খানাপ্রধানের পেশা (%)

পেশা	জাতীয়	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
কৃষি কর্ম	১৯.২	১.৫	২১.০	২৩.৭	৯.৫
ব্যবসা	১৭.৩	২.৭	১৮.৮	১৪.৮	২২.৬
দিনমজুর/ক্ষেতমজুর	১৩.৩	৪.৭	১৪.২	১৪.৫	১০.৭
বেসরকারি চাকরি	৯.১	৪.৩	৯.৬	৬.৬	১৪.৫
পরিবহন শ্রমিক	৭.১	০.১	৭.৮	৬.৫	৮.৩
গৃহকর্ম	৭.০	৭২.৪	০.২	৬.৬	৭.৯
প্রবাসী	৬.৪	০.৫	৭.০	৭.৩	৪.৫
রাজমিস্ত্রি/কাঠমিস্ত্রি	৬.০	০.৪	৬.৬	৫.৯	৬.৩
বেকার	৪.৭	৩.৭	৪.৮	৫.০	৪.৩
অবসরপ্রাপ্ত	৪.৩	৩.২	৪.৪	৪.১	৪.৮
সরকারি চাকরি	১.৩	০.১	১.৫	১.১	১.৯
জেলে/কামার/কুমার/তাঁতি/কুটির শিল্প/হস্তশিল্প ইত্যাদি	১.২	০.১	১.৩	১.৩	০.৮
পেশাজীবি (আইনজীবি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি)	০.৫	০.২	০.৫	০.৫	০.৬
শিক্ষকতা*	০.৯	০.৫	০.৯	০.৯	১.০
অন্যান্য**	১.৭	৫.৫	১.৩	১.৩	২.৪

*শিক্ষকতা (সরকারি ও বেসরকারি) ও পেশাজীবী বাদে।

**ইমাম/পুরোহিত/দর্জি/শিক্ষার্থী/পরিচ্ছন্নতা কর্মী ইত্যাদি

পরিশিষ্ট ৪: ২০২৫ সালের খানা জরিপে অন্তর্ভুক্ত পিএসইউ

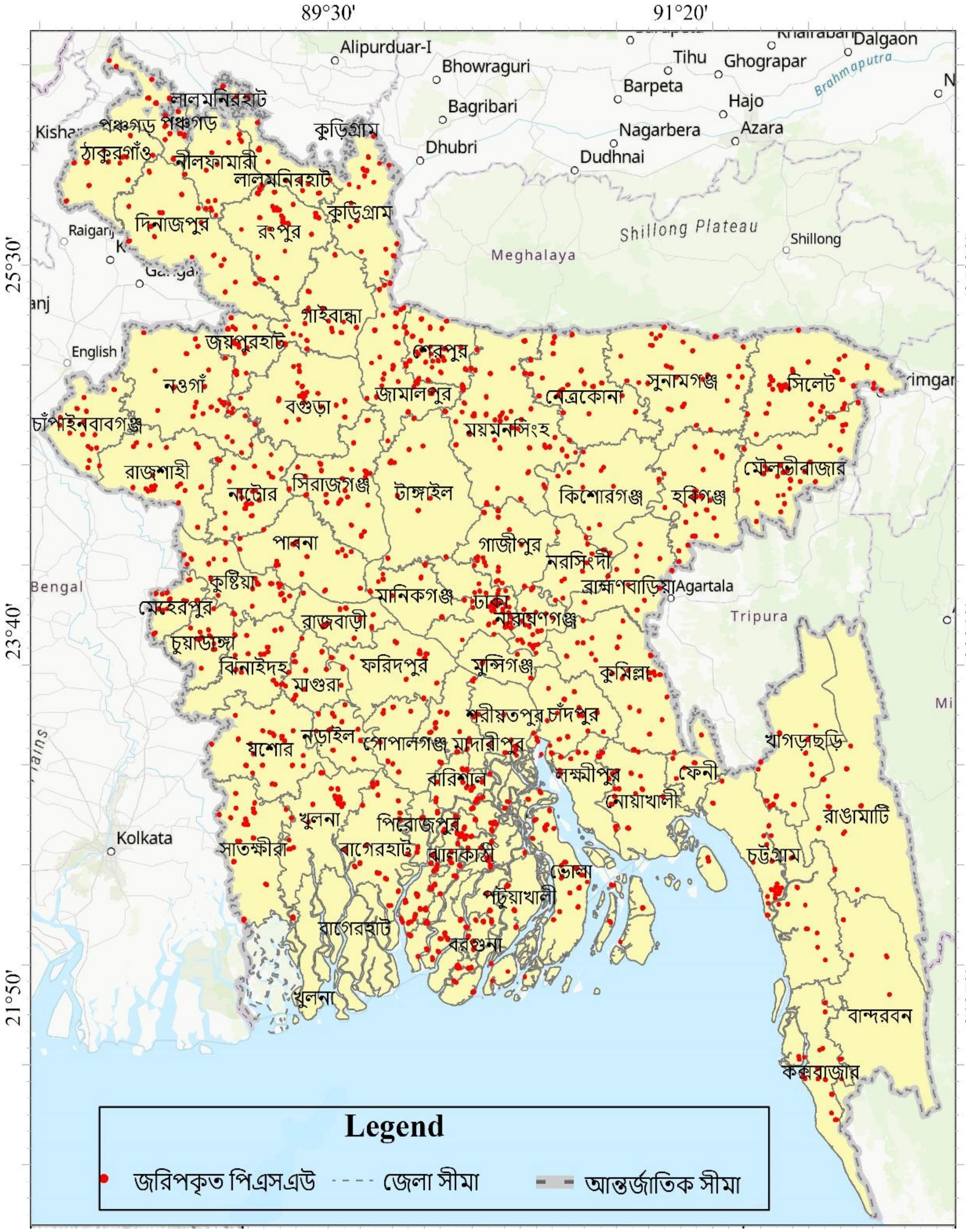

পরিশিষ্ট ৫: অঞ্চলভেদে তথ্যদাতার ধরন (%)

তথ্যদাতার ধরন	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
নারী	৫৭.২	৫৬.৪	৫৮.৯
পুরুষ	৪২.৮	৪৩.৬	৪১.১

পরিশিষ্ট ৬: লিঙ্গ ও অঞ্চলভেদে তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	জাতীয়	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
নিরক্ষর	৯.৭	৮.৮	১০.৮	১০.৬	৭.৫
সাক্ষর/স্বশিক্ষিত	১৯.৯	১৯.০	২১.০	২০.৮	১৭.৭
প্রাক-প্রাথমিক/মক্তব	৯.৩	৮.৮	১০.০	৯.৯	৭.৯
প্রাথমিক/ইবতেদায়ী/সানী/তাইসির	৩৮.৯	৪৩.৮	৩২.৩	৩৮.৭	৩৯.৪
মাধ্যমিক/দাখিল/কাফিয়া	১১.৫	১১.৬	১১.৪	১০.৮	১৩.০
উচ্চ মাধ্যমিক/আলিম	৫.৮	৫.৩	৬.৫	৫.০	৭.৪
ডিপ্লোমা	২.৭	১.৬	৪.১	২.১	৩.৯
স্নাতক (সম্মান)/ফাজিল/মেস্কাত	২.১	১.১	৩.৫	১.৮	২.৮
স্নাতকোত্তর/কামিল/দাওরা ও তদূর্ধ্ব	০.২	০.০	০.৫	০.২	০.৩

পরিশিষ্ট ৭: খাতভেদে সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)

খাত/সেবা	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	Confidence Interval	
				Lower Limit	Upper Limit
কমপক্ষে একটি খাতে দুর্নীতির শিকার	৮১.৬	৮৩.৩	৭৮.০	৮০.৪	৮২.৮
পাসপোর্ট	৮৪.৪	৮৭.০	৭৯.৪	৮১.৩	৮৭.১
বিআরটিএ	৭৯.২	৮০.৪	৭৭.৭	৭৪.২	৮৩.৫
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৭১.৩	৭১.৩	৭১.৩	৬৭.৪	৭৪.৯
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৯.৪	৬৯.৭	৬৮.৮	৬৬.২	৭২.৪
ভূমি	৬৬.২	৬৭.২	৬৪.১	৬৩.৪	৬৯.০
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৬৪.৪	৬৪.৬	৬৪.০	৬২.৫	৬৬.৩
কৃষি	৬৪.৪	৬৪.৪	৬৪.৬	৬৪.৪	৬৭.০
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫২.১	৫২.৭	৫০.৪	৪৯.৭	৫৪.৪
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৪৭.৪	৪৫.৯	৫০.১	৪৪.০	৫০.৮
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৬.০	৪৫.৭	৪৬.৭	৪৪.৩	৪৭.৬
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৪১.৩	৩৯.৭	৪৭.৯	৩৩.৯	৪৯.২
বিদ্যুৎ	৩৬.১	৩৬.১	৩৬.২	৩৪.৩	৩৮.০
বীমা	২৫.৬	২৬.৪	২৪.০	২২.৪	২৯.২
গ্যাস	২৫.৪	২৬.৫	২৫.১	-	-
ব্যাংকিং	১৬.৩	১৭.২	১৪.৪	১৪.৮	১৭.৮
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১৩.১	১২.৪	১৪.৬	১১.৬	১৪.৭
কর ও শুল্ক	১১.২	১২.৪	১১.২	৮.৪	১৬.৪
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেল সেবা ইত্যাদি)	৮.২	৯.২	৮.৫	৭.৬	৯.৫

পরিশিষ্ট ৮: খাতভেদে সেবা গ্রহণে ঘুষের শিকার খানার হার (%)

সেবাখাত**	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	Confidence Interval	
				Lower Limit	Lower Limit
কমপক্ষে একটি খাতে ঘুষের শিকার	৬৩.৬	৬৬.০	৫৮.৫	৬২.২	৬৫.০
পাসপোর্ট	৭৬.৬	৭৯.১	৭১.৮	৭৩.১	৭৯.৭
বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট সেবা	৬৩.৬	৬১.৫	৬৬.৩	৫৭.৭	৬৯.০
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা প্রদত্ত সেবা	৪৯.৩	৫১.৩	৪৫.৪	৪৬.০	৫২.৬
কৃষি	৪৯.৩	৪৮.৯	৫১.০	৪৬.৪	৫২.২
ভূমি	৪৭.৬	৪৮.৬	৪৫.২	৪৪.৭	৫০.৬
বিচার সংশ্লিষ্ট সেবা	৩৯.৬	৪০.৩	৩৭.৯	৩৫.০	৪৪.৩
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩৪.৮	৩৫.২	৩৩.৫	৩২.৭	৩৬.৯
স্বাস্থ্য (সরকারি)	২৯.৭	২৯.৯	২৯.৪	২৭.৯	৩১.৭
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা	২৭.৭	২৭.৪	২৮.৬	২৬.৫	২৯.০
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	২১.৯	২০.৩	২৫.০	১৯.৬	২৪.৫
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	১২.৫	১২.১	১৪.২	৮.২	১৮.৬
বিদ্যুৎ	৬.৮	৬.২	৮.৬	৬.১	৭.৬
গ্যাস	৬.০	১০.৯	৪.৮	-	-
কর ও শুল্ক সংশ্লিষ্ট সেবা	২.৮	১.৮	৩.৯	১.৪	৫.৬
বীমা	২.৭	২.৮	২.৩	১.৭	৪.১
ব্যাংকিং	১.৪	১.৭	০.৮	১.১	১.৮
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১.১	১.১	১.৮	১.০	১.৮
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেল সেবা ইত্যাদি)	১.৩	১.২	১.৭	১.০	১.৭

পরিশিষ্ট ৯: ২০২৩ সালে জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)

সেবাখাত	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ (কোটি টাকা)
জরিপে অন্তর্ভুক্ত সকল সেবাখাত	১২,৬২০.২
ভূমি	৩,০৮১.২
বিচার সংশ্লিষ্ট সেবা	২,০১২.৮
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা প্রদত্ত সেবা	১,৫৯৯.০
পাসপোর্ট	১,০৮৩.২
কৃষি	৯১৮.৯
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা	৮০৪.৪
ব্যাংকিং	৬৭১.৯
বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট সেবা	৬০৪.৬
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫২৫.৯
বিদ্যুৎ	৪৩৫.৬
স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৮১.৭
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	১৭.১
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৩.১
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেল সেবা ইত্যাদি)	১৬৭.৯

পরিশিষ্ট ১০: বিভাগভিত্তিক পিএসইউ এবং খানা বন্টন (লক্ষ্যমাত্রা)

বিভাগ	গ্রামাঞ্চল			শহরাঞ্চল			
	পিএসইউ সংখ্যা	খানার সংখ্যা/ প্রতিটি পিএসইউ	মোট খানার সংখ্যা	পিএসইউ সংখ্যা	খানার সংখ্যা/ প্রতিটি পিএসইউ	মোট খানা	মন্তব্য
বরিশাল	৮৩	১৩	১,০৮০	৪২	২৬	১,০৮০	৫২ টির মধ্যে ৪২টি পিএসইউ নির্বাচন করা হয়েছে
চট্টগ্রাম	৮৩	১৩	১,০৮০	৮৩	১৩	১,০৮০	
ঢাকা	৮৩	১৩	১,০৮০	৮৩	১৩	১,০৮০	
খুলনা	৮৩	১৩	১,০৮০	৮৩	১৩	১,০৮০	
ময়মনসিংহ	৮৩	১৩	১,০৮০	৪১	২৬	১,০৮০	১. IMPS এর সব পিএসইউ নির্বাচন করা হয়েছে ২. ১টি পিএসইউ থেকে ৩০টি খানা নির্বাচন করা হবে
রাজশাহী	৮৩	১৩	১,০৮০	৮০	১৩	১,০৮০	১. সব পিএসইউ নির্বাচন করা হয়েছে ২. ৩টি পিএসইউ থেকে ২৪টি খানা নির্বাচন করা হবে
রংপুর	৮৩	১৩	১,০৮০	৪২	২৬	১,০৮০	৬৮ টির মধ্যে ৪২টি পিএসইউ নির্বাচন করা হয়েছে
সিলেট	৮৩	১৩	১,০৮০	৩১	৩৪	১,০৮০	
মোট	**৬৬৪**	**১০৪**	**৮,৬৪০**	**৪৮১**	**১৬৪**	**৮,৬৪০**	

পিএসইউ নম্বর				লিস্টিং কোড			খানা কোড				

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫

তথ্যদাতার সম্মতি গ্রহণ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নেবেন। টিআইবি সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমে সুশাসন চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কাজ করে। টিআইবি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবামূলক খাতে অনিয়ম এবং দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা জানার লক্ষ্যে এই জরিপ পরিচালনা করছে। আমরা আপনার সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে চাই। এ সাক্ষাৎকারটি আনুমানিক ৪০ মিনিট ধরে চলতে পারে। গবেষণার নৈতিকতা অনুযায়ী আপনার প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার পরিচয় ও শনাক্তকরণ তথ্যের গোপনীয়তা কঠোরভাবে রক্ষা করা হবে। সাক্ষাৎকারের যেকোনো পর্যায়ে আপনি সাক্ষাৎকার দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন। আপনি আমাদেরকে সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত আছেন কি?

1=হ্যাঁ 2=না

বিভাগ ক: প্রাথমিক তথ্য

১. খানার পরিচিতি

ক্রমিক নম্বর			কোড
১	খানা প্রধানের নাম		
২	বিভাগ	কোড: ... (নমুনা কাঠামো দেখুন)	
৩	জেলা	কোড: ... (নমুনা কাঠামো দেখুন)	
৪	উপজেলা	কোড: ... (নমুনা কাঠামো দেখুন)	
৫	ইউনিয়ন	কোড: ... (নমুনা কাঠামো দেখুন)	
৬	পৌরসভা	কোড: ... (নমুনা কাঠামো দেখুন)	
৬	এলাকার অবস্থান	1=গ্রামাঞ্চল; 2=শহরাঞ্চল	
৭	তথ্যদাতার উপস্থিতি	1=উপস্থিত; 2=অনুপস্থিত	
৮	যোগাযোগের ফোন/মোবাইল নম্বর (সম্মতিক্রমে)		

২. সাক্ষাৎকার বিষয়ক তথ্য

প্রশ্নপত্র পূরণের ধরন (সার্কেল করুন)	পরিদর্শন	সময়	তারিখ
1=সম্পূর্ণ পূরণকৃত 3=প্রত্যাখ্যান 2=আংশিক পূরণকৃত	১ম পরিদর্শন		
	২য় পরিদর্শন		
	৩য় পরিদর্শন		

৩.তথ্য যাচাই

যাচাইয়ের ধরন	নাম ও পদবি	মন্তব্য	তারিখসহ
1=অ্যাকোম্পানি চেক (AC)			
2=স্পট চেক (SC)			
3=ব্যাক চেক (BC)			
4=টেলিফোন চেক (TC)			
5=রেকর্ড চেক (RC)			

বিভাগ খ: খানার সদস্যদের তথ্য

১. খানা সম্পর্কিত তথ্য

খ.১.১	খ.১.২	খ.১.৩	খ.১.৪	খ.১.৫	খ.১.৬	খ.১.৭
সদস্যের ক্রমিক নম্বর	সদস্যদের নাম (খানা প্রধান হতে শুরু করতে হবে, খানা প্রধান ছাড়া অন্য কেউ যদি খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য হয় তবে ২য় সারিতে ঐ সদস্যের নাম এবং পরবর্তীতে বয়সানুসারে নাম লিখতে হবে)	বয়স (পূর্ণ বছর)	লিঙ্গ	শারীরিক/মানসিক/অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা (Disability) আছে?	শুধু খানা প্রধান ও খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য	
					শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা
1						
2						
3						
4						
A						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

খ. ১.৮ তথ্যদাতার ক্রমিক নম্বর ☐

খ.১.৯ খানা প্রধানের ধর্ম: ☐

খ.১.১০ খানা প্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়: ☐

খ.১.৪ লিঙ্গ	1=নারী 2=পুরুষ 3=তৃতীয় লিঙ্গ 88=নিরুত্তর/প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক
খ.১.৫ শারীরিক/ মানসিক/অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা	1=হ্যাঁ 2=না 88=নিরুত্তর
খ.১.৬ শিক্ষাগত যোগ্যতা	1=প্রাক-প্রাথমিক/মক্তব 2=প্রাথমিক/ইবতেদায়ী/সানী/তাইসির 3=মাধ্যমিক/দাখিল/কাফিয়া 4=উচ্চ মাধ্যমিক/আলিম 5=স্নাতক (সম্মান)/ফাজিল/মেস্কাত 6=স্নাতকোত্তর/কামিল/দাওরা 7=উচ্চতর ডিগ্রি (দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা তদূর্ধ্ব) 8= ডিপ্লোমা 54=নিরক্ষর 55=সাক্ষর 56= স্বশিক্ষিত
খ.১.৭ প্রধান পেশা	1=সরকারি চাকরি 2=বেসরকারি চাকরি 3=ব্যবসা 4=আইনজীবী 5=ডাক্তার 6=ইঞ্জিনিয়ার 7=শিক্ষক 8=কৃষিকর্ম/মৎস চাষ/খামারি/পশুপালন 9=রাজমিস্ত্রি/কাঠমিস্ত্রি/মেকানিক 10=দিনমজুর/ক্ষেতমজুর 11=পরিবহন শ্রমিক 12=জেলে/কামার/কুমার/তাঁতি/কুটির শিল্প/হস্তশিল্প 13=দর্জি 14=বাবুর্চি 15=মজুরী 16=জনপ্রতিনিধি/হেডম্যান/কারবারি 17=প্রবাসী 18=অবসরপ্রাপ্ত 19=শিক্ষার্থী 20=ইমাম/পুরোহিত/ধর্মগুরু/যাজক/নান 21=গৃহিনী 22=বেকার 23=পরিচ্ছন্নতা কর্মী 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 88=নিরুত্তর
খ.১.৯ ধর্ম	1=ইসলাম 2=হিন্দু/সনাতন 3=বৌদ্ধ 4=খ্রিস্টান 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
খ.১.১০ নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	1=বাঙালী 2=আদিবাসী (উল্লেখ করুন):....; 66= অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...

বিভাগ গঃ খাতভিত্তিক জরিপের তথ্য

১. শিক্ষা

১.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫) আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

১.২ খানা সদস্যদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

১.২.১	১.২.২	১.২.৩	১.২.৪	১.২.৫	১.২.৬	১.২.৭	১.২.৮
কার জন্য সেবা নিয়েছিলেন? (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	**পরিবারের কার মাধ্যমে সেবা নিয়েছিলেন?** (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	**শিক্ষার্থীর অধ্যয়নের শ্রেণি** (শ্রেণি সংখ্যা)	**শিক্ষার মাধ্যম**	**শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন** (উত্তর ৩ ও ৫ হলে অন্য সেবাগ্রহীতার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন, আর কোনো সেবাগ্রহীতা না থাকলে পরবর্তি খাতে যান)	**কোন সেবা নিয়েছিলেন** (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	**সেবা গ্রহণের পদ্ধতি**	**কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?**

১.২.৯	১.২.১০	১.২.১১			১.২.১২			১.২.১৩	১.২.১৪		
সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছিলেন কি? (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ১.২.১৩-এ চলে যান)	**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ**	**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ** (একাধিক উত্তর হতে পারে)			**সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ কাকে দিয়েছিলেন?** (একাধিক উত্তর হতে পারে)			**সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ**	**ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন?** (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১.২.৪ শিক্ষার মাধ্যম	1=জাতীয় পাঠ্যসূচি- বাংলা 2=জাতীয় পাঠ্যসূচি- ইংরেজি 3=বিদেশি পাঠ্যসূচি- ইংরেজি 4=কারিগরি 5=মাদ্রাসা 6=বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি (বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য) 66= অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১.২.৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=সরকারি 2= বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন (এমপিও ভুক্ত) 3=বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন (নন-এমপিও ভুক্ত) 4=স্বায়ত্তশাসিত 5=এনজিও পরিচালিত
১.২.৬ সেবার ধরন	1=ভর্তি 2=পুনঃ ভর্তি 3=মাসিক বেতন/সেশন ফি/পরীক্ষা ফি 4=পরীক্ষার নিবন্ধন (ফরম ফিলআপ) 5=নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) 6=পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (নিয়মিত) 7=পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (অনিয়মিত শিক্ষার্থী) 8=মূল্যায়ন (পরীক্ষা দ্বারা/পরীক্ষা ছাড়া) 9=বই প্রাপ্তি (সরকারি) 10=প্রবেশপত্র 11=সনদ (টিসি/সার্টিফিকেট/মার্কসিট) 12=ছাত্রাবাসে সিট বরাদ্দ 13=উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি 14=শিক্ষা উপকরণ ক্রয় (বই, খাতা, স্কুল ড্রেস ইত্যাদি) 15=কোচিং/প্রাইভেট টিউশন 16=হোস্টেল/হল ফি 17=বিনামূল্যের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ (সরকারি বই ছাড়) 18=অ্যাসাইনমেন্ট/ প্রজেক্ট জমা দেওয়া 19=সহপাঠ কার্যক্রম (গণিত অলিম্পিয়াড, ফিজিক্স অলিম্পিয়াড, ভাষা প্রতিযোগ ইত্যাদি) 20= মিড-ডে মিল 21= ব্যবহারিক পরীক্ষা 22=পাঠদান (স্বশরীরে বা অনলাইন ক্লাস/হোম-ওয়ার্ক) 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১.২.৭ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2=অনলাইনে, নিজে 3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে 4= আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে 5=আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে

১.২.৮ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1=সম্পন্ন হয়েছে 2=চলমান রয়েছে 3= সেবা বাতিল হয়েছে	
১.২.৯ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর (না, জানি না ও নিরুত্তর হলে ১.২.১৩ চলে যান)	
১.২.১১ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি /তথ্য জানা না থাকায় 7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	8= জরিমানা এড়ানোর জন্য 9= বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য 10= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 11= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 12= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
১.২.১২ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1= প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ 2=শিক্ষক 3=কর্মকর্তা/কর্মচারী 4= নিরাপত্তা প্রহরী 5= দালাল 6=আত্মীয়-স্বজন/পাড়া-প্রতিবেশি/বন্ধু	7= স্থানীয় জনপ্রতিনিধি 8= ম্যানেজিং কমিটির সদস্য 9= রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর
১.২.১৪ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=নির্দিষ্ট স্থান হতে শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে বাধ্য হওয়া (পোশাক/বই/খাতা) 2=প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছে কোচিং/প্রাইভেট করতে বাধ্য হওয়া 3=সময়ক্ষেপণ 4=অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 5=সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার 6=প্রতারনা 7=আত্মসাৎ 8=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছি 9= শারীরিক ও মৌখিক নির্যাতন 10= প্রশ্ন ফাঁস	11= প্রাইভেট/কোচিং না করায় ইচ্ছাকৃতভাবে কম নম্বর দেওয়া 12=যৌন হয়রানি 13=নিয়মিত ক্লাস না হওয়া 14= সম্পূর্ণ ক্লাস না হওয়া 15= বখশিশ/ডোনেশনের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 16=চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 17=সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

১.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ১.৬ এ যান] 77= জানি না 88=নিরুত্তর

১.৪ আপনি কার কাছে/কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2=স্কুল/কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে
3=প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষের কাছে
4= সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে (বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
5= জনপ্রতিনিধির কাছে
6=উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে
7= অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5= পরীক্ষার ফলাফলে বা মূল্যায়নে নেতিবাচক প্রভাবের ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):
88=নিরুত্তর

২. স্বাস্থ্য

২.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪- অক্টোবর ২০২৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

২.২ খানার সদস্যদের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ, অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য

২.২.১	২.২.২	২.২.৩	২.২.৪	২.২.৫	২.২.৬	২.২.৭
কার জন্য সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন? (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	পরিবারের কার মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন? (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	প্রতিষ্ঠানের ধরন (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	বিভাগের নাম (এক ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করুন)	কোন সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন? (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?

২.২.৮	২.২.৯	২.২.১০			২.২.১১			২.২.১২	২.২.১৩		
সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিয়েছিলেন কি? (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ২.২.১২-এ চলে যান)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ কাকে দিয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

২.২.৩ প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=কমিউনিটি ক্লিনিক 2=ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র 3=ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র 4=উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স 5=জেলা সদর/ জেনারেল হাসপাতাল 6=সরকারি মেডিকেল কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল	7=বিশেষায়িত হাসপাতাল/ক্লিনিক (জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়) 8=বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক 9=বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার 10=এনজিও পরিচালিত হাসপাতাল/ক্লিনিক 11=দেশের বাইরে 12=ভাসমান/স্যাটেলাইট হাসপাতাল 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
২.২.৪ বিভাগের নাম	1=জরুরি বিভাগ 2=বহির্বিভাগ 3=অন্তর্বিভাগ	
২.২.৫ সেবার ধরন	1=টিকিট সংগ্রহ/নিবন্ধন 2=ডাক্তার দেখানো/চিকিৎসা পরামর্শ 3=রোগ-নির্ণয় 4=সাধারণ শয্যা/পেয়িং বেড/কেবিন 5=আইসোলেশন শয্যা 6=আইসিইউ 7=ভেন্টিলেশন 8=অক্সিজেন 9=ট্রলি/হুইল চেয়ার ব্যবহার 10=অ্যাম্বুলেন্স 11=সেলাই/ ব্যান্ডেজ/ড্রেসিং 12=অপারেশন 13=প্রসূতি সেবা ও সিজারিয়ান 14=ইনজেকশন/স্যালাইন পুশ 15=ওষুধ 16=পথ্য 17=ব্লাড প্রেসার/ব্লাড সুগার/ওজন মাপা	18=সার্টিফিকেট গ্রহণ (রিলিজ, মৃত্যু, মারামারি ও মামলা সংক্রান্ত, ময়না তদন্ত রিপোর্ট, ধর্ষণের ডাক্তারি পরীক্ষা ও রিপোর্ট, ফিটনেস ইত্যাদি) 19=তথ্য সেবা 20=দুর্যোগকালীন জরুরি চিকিৎসা সহায়তা 21=টীকা সংক্রান্ত সেবা 22=পরিবার পরিকল্পনা সেবা 66=অন্যান্য (উল্লেখকরুন):....
২.২.৬ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2=অনলাইনে, নিজে 3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে 4= আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে 5=আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে	
২.২.৭ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে 3= সেবা বাতিল হয়েছে	
২.২.৮ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর (না, জানি না ও নিরুত্তর হলে ২.২.১২ চলে যান)	

২.২.১০ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি/তথ্য জানা না থাকায় 7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	8= জরিমানা এড়ানোর জন্য 9= বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য 10= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 11= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 12= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
২.২.১১ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1=প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী 2=নিরাপত্তা প্রহরী 3=দালাল 4=আত্মীয়-স্বজন/পাড়া-প্রতিবেশি/বন্ধু 5=স্থানীয় জনপ্রতিনিধি	6=রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
২.২.১৩ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ডাক্তার/স্বাস্থ্য সহকারী/কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার পাওয়া যায়নি 2=ডাক্তার/স্বাস্থ্যকর্মী চিকিৎসা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে 3=সিরিয়াল ভঙ্গ করা হয়েছে 4=চিকিৎসার সময়ে ডাক্তারের কক্ষে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির উপস্থিতি 5=প্রয়োজনের সময় চিকিৎসক/নার্স পাওয়া যায়নি 6=হাসপাতালে ভর্তি করতে অস্বীকৃতি 7=আইসিইউ/ভেন্টিলেশন/অক্সিজেন সেবা পেতে হয়রানি 8=সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও ওষুধ পাওয়া যায়নি 9=অ্যাম্বুলেন্স সেবা পেতে হয়রানি 10=কর্মচারী দ্বারা খারাপ আচরণের শিকার 11=নিম্নমানের পথ্য/খাবার (অন্তর্বিভাগ) 12=দালাল কর্তৃক হয়রানির শিকার	13=বেসরকারি ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যেতে বাধ্য করা 14=তথ্য সেবা পাওয়া যায়নি 15=সময়ক্ষেপণ 16=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছি 17= অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 18=দালালের মাধ্যমে সেবা প্রদান 19=চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 20=সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

২.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ২.৬ এ যান] 77= জানি না 88=নিরুত্তর

২.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2=জনপ্রতিনিধির কাছে
3=উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4=সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে
5=সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7=অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
8=বিএমডিসি (বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল)
9=ডিজিএইচএস-এর অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেলে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....

২.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

২.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8=দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

৩.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়েছিলেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাতে চলে যান)

৩.২ খানা সদস্যদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৩.২.১	৩.২.২	৩.২.৩	৩.২.৪	৩.২.৫	৩.২.৬	৩.২.৭	৩.২.৮
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	প্রতিষ্ঠানের ধরন (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	কোন সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	বিচার ও সালিশে সেবাগ্রহীতা খানা সদস্যের অবস্থান (৩.২.৪ এ বিচার বা সালিশ হলে, এ ঘর পূরণ করতে হবে)	বিচার বা সালিশের বিষয় (৩.২.৪ এ বিচার বা সালিশ হলে, এ ঘর পূরণ করতে হবে)	সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?

৩.২.৯	৩.২.১০	৩.২.১১			৩.২.১২			৩.২.১৩	৩.২.১৪		
সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিয়েছিলেন? (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ৩.২.১৩-এ চলে যান)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ?	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ?	ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কী কী সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৩.২.৩ প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=ইউনিয়ন পরিষদ 2=পৌরসভা 3=সিটি কর্পোরেশন 4=উপজেলা পরিষদ 5=জেলা পরিষদ
৩.২.৪ সেবার ধরন	**ক. সনদ:** 1=জন্ম নিবন্ধন; 2=মৃত্যু নিবন্ধন; 3=নাগরিকত্ব সনদ; 4=চারিত্রিক সনদ; 5=ওয়ারিশ সনদ; 6=সনদ সংশোধন; 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
	খ. সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি: 7=বয়স্ক ভাতা; 8=বিধবা ভাতা; 9= ভি-ডব্লিউ-বি; 10=ভিজিএফ; 11=টেস্ট রিলিফ; 12=কাবিখা; 13=কাবিটা; 14=প্রতিবন্ধী ভাতা; 15=মাতৃত্বকালীন ভাতা; 16=কর্মসংস্থান কর্মসূচি; 17=জিআর; 18=খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি/বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম; 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
	গ. বিচার ও সালিশ: 19= গ্রাম্য আদালতের বিচারিক সেবা; 20=সালিশ
	ঘ. হোল্ডিং কর: 21=হোল্ডিং কর প্রদান; 22= হোল্ডিং কর নির্ধারণ
	ঙ. ট্রেড লাইসেন্স: 23=নতুন ট্রেড লাইসেন্স করা; 24=ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন
	চ. অন্যান্য: 25=পানি সেবা; 26=ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে তথ্য সেবা; 27=তথ্য সেবা (আরটিআই ফরমের মাধ্যমে); 28=খাস জমি বরাদ্দের তালিকা প্রস্তুত; 29=বর্জ্য অপসারণ / ড্রেন পরিষ্কার; 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...

৩.২.৫ বিচার ও সালিশে সেবাগ্রহীতার অবস্থান	1=বাদী 2=বিবাদী
৩.২.৬ বিচার-সালিশের বিষয়	1=জমি/সম্পত্তি সংক্রান্ত 2=বিবাহ সংক্রান্ত 3=পারিবারিক বিরোধ 4=মারামারি সংক্রান্ত 5=নারী নির্যাতন 6= চুরি/সম্পত্তি লুট 7= অর্থ সংক্রান্ত 8= সম্পত্তি পুনরুদ্ধার 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৩.২.৫ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2= অনলাইনে, নিজে 3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে 4= আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে 5= আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে
৩.২.৮ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে 3= সেবা বাতিল হয়েছে
৩.২.৯ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর (না, জানি না ও নিরুত্তর হলে প্রশ্ন ৩.২.১৩ চলে যান)
৩.২.১১ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে ঘুষ দিতে বাধ্য হওয়া 3=সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি/তথ্য জানা না থাকায় 7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 8= জরিমানা এড়ানোর জন্য 9= বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য 10= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 11= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 12= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
৩.২.১২ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1=সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী 2=প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্য 3=দালাল 4=আত্মীয়-স্বজন/পাড়া-প্রতিবেশি/বন্ধু 5=স্থানীয় জনপ্রতিনিধি 6=রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
৩.২.১৪ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ওজনে কম দেওয়া/ অনুমান করে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া 2=আত্মসাৎ 3=প্রতারণা 4=রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ 5=সময়ক্ষেপণ 6=দালাল-নির্ভর সেবা 7=সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি 8=সেবা প্রদানকারী কর্তৃক অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার/হয়রানি 9=বৈধ/সঠিক নথি/সনদ না পাওয়া 10=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হওয়া 11=কর নির্ধারণ সঠিকভাবে না করা 12=সালিশে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ/ ধর্মকে ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 13=গ্রাম আদালতে আইন সহায়তাকারী নিয়োগ না দেওয়া 14=তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও চাল কিনতে না পারা 15=সার্ভার সমস্যা (লোডিং বা বাফারিং সমস্যা) 16=ফি প্রদানে অপারেটর নির্দিষ্ট রাখা 17=সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ফর্ম দাখিল না হওয়া 18=অনলাইনে সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা না থাকা 19=চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়া 20=সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

৩.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ৩.৬ এ যান] 77= জানি না 88=নিরুত্তর

৩.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2= জনপ্রতিনিধির কাছে
3= উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4= সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে
5= সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7= অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
8= এলজিইডি-এর অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেলে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....

৩.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে

5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

৩.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থাই এই রকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....
88=নিরুত্তর

৪. ভূমি

৪.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫) আপনার খানার কোনো সদস্য ভূমি সংক্রান্ত কোনো ধরনের সেবা নিতে বা অনলাইনে কোন সেবা গ্রহন করতে গিয়েছিলেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান)

৪.২ খানা সদস্যদের ভূমি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

৪.২.১	৪.২.২	৪.২.৩	৪.২.৪	৪.২.৫	৪.২.৬
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	**কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে** (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	**প্রতিষ্ঠানের ধরন** (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	**কোন সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন** (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	**সেবা গ্রহণের পদ্ধতি**	**কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?**

৪.২.৭	৪.২.৮	৪.২.৯			৪.২.১০			৪.২.১১	৪.২.১২		
সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিয়েছিলেন কি? (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ৪.২.১১-এ চলে যান)	**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ**	**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ** (একাধিক উত্তর হতে পারে)			**সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ কাকে দিয়েছিলেন?** (একাধিক উত্তর হতে পারে)			**নসেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ**	**ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন?** (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৪.২.৩ প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=তহশিল অফিস (ইউনিয়ন ভূমি অফিস) 2=উপজেলা ভূমি অফিস (এসি ল্যান্ড) 3=উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস 4=উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস 5=জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস 6=জেলা রেকর্ড রুম 7=জেলা প্রশাসক অফিস [এল. এ শাখা, অতি: জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিস]	8=ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর 9=ভূমি মন্ত্রণালয় (ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি আপীল বোর্ড) 10=কারবারি 11=হেডম্যান 12=পার্বত্য জেলা পরিষদ 13=জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ 14=রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (প্লট বরাদ্দ) 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৪.২.৪ সেবার ধরন	1=দলিল রেজিস্ট্রেশন (সাব কাবলা, আম মোক্তারনামা, হেবা/উইল/দানপত্র) 2=নামজারি (মিউটেশন) 3=ভূমি উন্নয়ন কর/খাজনা/দাখিলা 4=ভূমি জরিপ 5=ভূমি অধিগ্রহণ 6=প্লট বরাদ্দ	7=ইজারা (অকৃষি খাস জমি, জল মহাল, হাট বাজার ইত্যাদি) 8=অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন 9=ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি 10=কৃষি খাস জমি বরাদ্দ 11=গুচ্ছ গ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৪.২.৫ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2= অনলাইনে, নিজে 4= আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে	3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে 5= আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত
৪.২.৬ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে	3= সেবা বাতিল হয়েছে
৪.২.৭ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	হ্যাঁ=1 না=2 77=জানি না 88=নিরুত্তর [না,জানি না, নিরুত্তর হলে, প্রশ্ন ৪.২.১১ চলে যান]	
৪.২.৯ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি	9= বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য 10= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায়

	3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি/তথ্য জানা না থাকায় 7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 8= জরিমানা এড়ানোর জন্য	11= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 12= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
৪.২.১০ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1= সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী 2= প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্য 3= দালাল 4=আত্মীয়-স্বজন/পাড়া-প্রতিবেশি/বন্ধু 5= স্থানীয় জনপ্রতিনিধি	6=দলিল লেখক 7=রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর
৪.২.১২ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=জরিপের সময় ভূমির পরিমাণ কম দেখানো 2=জরিপের সময় ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন 3=সময়ক্ষেপণ 4=আত্মসাৎ 5=প্রতারণা 6=সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি 7= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 8= বৈধ/সঠিক নথি/সনদ না পাওয়া 9=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছি 10= যোগসাজশের মাধ্যমে ইজারা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা 11= সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার 12= দালাল/উমেদারের মাধ্যমে সেবা নিতে বাধ্য হওয়া	13= দালাল/উমেদার কর্তৃক হয়রানি 14= সার্ভার সমস্যা (লোডিং বা বাফারিং সমস্য) 15= ফি প্রদানে অপারেটর নির্দিষ্ট রাখা 16= সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ফর্ম দাখিল না হওয়া 17= অনলাইনে সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা না থাকা 18= চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 19= সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

৪.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ৪.৬ এ যান] 77=জানি না 88=নিরুত্তর

৪.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2=জনপ্রতিনিধির কাছে
3=ইউএনও/সহকারী কমিশনার (ভূমি) -এর কাছে
4=ভূমি সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইন
5=সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7=অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

৪.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

৪.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8=দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

৫. কৃষি

৫.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪- অক্টোবর ২০২৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কৃষি বিষয়ক কোনো সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

৫.২ খানা সদস্যদের কৃষি সংক্রান্ত গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

৫.২.১	৫.২.২	৫.২.৩	৫.২.৪	৫.২.৫	৫.২.৬
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে) (ভর্তুকী হলে ৫.২.৪ প্রযোজ্য হবে)	সেবার উৎস/প্রতিষ্ঠান (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	ভর্তুকির ক্ষেত্র (৫.২.২-এর উত্তর '৩' বা ' ভর্তুকি সেবা' হলে)	কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?	সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিয়েছিলেন কি? (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ৫.২.১০-এ চলে যান)

৫.২.৭	৫.২.৮			৫.২.৯			৫.২.১০	৫.২.১১		
ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ কাকে দিয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৫.২.২ সেবার ধরন	1=সার প্রাপ্তি 2=বীজ প্রাপ্তি 3=ভর্তুকি সেবা 4=কৃষি বিষয়ক পরামর্শ 5=কৃষি খামার প্রদর্শনী 6=কীটনাশক	7=দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র কৃষক ও পোল্ট্রি খামারীদের সহায়তা তহবিলে অন্তর্ভুক্তি 8= কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ 9=সেচ সেবা 10=সেচ কার্ড 11=কৃষি কার্ড 12= হিমাগার 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৫.২.৩ সেবার উৎস/প্রতিষ্ঠান	1=ডিলার 2=বিএডিসি 3=জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস 4=সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা 5=কৃষকের জানালা/কৃষি বাতায়ন	6= হিমাগার মালিক 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়
৫.২.৪ ভর্তুকির ক্ষেত্র	1=বীজ/চারা 2=সার 3=জ্বালানি 4=কৃষি সহায়ক যন্ত্রপাতি 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): 77=জানি না 88=নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়	
৫.২.৫ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে 3= সেবা বাতিল হয়েছে	
৫.২.৬ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর [না, জানি না ও নিরুত্তর হলে হলে, প্রশ্ন ৫.২.১০ চলে যান]	
৫.২.৮ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি/তথ্য জানা না থাকায়	8= জরিমানা এড়ানোর জন্য 9= বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য 10= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 11= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 12= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না

	7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	88=নিরুত্তর
৫.২.৯ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1= সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী 2= প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্য 3= দালাল 4=আত্মীয়-স্বজন/পাড়া-প্রতিবেশি/বন্ধু 5= স্থানীয় জনপ্রতিনিধি	6= রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর
৫.২.১১ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন	1=সময়মতো সার/বীজ/কীটনাশক সরবরাহ না পাওয়া 2=নিম্নমানের সার/বীজ প্রাপ্তি 3=সময়ক্ষেপণ 4=আত্মসাৎ 5=প্রতারণা 6=সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি 7=সেবা প্রদানকারী কর্তৃক অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 8=সময়মত পরামর্শ না দেওয়া 9=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা	10=সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার 11=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার 12= অপ্রয়োজনীয় নথি জটিলতার কারণে প্রণোদনা হতে বঞ্চিত হওয়া 13=চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 14=সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

৫.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ৫.৬ এ যান] 77= জানি না 88=নিরুত্তর

৫.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2= জনপ্রতিনিধির কাছে
3= উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4= কৃষি সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে
5= সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7= অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

৫.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

৫.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

৬.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪- অক্টোবর ২০২৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছিলেন বা মিথস্ক্রিয়া করেছিলেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) ☐

৬.২ খানা সদস্যদের আইন-শৃঙ্খলা সংস্থার গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৬.২.১	৬.২.২	৬.২.৩	৬.২.৪	৬.২.৫	৬.২.৬	৬.২.৭		
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	**কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে** (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	**বিভাগ/সংস্থার ধরন** (একাধিক বিভাগ/সংস্থা হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	**গৃহীত সেবার ধরন** (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	**সেবা গ্রহণের পদ্ধতি**	**কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?**	**ঘটনা/ইস্যু/ অভিযোগ/অপরাধের ধরন** (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৬.২.৮	৬.২.৯	৬.২.১০			৬.২.১১			৬.২.১২	৬.২.১৩		
সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিয়েছিলেন কি? (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ৬.২.১২-এ চলে যান)	**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ**	**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ** (একাধিক উত্তর হতে পারে)			**সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ কাকে দিয়েছিলেন?** (একাধিক উত্তর হতে পারে)			**সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ**	**ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন?** (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৬.২.৩ বিভাগ/সংস্থার নাম	1=থানা পুলিশ 2=ট্রাফিক পুলিশ 3=হাইওয়ে পুলিশ 4=র‍্যাব 5=আনসার	6=ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি) 7=স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) 8=সিআইডি 9=পিবিআই 10=রেল পুলিশ	11=টুরিস্ট পুলিশ 12= পুলিশ হেড কোয়ার্টার 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৬.২.৪ সেবা/মিথস্ক্রিয়ার ধরন	1=জিডি করা 2=এফআইআর/কেস ফাইল 3=জরুরি সহায়তা (৯৯৯) 4=তদন্ত 5=চার্জশিট দেওয়া	6=গ্রেপ্তার 7=ট্রাফিক সংক্রান্ত 8=নিরাপত্তা চাওয়া 9=পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট) 10= পুলিশ ক্লিয়ারেন্স	11=গাড়ি রিকুইজিশন 12=সুরতহাল রিপোর্ট 13=দখল উচ্ছেদ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 88=নিরুত্তর
৬.২.৫ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2= অনলাইনে, নিজে 3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে 4=আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে 5= আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে		
৬.২.৬ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে 3= সেবা বাতিল হয়েছে		
৬.২.৭ ঘটনা/ইস্যু/ অভিযোগ/অপরাধের ধরন	1=হত্যা 2=চুরি বা ডাকাতি 3=মারামারি 4=ছিনতাই 5=চাঁদাবাজি 6=জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ 7=নারী ও শিশু নির্যাতন	10=হারানো 11=ভয়ভীতি 12=ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন/ ট্রাফিক সংক্রান্ত 13=রাষ্ট্রীয়/ব্যক্তিগত নিরাপত্তা 14=রাজনৈতিক মামলা 15=পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট)	19=কর্তৃক গাড়ি আটক 20=মাদক বা চোরাচালান 21=আত্মহত্যা 22=গুম করা/হওয়া 23=ধর্ষণ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 88=নিরুত্তর

	8=প্রতারণা 9=অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ	16=অন্যান্য ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স 17=গ্রেফতার 18=গাড়ি রিকুইজিশন নেয়া
৬.২.৮ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর [না হলে, প্রশ্ন ৬.২.১২ চলে যান]	
৬.২.১০ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি/তথ্য জানা না থাকায় 7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	8= জরিমানা এড়ানোর জন্য 9= বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য 10= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 11= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 12= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66= অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর
৬.২.১১ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1=কর্মকর্তা/কর্মচারী 2=আত্মীয়-স্বজন/পাড়া-প্রতিবেশি/বন্ধু 3=স্থানীয় জনপ্রতিনিধি 4=দালাল	5=রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
৬.২.১৩ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=সময়ক্ষেপণ 2=অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 3=ভয়ভীতি প্রদর্শন 4=আত্মসাৎ 5=প্রতারণা 6=মিথ্যা এফআইআর/চার্জশীট প্রদান 7=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার 8=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 9=মিথ্যা মামলায় জড়ানো 10=চার্জশিট প্রদানে বিলম্ব 11=চাঁদাবাজি করা 12=থানায় নির্যাতন করা 13=ক্রস ফায়ারের ভয়ভীতি প্রদর্শন 14=পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট) রিপোর্ট দিতে দেরি করা বা ভুল তথ্য দেওয়া 15=ভেরিফকেশন/ক্লিয়ারেন্স (অন্যান্য) সার্টিফিকেট দিতে দেরি করা 16=ভেরিফকেশন/ক্লিয়ারেন্স (অন্যান্য) সার্টিফিকেটে সঠিক তথ্য না দেওয়া	17=মামলার আলামত নষ্ট বা আলামত সংগ্রহে স্পট ভিজিট না করা 18=ঘোষণা ব্যতীত ২৪ ঘন্টার বেশি সময় আটক রাখা 19=সময়মতো কোর্টে চালান না করা 20=অর্থের বিনিময়ে গ্রেফতার 21=অভিযোগকারী/ তথ্যপ্রদানকারীর তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা না করা/হয়রানি 22=অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা না নেওয়া/ সাড়া না দেওয়া 23=সার্ভার সমস্য (লোডিং বা বাফারিং সমস্য) 24=ফি প্রদানে অপারেটর নির্দিষ্ট রাখা 25=সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ফর্ম দাখিল না হওয়া 26=অনলাইনে সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা না থাকা 27= চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 28=সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

৬.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ৬.৬ এ যান] 77= জানি না 88=নিরুত্তর

৬.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2=জনপ্রতিনিধির কাছে
3=উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4=সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে
5=সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7=অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
8=আইজিপি'র কমপ্লেইন সেল
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

৬.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

৬.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

৭. বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা

৭.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো আদালত থেকে বিচারিক সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান)

৭.২ খানা সদস্যদের গৃহীত বিচারিক সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৭.২.১	৭.২.২	৭.২.৩	৭.২.৪			৭.২.৫	৭.২.৬	৭.২.৭
খানার কোন কোন সদস্য সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	মামলার বিষয়বস্তু	আদালতের ধরন (সর্বশেষ যে আদালতে মামলাটি পরিচালিত হয়েছিল/হচ্ছে)	মামলা চলার সময়কাল			কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?	সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিয়েছিলেন কি? (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ৭.২.১১-এ চলে যান)	ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ
			ক	খ	গ			
			বছর	মাস	দিন			

৭.২.৮	৭.২.৯			৭.২.১০			৭.২.১১	৭.২.১২		
ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হলে, কে চেয়েছে? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ কাকে দিয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৭.২.২ মামলার বিষয়বস্তু	1=হত্যা 2=ডাকাতি 3=বেআইনি সমাবেশ/দাঙ্গা/মারামারি 4=ছিনতাই/চাঁদাবাজি 5=প্রতারণা 6=আঘাত 7=চুরি 8=নারী ও শিশু নির্যাতন 9=পারিবারিক সহিংসতা 10=সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড 11=বিবাহ বিচ্ছেদ 12=জমি/সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ 13=অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ 14=বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা 15=রীট 16=আপিল 17=রিভিউ 18=রিভিশন 19=ভূমি জরিপ 20=মাদক সংক্রান্ত 21=অপহরণ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 88=নিরুত্তর
৭.২.৩ আদালতের ধরন	**1=জজ কোর্ট/দেওয়ানি আদালতসমূহ** (সহকারী জজ আদালত, সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, যুগ্ম জেলা জজ আদালত, অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, জেলা জজ আদালত) **2=ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারি আদালতসমূহ** (জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, অতিরিক্ত চিফ মেট্রো পলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, যুগ্ম মেট্রোপলিটন দায়রা জজ আদালত, অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন দায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটন দায়রা জজ আদালত) **3=বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল** (শ্রম আদালত, পারিবারিক আদালত, অর্থ ঋণ আদালত, আয়কর ট্রাইবুনাল, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল, নির্বাচন ট্রাইবুনাল, জননিরাপত্তা ট্রাইবুনাল, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত, ভূমি জরিপ ট্রাইবুনাল ইত্যাদি) **4=হাইকোর্ট বিভাগ** **5=আপীল বিভাগ** 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না
৭.২.৫ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে 3= সেবা বাতিল হয়েছে

৭.২.৬ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছেন কিনা	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ৭.২.১১-তে চলে যান]
৭.২.৮ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= ধারনা ছিলো টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি/তথ্য জানা না থাকায় 7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 8= জরিমানা এড়ানোর জন্য 9= বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য (প্রয়োজনীয় নথি দ্রুত পাওয়ার জন্য) 10= প্রদত্ত সেবায় খুশি হয়ে বখশিশ প্রদান 11= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 12= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 13= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
৭.২.৯ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হলে, কে চেয়েছে?	1=উচ্চমান সহকারী 2=সেরেস্তাদার 3=পেশকার 4=নিম্নমান সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর 5=জারিকারক/প্রসেস সার্ভেয়ার 6=এমএলএসএস/পিয়ন 7=বিচারক/জজ/জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 8=নিয়োগকৃত আইনজীবী/উকিল 9=আইনজীবী/উকিলের সহকারী/মুহুরি 10=সরকারপক্ষীয় আইনজীবী/উকিল (পিপি, এপিপি, জিপি, এজিপি) 11=কোর্ট পুলিশ 12=দালাল 13=রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
৭.২.১০ সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ কাকে দিয়েছিলেন	1=উচ্চমান সহকারী 2=সেরেস্তাদার 3=পেশকার 4=নিম্নমান সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর 5=জারিকারক/প্রসেস সার্ভেয়ার 6=এম এল এস এস/ পিয়ন 7=বিচারক/জজ/জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 8=নিয়োগকৃত আইনজীবী 9=আইনজীবী সহকারী/মুহুরি 10=সরকার পক্ষীয় আইনজীবী (পিপি,এপিপি,জিপি,এজিপি) 11=কোর্ট পুলিশ 12=দালাল 13=নিজের জন্য চেয়েছে 14=রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
৭.২.১২ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন	1=রাজনৈতিক বা অন্য কোনো প্রভাব বিস্তার 2=নির্ধারিত ফি প্রদান করা সত্ত্বেও আইনজীবী/আইনজীবীর সহকারী/মুহুরির অতিরিক্ত টাকা দাবি 3=নির্ধারিত ফি প্রদান করা সত্ত্বেও আইনজীবী সময় দেয়নি/ দিতে চায় না 4=আইনজীবী মামলা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে না 5=আইনজীবী মামলার অবস্থা সম্পর্কে মক্কেলকে জানায় না 6=আইনজীবী উদ্দেশ্যমূলকভাবে সময়ক্ষেপণ করে 7=আইনজীবীর সহকারী/মুহুরির মাধ্যমে হয়রানি 8=আদালত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অসহযোগিতা 9= প্রতারণা 10=জালিয়াতি 11=দালালের মাধ্যমে হয়রানি 12=ভয়ভীতি প্রদর্শন 13=অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 14=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার 15= আদালত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা 16=চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 17=সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

৭.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ৭.৬ এ যান] 77=জানি না 88=নিরুত্তর

৭.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2=জনপ্রতিনিধির কাছে
3= উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4= সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে
5= সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7= অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

৭.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

৭.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

৮. বিদ্যুৎ

৮.১ আপনার খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না

৮.২ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে কোনো ধরনের সেবা নিয়েছেন বা মিথস্ক্রিয়া হয়েছিল কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

৮.৩ খানা সদস্যদের গৃহীত বিদ্যুৎ সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৮.৩.১	৮.৩.২	৮.৩.৩	৮.৩.৪	৮.৩.৫	৮.৩.৬	৮.৩.৭
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	সংস্থার নাম (একাধিক সংস্থা হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গ্রাহকের ধরন (একাধিক ধরনের গ্রাহক হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	কোন সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন (একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?	সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিয়েছিলেন কি? (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ৮.২.১১-এ চলে যান)

৮.৩.৮	৮.৩.৯			৮.৩.১০			৮.৩.১১	৮.৩.১২		
ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ কাকে দিয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৮.৩.২ সংস্থার নাম	1=বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) 2=ডিপিডিসি 3=ডেসকো 4=পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি 5=ওজোপাডিকো 6= নেসকো 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৮.৩.৩ গ্রাহকের ধরন	1=আবাসিক 2=অনাবাসিক 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৮.৩.৪ সেবার ধরন	**ক. নতুন সংযোগ, পুনঃ সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকরণ পরিবর্তন ও ক্রয় সংক্রান্ত** 1=নতুন সংযোগ গ্রহণ 2=পুনঃসংযোগ 3=বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন/সরবরাহ 4=সাব-মিটার সংযোজন 5=মিটার পরিবর্তন 6= প্রিপেইড মিটার স্থাপন 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): .... **খ. মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা** 8=মিটার রিডিং 9=বিল দেওয়া/কার্ড রিফিল করা 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৮.৩.৫ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2= অনলাইনে, নিজে 3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে 4= আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে 5=আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে
৮.৩.৬ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে 3= সেবা বাতিল হয়েছে
৮.৩.৭ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর [না হলে, প্রশ্ন ৮.৩.১১ চলে যান]

৮.৩.৯ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= ধারনা ছিলো টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায়	7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 8= জরিমানা এড়ানোর জন্য 9= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 10= ভবিষ্যতে সেবা নিশ্চিত করার জন্য 11= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
৮.৩.১০ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1= সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী 2= প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্য 3= দালাল 4= রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ	66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর
৮.৩.১২ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=সময়ক্ষেপণ 2=প্রতারণা 3=অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 4=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 5=দালাল-নির্ভর সেবা 6=হয়রানি 7=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছি 8= দায়িত্ব পালনে অবহেলা/অভিযোগ আমলে না নেওয়া/গ্রহণ না করা 9= সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার 10= মিটার না দেখেই বিল প্রদান 11= বিদ্যুৎ ব্যবহারের চেয়ে অতিরিক্ত বিল প্রদান 12= অতিরিক্ত বিল পরবর্তীতে সমন্বয় না করা 13= মিটার সংযোজনে হোল্ডিংয়ের দূরত্বের অতিরিক্ত চার্জ দাবী 14= সঠিক ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান না করা	15= সার্ভার সমস্যা (লোডিং বা বাফারিং সমস্য) 16= ফি প্রদানে অপারেটর নির্দিষ্ট রাখা 17= সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ফর্ম দাখিল না হওয়া 18= অনলাইনে সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা না থাকা 19= সঠিক ওটিপি না পাওয়া 20= চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 21= সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

৮.৪ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ৮.৬ এ যান] 77=জানি না 88=নিরুত্তর

৮.৫ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2= জনপ্রতিনিধির কাছে
3= উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4= সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে
5= সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7= অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

৮.৬ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

৮.৭ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

৯. ব্যাংকিং (সরকারি ও বেসরকারি)

৯.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো ব্যাংক থেকে সেবা নিয়েছিলেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

৯.২খানা সদস্যদের গৃহীত ব্যাংকিং সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৯.২.১	৯.২.২	৯.২.৩	৯.২.৪	৯.২.৫	৯.২.৬
কার জন্য সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন? (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	পরিবারের কার মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন? (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	প্রতিষ্ঠান/ব্যাংকের ধরন (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	কোন সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন (একাধিক সেবার গ্রাহক হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?

৯.২.৭	৯.২.৮	৯.২.৯			৯.২.১০			৯.২.১১	৯.২.১২		
সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিয়েছিলেন কি? (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ৯.২.১১-এ চলে যান)	ঘুষ/ নিয়মবহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ কাকে দিয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৯.২.৩ প্রতিষ্ঠান/ব্যাংকের ধরন	1=রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক 2= বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক 3=অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক	4=বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক 5=বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক	6=গ্রামীণ ব্যাংক 7=অন্যান্য অ-তফসিলি ব্যাংক (যেমন: জুবিলি ব্যাংক)
৯.২.৪ ব্যাংকিং সেবার ধরন	1=হিসাব খোলা 2=টাকা জমা 3=টাকা উত্তোলন 4=ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ 5=ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ 6=ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ (হোম লোন) 7=গাড়ি ক্রয়ের জন্য ঋণ গ্রহণ (কার লোন) 8=কৃষি ঋণ	9=ক্রেডিট কার্ড 10=পে/মানি অর্ডার/টিটি 11=এলসি খোলা 12=রেমিট্যান্স উত্তোলন 13=বেতন ও ভাতা উত্তোলন 14=মেয়াদি সঞ্চয়ী 15=ডিপিএস 16=বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ 17=পাসপোর্টের ফি জমা	18=হোল্ডিং কর জমা 19=ট্রেড লাইসেন্সের ফি/নবায়ন ফি জমা 20=অন্যান্য পরিসেবার বিল পরিশোধ 21=সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত ভাতা উত্তোলন 22=সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত 23=গাড়ির বিমার টাকা জমা 24=প্রবাসী লোন 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৯.২.৫ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2= অনলাইনে, নিজে 3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে 4= আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে 5= আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে		
৯.২.৬ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে 3= সেবা বাতিল হয়েছে		
৯.২.৭ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর [না হলে, প্রশ্ন ৯.২.১১ চলে যান]		
৯.২.৯ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য	7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 8= জরিমানা এড়ানোর জন্য 9= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 10= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 11= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...	

	5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায়	77=জানি না 88=নিরুত্তর
৯.২.১০ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1= সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী 2= প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্য 3= দালাল 4=রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ	66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর
৯.২.১২ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=সময়ক্ষেপণ 2=দায়িত্ব পালনে অবহেলা 3=অসদাচারণ/দুর্ব্যবহার 4=প্রতারণা 5= হয়রানি 6=মৌখিকভাবে আংশিক তথ্য প্রদান/তথ্য গোপন করা 7=সেবা প্রদানে অনীহা/অসহযোগিতা 8=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছি 9= সার্ভার সমস্যা (লোডিং বা বাফারিং সমস্য) 10= ফি প্রদানে অপারেটর নির্দিষ্ট রাখা	11= সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ফর্ম দাখিল না হওয়া 12= সঠিক ওটিপি না পাওয়া 13= চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 14= সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

৯.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ৯.৬ এ যান] 77=জানি না 88=নিরুত্তর

৯.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2= জনপ্রতিনিধির কাছে
3= উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4= সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইন
5= সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7= অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
8=বাংলাদেশ ব্যাংক-এ
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

৯.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

৯.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১০. বিআরটিএ

১০.১ বিগত এক বছরের মধ্যে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য বিআরটিএ হতে কোন সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান) ☐

১০.২ খানার সদস্যদের বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

১০.২.১	১০.২.২	১০.২.৩	১০.২.৪	১০.২.৫	১০.২.৬
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	সেবাগ্রহীতার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক ধরনের সেবাগ্রহীতা হলে ভিন্ন ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?	সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিয়েছিলেন কি? (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ১০.২.১০-এ চলে যান)

১০.২.৭	১০.২.৮			১০.২.৯			১০.২.১০	১০.২.১১		
ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ কাকে দিয়েছিলেন কি? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১০.২.২ সেবাগ্রহীতার ধরন	1=মোটরযান চালক 2=মোটরযান মালিক
১০.২.৩ সেবার ধরন	1=শিক্ষানবীশ ড্রাইভিং লাইসেন্স 2= নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু 3= ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন 4=হারানো/ডুপ্লিকেট ড্রাইভিং লাইসেন্স 5=মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন 6=ফিটনেস সনদ 7=মোটরযানের রুট পারমিট ইস্যু/নবায়ন 8=ট্যাক্স টোকেন সংগ্রহ/নবায়ন 9=রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট সংগ্রহ 10=মোটরযানের মালিকানা/ব্যবসার ঠিকানা বদল 11=হারানো নথি/সনদ সংগ্রহ 12= ডোপটেস্ট সংক্রান্ত 13=মালিকানা বদলী 14= নম্বর প্লেট 15= ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট 16= ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স 17= তথ্য সংশোধন 18= মোটরযানের ইঞ্জিন/রং/টায়ার সাইজ পরিবর্তন 19= মোটরযান শ্রেণী সংযোজন 20= লাইসেন্সের প্রকৃতি পরিবর্তন(অপেশাদার থেকে পেশাদার) 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
১০.২.৪ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2= অনলাইনে, নিজে 3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে 4= আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে 5= আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে
১০.২.৫ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে 3= সেবা বাতিল হয়েছে
১০.২.৬ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর [না, জানি না ও নিরুত্তর হলে ১০.২.১০ চলে যায়]

১০.২.৮ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 8= জরিমানা এড়ানোর জন্য	9= বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য 10= স্বজনপ্রীতির শিকার হয়েছি 11= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 12= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 13= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
১০.২.৯ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1= প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী 2= নিরাপত্তা প্রহরী 3= দালাল 4= মোটরযানের শো-রুম 5= আত্মীয়-স্বজন/পাড়া-প্রতিবেশি/বন্ধু	6= রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর
১০.২.১১ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতির/অনিয়মের ধরন	1=সময়ক্ষেপণ 2=প্রতারণা 3=অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 4=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 5=দালাল-নির্ভর সেবা 6=হয়রানি 7=রেকর্ডবুকে হিসাব/নথি অন্তর্ভুক্ত না হওয়া 8=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছি 9=বৈধ/সঠিক নথি/সনদ না পাওয়া 10=সার্ভার সমস্যা (লোডিং বা বাফারিং সমস্য)	11= ফি প্রদানে অপারেটর নির্দিষ্ট রাখা 12=সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ফর্ম দাখিল না হওয়া 13=অনলাইনে সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা না থাকা 14=চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 15=সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

১০.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ　　2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ১০.৬ এ যান]　　88=নিরুত্তর

১০.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2= জনপ্রতিনিধির কাছে
3= উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4= সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে
5= সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7= অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১০.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১০.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১১. কর ও শুল্ক

১১.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো কর (ট্যাক্স) দিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না

১১.২ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো শুল্ক (কাস্টমস) দিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (১১.১ ও ১১.২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাতে/সেকশনে চলে যান)

১১.৩ সেবা সম্পর্কিত তথ্য

১১.৩.১	১১.৩.২	১১.৩.৩	১১.৩.৪	১১.৩.৫	১১.৩.৬
কার জন্য সেবা নিয়েছিলেন? (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	সেবা গ্রহণকারীর ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক ধরনের সেবা গ্রহণকারী হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?	সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিয়েছিলেন কি? ('উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ১১.২.১০-এ চলে যান)

১১.৩.৭	১১.৩.৮			১১.৩.৯			১১.৩.১০	১১.৩.১১		
ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ কাকে দিয়েছিলেন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১১.৩.২ সেবা গ্রহণকারীর ধরন	1=ব্যক্তিগত 2=বাণিজ্যিক (ব্যবসায়িক প্রয়োজনে)
১১.৩.৩ গৃহীত সেবার ধরন	1=আয়কর 4=আমদানি-রপ্তানি শুল্ক 7= ই-টিন 2=ভ্রমণ কর 5=পণ্য শুল্ক (এয়ারপোর্টে/স্থলবন্দর) 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 3=ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) 6=ডাক শুল্ক
১০.৩.৪ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2= অনলাইনে, নিজে 3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে 4= আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে 5= আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে
১১.৩.৫ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে 3= সেবা বাতিল হয়েছে
১১.৩.৬ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর [না, জানি না ও নিরুত্তর হলে ১১.৩.১০ চলে যান]
১১.৩.৮ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 9= বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য 10= স্বজনপ্রীতির শিকার হয়েছি 11= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 12= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 13= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

	8= জরিমানা এড়ানোর জন্য	
১১.৩.৯ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1= প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী 2= নিরাপত্তা প্রহরী 3= দালাল 4= আত্মীয়-স্বজন/পাড়া-প্রতিবেশি/বন্ধু	5= কর আইনজীবী 6= রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর
১১.৩.১১ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=সময়ক্ষেপণ 2=প্রতারণা 3=অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 4=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 5=দালাল-নির্ভর সেবা 6=হয়রানি 7=রেকর্ডবুকে হিসাব/নথি অন্তর্ভুক্ত না হওয়া 8=আইনের ধারার অজুহাত/মামলার ভয় দেখিয়ে হয়রানি 9=প্রভাব বিস্তার 10=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছি 11=ফাইল আটকিয়ে রাখা/ফাইল হারিয়ে ফেলা 12= বৈধ/সঠিক নথি/সনদ না পাওয়া	13= সার্ভার সমস্যা (লোডিং বা বাফারিং সমস্যা) 14= ফি প্রদানে অপারেটর নির্দিষ্ট রাখা 15= সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ফর্ম দাখিল না হওয়া 16=অনলাইনে সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা না থাকা 17=চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 18= সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

১১.৪ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ   2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ১১.৬ এ যান]   77= জানি না   88=নিরুত্তর

১১.৫ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2= জনপ্রতিনিধির কাছে
3= উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4= সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে
5= সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7= অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১১.৬ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১১.৭ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১২. এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)

১২.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনও এনজিও (*সমবায় সমিতি নয়*) থেকে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

১২.২ খানার সদস্যদের এনজিও সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১২.২.১	১২.২.২	১২.২.৩	১২.২.৪	১২.২.৫	১২.২.৬
কার জন্য সেবা নিয়েছিলেন? (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	এনজিও'র ধরন (একাধিক এনজিও থেকে সেবা নিলে ভিন্ন সারিতে তথ্য নিন)	কোন সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা নিলে, ভিন্ন সারিতে তথ্য নিন)	সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?	সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিয়েছিলেন কি? (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ১২.২.১০-এ চলে যান)

১২.২.৭	১২.২.৮			১২.২.৯			১২.২.১০	১২.২.১১		
ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ কাকে দিয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১২.২.২ এনজিও'র ধরন	1=স্থানীয়/জাতীয় 2=আন্তর্জাতিক 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... **(স্থানীয় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে থাকলে তার তথ্য নেওয়ার দরকার নেই)**
১২.২.৩ সেবার ধরন	1=ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ এবং সঞ্চয় 2=বিশুদ্ধ পানি 3=স্যানিটারি ল্যাট্রিন 4=ত্রাণ/করোনাকালে সাহায্যপ্রাপ্তি 5=পুনর্বাসন 6=আইনি সহায়তা 7=আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি (কৃষি, জীবন-জীবিকা, পোল্ট্রি, গরু মোটাতাজাকরণ, মৌমাছি পালন ইত্যাদি) 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১২.২.৪ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2= অনলাইনে, নিজে 3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে 4=আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে 5= আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে
১২.২.৫ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে 3= সেবা বাতিল হয়েছে
১২.২.৬ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর [না, জানি না ও নিরুত্তর হলে ১২.২.১০ চলে যান]
১২.২.৮ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 9= বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য 10= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 11= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 12= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

	7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 8= জরিমানা এড়ানোর জন্য	
১২.২.৯ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1= প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী 2= নিরাপত্তা প্রহরী 3= দালাল 4= আত্মীয়-স্বজন/পাড়া-প্রতিবেশি/বন্ধু	5= রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর
১২.২.১১ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছি 2=সময়ক্ষেপণ 3=প্রতারণা 4=অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 5=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 6=দালাল-নির্ভর সেবা 7=হয়রানি 8=ফাইল আটকিয়ে রাখা/ফাইল হারিয়ে ফেলা 9=বরাদ্দের তুলনায় পরিমাণে কম দেওয়া 10=অপ্রয়োজনীয় অন্য সেবা গ্রহণে বাধ্য করা 11=তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ত্রাণ/সহযোগিতা না পাওয়া	12=আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা/আত্মসাৎ/সঞ্চয় নিয়ে উধাও 13=তদারকি না করা 14=তালিকা প্রণয়নে অনিয়ম 15=সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার 16= চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 17= সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

১২.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ১২.৬ এ যান] 77= জানি না 88=নিরুত্তর

১২.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2= জনপ্রতিনিধির কাছে
3= উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4= সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে
5= সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7= অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১২.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১২.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১৩. পাসপোর্ট

১৩.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য পাসপোর্ট সেবা সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন কি?

উত্তর: 1= হ্যাঁ 2= না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান) ☐

১৩.২ খানার সদস্যদের পাসপোর্ট সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১৩.২.১	১৩.২.২	১৩.২.৩	১৩.২.৪	১৩.২.৫	১৩.২.৬	১৩.২.৭	১৩.২.৮
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	অফিসের ধরন	পাসপোর্টের ধরন	মেয়াদের ধরন	আবেদনের ধরন/বিতরণের ধরন	**সেবার ধরন** (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	**সেবা গ্রহণের পদ্ধতি**

১৩.২.৯	১৩.২.১০	১৩.২.১১			১৩.২.১২			১৩.২.১৩	১৩.২.১৪		
সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো অতিরিক্ত টাকা বা ঘুষ প্রদান করেছেন কি? (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ১৩.২.১৩-এ চলে যান)	**ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত টাকার পরিমাণ**	**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ** (একাধিক উত্তর হতে পারে)			**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ কাকে প্রদান দেওয়া হয়েছে?** (একাধিক উত্তর হতে পারে)			**সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ**	**ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন?** (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১৩.২.৩ পাসপোর্ট অফিসের ধরন	1=আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস 2=বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস
১৩.২.৪ পাসপোর্ট ধরন	1=নতুন (এমআরপি) 2= নতুন ই-পাসপোর্ট 3=রি-ইস্যু (এমআরপি)
১৩.২.৫ মেয়াদের ধরন	1=৪৮ পৃষ্ঠা এবং ৫ বছর মেয়াদ 3=৬৪ পৃষ্ঠা এবং ৫ বছর মেয়াদ 2=৪৮ পৃষ্ঠা এবং ১০ বছর মেয়াদ 4=৬৪ পৃষ্ঠা এবং ১০ বছর মেয়াদ
১৩.২.৬ আবেদনের ধরন/ বিতরণের ধরন	1=সাধারণ (১৫ কর্মদিবস) 2=জরুরি (৭ কর্মদিবস) 3=অতীব জরুরী (২ কর্মদিবস, ই-পাসপোর্ট)
১৩.২.৭ সেবার ধরন	1=আবেদনপত্র পূরণ ও জমা/সাবমিট 2=বায়োমেট্রিক প্রদান 3=পাসপোর্ট গ্রহণ 66= অন্যান্য
১৩.২.৮ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2= অনলাইনে, নিজে 3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে 4=আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে 5= আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে
১৩.২.৯ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর [না হলে, প্রশ্ন ১৩.২.১৩ চলে যান]
১৩.২.১১ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5= যথাসময়ে সেবা পেতে 6= নির্ধারিত ফি/তথ্য জানা না থাকায় 7= নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 8= জরিমানা এড়ানোর জন্য 9= বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য 10= স্বজনপ্রীতির শিকার হয়েছি 11= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 12= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 13= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66= অন্যান্য (উল্লেখ করুন): … 77= জানি না 88= নিরুত্তর

১৩.২.১২ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে দেওয়া হয়েছে	1= সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী 2= প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্য 3= দালাল	4= রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): … 77= জানি না 88= নিরুত্তর
১৩.২.১৪ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন	1=দায়িত্ব পালনে অবহেলা 2=সময়ক্ষেপণ 3=আত্মসাৎ 4=হয়রানি 5=অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 6=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 7=প্রতারণা 8=দালালের সহযোগিতা নিতে বাধ্য করা/ দালাল-নির্ভর সেবা 9=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছি 10= সার্ভার সমস্যা (লোডিং বা বাফারিং সমস্য)	11= ফি প্রদানে অপারেটর নির্দিষ্ট রাখা 12= সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ফর্ম দাখিল না হওয়া 13=অনলাইনে সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা না থাকা 14=চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 15= সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): … 77= জানি না 88= নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

১৩.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ   2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ১৩.৬ এ যান]   77= জানি না   88=নিরুত্তর

১৩.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2= জনপ্রতিনিধির কাছে
3= উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4= সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে
5= সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7= অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১৩.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১৩.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১৪. বীমা

১৪.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫)) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো বীমা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান) [ ]

১৪.২ খানার সদস্যদের বীমা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১৪.২.১	১৪.২.২	১৪.২.৩	১৪.২.৪	১৪.২.৫	১৪.২.৬	১৪.২.৭
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	**সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ধরন** (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	**গৃহীত বীমার ধরন** (এক ব্যক্তি একাধিক ধরনের বীমা সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	**কোন সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন** (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	**সেবা গ্রহণের পদ্ধতি**	**কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?**	**সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো অতিরিক্ত টাকা বা ঘুষ প্রদান করেছেন কি?** (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ১৪.২.১১-এ চলে যান)

১৪.২.৮	১৪.২.৯			১৪.২.১০			১৪.২.১১	১৪.২.১২		
ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত টাকার পরিমাণ	**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ** (একাধিক উত্তর হতে পারে)			**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ কাকে দেওয়া হয়েছে?** (একাধিক উত্তর হতে পারে)			**সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ**	**ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন?** (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১৪.২.২ প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=সরকারি 2=বেসরকারি	3=বৈদেশিক 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৪.২.৩ বীমার ধরন	1=জীবন বীমা 2=স্বাস্থ্য বীমা 3=শিক্ষা বীমা 4=সঞ্চয় বীমা	5=আগুন এবং দুর্ঘটনা বীমা 6=অবসর বীমা 7=মোটরযান বীমা 8= আবাসন বীমা 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৪.২.৪ সেবার ধরন	1=কিস্তি জমা দেওয়া 2=বীমার মেয়াদ পূর্ণ হলে টাকা উত্তলন 3=বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে টাকা উত্তলন	4=স্বাস্থ্য বীমা, শিক্ষা বীমা, ইত্যাদি বীমার দাবি করা 5=বীমার লভ্যাংশ উত্তলন 6=নতুন বীমা খোলা 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৪.২.৫ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2= অনলাইনে, নিজে 3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে	4=আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে 5= আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে
১৪.২.৬ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে 3= সেবা বাতিল হয়েছে	
১৪.২.৭ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর [না, জানি না, নিরুত্তর হলে, প্রশ্ন ১৪.২.১১ চলে যান]	

১৪.২.৯ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি /তথ্য জানা না থাকায় 7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 8= জরিমানা এড়ানোর জন্য	9= বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য 10= স্বজনপ্রীতির শিকার হয়েছি 11= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 12= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 13= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
১৪.২.১০ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1= সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী 2= প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্য 3= দালাল 4=রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ	66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর
১৪.২.১২ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=দায়িত্ব পালনে অবহেলা 2=সময়ক্ষেপণ 3=হয়রানি 4=অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 5=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 6=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছি 7=কিস্তির টাকা আত্মসাৎ/বীমার টাকা আত্মসাৎ 8=তথ্য গোপন করা/বীমার হিসাব খোলার সময় বিভিন্ন শর্ত সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না করা/মৌখিকভাবে আংশিক তথ্য প্রদান করা	9=বিভিন্ন সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে সেসব সুবিধা না দেয়া 10=বীমার দাবি পরিশোধে দীর্ঘসূত্রতা/সময়ক্ষেপণ/করোনা মহামারির কারণ দেখিয়ে বীমা দাবি ছাড় না করা 11=অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা দলিল জমা দিতে চাপ প্রদান 12=চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 13=সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়

১৪.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ১৪.৬ এ যান] 77= জানি না 88=নিরুত্তর

১৪.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2= জনপ্রতিনিধির কাছে
3= উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4= সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে
5= সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7= অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১৪.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১৪.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১৫. গ্যাস

১৫.১ আপনার খানায় রান্নার জ্বালানি হিসেবে কি ব্যাবহৃত হয় ? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)

উত্তর: 1=প্রাকৃতিক গ্যাস 2=এলপিজি/ সিলিন্ডার গ্যাস ৩= জৈব গ্যাস ৪=ইলেক্ট্রিসিটি ৫= কাঠ/লাকড়ি ৬৬=অন্যান্য

১৫.২ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য গ্যাস বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) [ ]

১৫.৩ খানার গ্যাস সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১৫.৩.১	১৫.৩.২	১৫.৩.৩	১৫.৩.৪	১৫.২.৫	১৫.৩.৬	১৫.৩.৭
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	**সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা** (একাধিক সংস্থা হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	**গ্রাহকের ধরন** (একাধিক সেবার গ্রাহক হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	**কোন সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন** (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	**সেবা গ্রহণের পদ্ধতি**	**কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?**	**সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো অতিরিক্ত টাকা বা ঘুষ প্রদান করেছেন কি?** (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ১৫.২.১১-এ চলে যান)

১৫.৩.৮	১৫.৩.৯			১৫.৩.১০			১৫.৩.১১	১৫.৩.১২		
ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত টাকার পরিমাণ	**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ** (একাধিক উত্তর হতে পারে)			**সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ কাকে প্রদান করেছেন?** (একাধিক উত্তর হতে পারে)			**সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ**	**ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন?** (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১৫.৩.২ সংস্থার নাম	1=তিতাস গ্যাস কোম্পানি লি. 2=বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি. 3=জালালাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি. 4=পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি.	5=কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি. 6=সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লি. 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৫.৩.৩ গ্রাহকের ধরন	1=আবাসিক (মিটারভিত্তিক) 2=আবাসিক (মিটার ছাড়া)	3=বাণিজ্যিক 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৫.৩.৪ সেবার ধরন	1=নতুন সংযোগের জন্য আবেদন করা 2=নতুন সংযোগ 3=পুনঃসংযোগ 4=সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা 5=জরিপ/সম্ভাব্যতা যাচাই 6=রাইজার/আরএমএস মেরামত/স্থানান্তর 7=মালিকানা নাম পরিবর্তন	8=মিটার রিডিং 9=গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি/পুনর্বিন্যাস 10=গ্যাসের চুলা হ্রাস/বৃদ্ধি 11=লাইন/সংযোগ সম্প্রসারণ 12=লাইন/সংযোগ মেরামত 13=প্রি-পেইড মিটার স্থাপন 14= গ্যাস সরবরাহ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৫.২.৫ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2= অনলাইনে, নিজে 3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে	4=আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে 5= আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে
১৫.৩.৬ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে	3= সেবা বাতিল হয়েছে

১৫.৩.৭ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর [না, জানি না, নিরুত্তর হলে, প্রশ্ন ১৫.৩.১১ চলে যান]	
১৫.৩.৯ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 8= জরিমানা এড়ানোর জন্য	9= বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য 10= স্বজনপ্রীতির শিকার হয়েছি 11= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 12= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 13= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
১৫.৩.১০ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1= সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী 2= প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্য 3= দালাল	4= রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর
১৫.৩.১২ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=অযথা বিলম্ব করা/সময়ক্ষেপণ 2=প্রভাব বিস্তার/রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ 3=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 4=আইনের ধারার অজুহাত দেখিয়ে হয়রানি 5=দায়িত্ব পালনে অবহেলা 6=অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 7=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছি 8=ফাইল আটকিয়ে রাখা 9=ফাইল হারিয়ে ফেলা	10=সম্ভাব্যতা যাচাই না করে রিপোর্ট প্রদান 11=দালালের মাধ্যমে সেবা নিতে বাধ্য হওয়া 12=সঠিক ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান না করা 13= চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 14= সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

১৫.৪ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ১৫.৭ এ যান] 77= জানি না 88=নিরুত্তর

১৫.৫ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2= জনপ্রতিনিধির কাছে
3= উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4= সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে
5= সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7= অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১৫.৬ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১৫.৭ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১৬. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা

১৬.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫)) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা পেয়েছেন কি?

উত্তর: ১= হ্যাঁ ২= না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

১৬.২ খানার সদস্যদের দুর্যোগ সহায়তা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১৬.২.১	১৬.২.২	১৬.২.৩	১৬.২.৪	১৬.২.৫	১৬.২.৬
কে সেবা পেয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক ধরনের সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?	সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো অতিরিক্ত টাকা বা ঘুষ প্রদান করেছেন কি? (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ১৬.২.১০-এ চলে যান)

১৬.২.৭	১৬.২.৮			১৬.২.৯			১৬.২.১০			
ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ কাকে দেওয়া হয়েছে? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১৬.২.২ প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=উপজেলা প্রশাসন 2=জেলা প্রশাসন 3=দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর 4=উপজেলা/জেলা কৃষি অফিস 5=উপজেলা/জেলা মৎস অফিস 6=উপজেলা/জেলা পশুসম্পদ অফিস	7=উপজেলা/জেলা খাদ্য অফিস 8=সামরিক বাহিনী (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী) 9=আধা-সামরিক বাহিনী (বিজিবি, কোস্টগার্ড) 10=মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় 12= জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কার্যালয় 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৬.২.৩ দুর্যোগ সহায়তা ধরন	1=ত্রাণ (খাদ্য সহায়তা) 2=ত্রাণ (গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম) 3=ত্রাণ (শিশু খাদ্য) 4=পুনর্বাসন (দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য সহায়তা) 5=পুনর্বাসন (দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সহায়তা) 6=পুনর্বাসন (গৃহনির্মাণ) 7=নলকূপ ও পয়ঃনিষ্কাশন সামগ্রী 8=সোলার হোম প্যানেল 9=পরিবেশবান্ধব চুলা 10=চিকিৎসা সহায়তা	11=দুর্যোগকালীন আশ্রয় 12=শস্য বীমা 13=খাওয়ার পানির ব্যবস্থা (রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং/বৃষ্টির পানি ধরে রাখা) 14=পানি শোধনকারী মেডিসিন/প্রযুক্তি 15=প্রশিক্ষণ (জীবিকায়ন কিংবা জলবায়ু অভিযোজন ও দুর্যোগ মোকাবেলা) 16=দুর্যোগকালীন জরুরী স্বাস্থ্যসেবা 17=দুর্যোগকালীন জরুরী ঔষধ সামগ্রী 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৪.২.৪ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2= অনলাইনে, নিজে 3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে	4=আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে 5= আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে
১৬.২.৫ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে 3= সেবা বাতিল হয়েছে	
১৬.২.৬ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর [না, জানি না, নিরুত্তর হলে, প্রশ্ন ১৬.২.১০ চলে যান]	
১৬.২.৮ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না	9= বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য 10= স্বজনপ্রীতির শিকার হয়েছি

	2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 8= জরিমানা এড়ানোর জন্য	11= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 12= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 13= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
১৬.২.৯ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1= সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী 2= প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্য 3= দালাল	4= রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর
১৬.২.১১ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ত্রাণের পরিমাণ কম দেওয়া 2=রাজনৈতিক বিবেচনায় ত্রাণ প্রদান 3=প্রতিশ্রুত পুনর্বাসন কাজ না করা 4=জরুরি উদ্ধার কাজ ও দুর্যোগকালীন আশ্রয়ের ব্যবস্থা না করা 5=সুবিধাভোগী তালিকা জনসম্মুখে প্রকাশ না করা 6=ক্ষুদ্রঋণ নেয়ার শর্তে ত্রাণ প্রদান 7=অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 8=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছি	9= চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 10=সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

১৬.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ১৬.৬ এ যান] 77= জানি না 88=নিরুত্তর

১৬.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2= জনপ্রতিনিধির কাছে
3= উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4= সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে
5= সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7= অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১৬.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১৬.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১৭. জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)

১৭.১. গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত কোন সেবা নিয়েছেন কি? উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী বিভাগে চলে যান) [ ]

১৭.২ খানা সদস্যদের জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

১৭.২.১	১৭.২.২	১৭.২.৩	১৭.২.৪	১৭.২.৫	১৭.২.৬
কার জন্য সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন? (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	পরিবারের কার মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন? (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক ধরনের সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?	সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিয়েছিলেন কি? (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ১৭.২.১০-এ চলে যান)

১৭.২.৭	১৭.২.৮			১৭.২.৯			১৭.২.১০	১৭.২.১১		
ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ	নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)			নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ কাকে দেওয়া হয়েছে? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১৭.২.৩ গৃহীত সেবার ধরন	1= নতুন আইডি কার্ড করা 2= রি-ইস্যু ৩=তথ্য পরিবর্তন 4= স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ 66= অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৭.২.৪ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2= অনলাইনে, নিজে 3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে 4= আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে 5= আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে
১৭.২.৫ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে 3= সেবা বাতিল হয়েছে
১৭.২.৬ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর (না, জানি না ও নিরুত্তর হলে ১৭.২.১০ চলে যান)
১৭.২.৮ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3=সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4=নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 8=জরিমানা এড়ানোর জন্য 9=বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 10=ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 11=সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
১৭.২.৯ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1=প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী 2=নিরাপত্তা প্রহরী 3=দালাল 4=আত্মীয়-স্বজন/পাড়া-প্রতিবেশি/বন্ধু 5=জনপ্রতিনিধি 6=রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
১৭.২.১১ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=সময়ক্ষেপণ 2=প্রতারণা 3=অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 4=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 5=দালাল-নির্ভর সেবা 6=হয়রানি 11=সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ফর্ম দাখিল না হওয়া 12=অনলাইনে সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা না থাকা 13=চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি

	7=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছি 8=বৈধ/সঠিক নথি/সনদ না পাওয়া 9= সার্ভার সমস্য (লোডিং বা বাফারিং সমস্য) 10=ফি প্রদানে অপারেটর নির্দিষ্ট রাখা	14=সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

১৭.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না [উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ১৭.৬ এ যান] 77=জানি না 88=নিরুত্তর

১৭.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2= জনপ্রতিনিধির কাছে
3= উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4= সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে
5= সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7= অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....

১৭.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....

77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১৭.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....
88=নিরুত্তর

১৮. অন্যান্য খাত/প্রতিষ্ঠান

১৮.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য অন্য কোনো সেবা খাত হতে সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী বিভাগে চলে যান) ☐

১৮.২ খানার সদস্যদের অন্যান্য খাতে সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

১৮.২.১	১৮.২.২	১৮.২.৩	১৮.২.৪	১৮.২.৫
কে সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন? (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	সেবা খাত/প্রতিষ্ঠান (একাধিক খাত/প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	কাঙ্ক্ষিত সেবাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে?	সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিয়েছিলেন কি? (উত্তর 'না', 'জানি না' এবং 'নিরুত্তর' হলে প্রশ্ন ১৮.২.৯-এ চলে যান)

১৮.২.৬	১৮.২.৭			১৮.২.৮			১৮.২.৯	১৮.২.১০		
ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ কাকে দিয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবাটি পেতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১৮.২.২ সেবা খাত/প্রতিষ্ঠান	1=বিটিসিএল 2=নির্বাচন কমিশন 3=ডাক বিভাগ 4=জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর 5=অনলাইন শপিং 6=বাংলাদেশ রেলওয়ে সেবা 7=ওয়াসা 8=ডিসি অফিস 9=সমাজসেবা অধিদপ্তর 10=মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর 11=যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 12=ইউএনও অফিস 13=পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন 14=বিআরডিবি 15= মোবাইল ব্যাংকিং 16= বিআইডব্লিউটিএ 17=সরকারি নিয়োগ(বদলি/পদোন্নতি) 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৮.২.৩ সেবা গ্রহণের পদ্ধতি	1= স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে 2= অনলাইনে, নিজে 3= অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে 4= আংশিক অনলাইনে(নিজ) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে 5= আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে
১৮.২.৪ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির পর্যায়	1= সম্পন্ন হয়েছে 2= চলমান রয়েছে 3= সেবা বাতিল হয়েছে
১৮.২.৫ সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে কিনা	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর (উত্তর না, জানি না ও নিরুত্তর হলে ১৮.২.৯ চলে যান)
১৮.২.৭ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2= যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর পরে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়েছি 3= সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি এড়ানোর জন্য 4= নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য 8= জরিমানা এড়ানোর জন্য 9= বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় 10= ভবিষ্যতে সেবা পাওয়ার জন্য 11= সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...

	5=যথাসময়ে সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	77=জানি না 88=নিরুত্তর
১৮.২.৮ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ কাকে প্রদান করা হয়েছে	1= সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী 2= প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্য 3= দালাল 4= রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ	66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর
১৮.২.১০ ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=আত্মসাৎ 2=প্রতারণা 3=অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 4=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 5=দালাল-নির্ভর সেবা 6=হয়রানি 7=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার 8=অযথা বিলম্ব/সময়ক্ষেপণ 9=প্রভাব বিস্তার/রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ 10=পণ্য বা সেবা না পাওয়া 11=ভুল পণ্য দেওয়া ও পরিবর্তন না করা	12=অনলাইনে টিকেট না পাওয়া/পেতে হয়রানি 13= সার্ভার সমস্য (লোডিং বা বাফারিং সমস্য) 14= ফি প্রদানে অপারেটর নির্দিষ্ট করে রাখা 15= সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ফর্ম দাখিল না হওয়া 16=অনলাইনে সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা না থাকা 17= চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়নি 18=সেবা পেতে সুপারিশ বা পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে 66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77= জানি না 88= নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

১৮.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ　　2= না　[উত্তর 'না' হলে, প্রশ্ন ১৮.৬ এ যান]　　77= জানি না　　88=নিরুত্তর

১৮.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে
2= জনপ্রতিনিধির কাছে
3= উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে
4= সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে
5= সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে
6=কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে
7= অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....

১৮.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
2=অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
3=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান
4=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
5=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
6=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
7=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১৮.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী? [একাধিক উত্তর হতে পারে]

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2= সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে/ কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে
6=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
7=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
8= দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....
88=নিরুত্তর

১৯. সাধারণ প্রশ্ন

প্রশ্ন ১৯.১ নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের টাকা কোথায় থেকে যোগাড় করেছিলেন ? (যদি খানা কোনো খাতে ঘুষের শিকার হয়ে থাকে)

1= প্রাত্যহিক খরচ/ পরিবারের আয় থেকে
2=সঞ্চয়কৃত অর্থ থেকে
3=ঋণ করে
4=জমি/সম্পত্তি বিক্রয় করে
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

প্রশ্ন ১৯.২ দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিকারের কোন কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি জানেন **?** (দুর্নীতির শিকার হোক বা না হোক সবার জন্য প্রযোজ্য)

1=দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/
2=অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইট
3=তথ্য অধিকার আইন (RTI)
4=সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা
5=সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইন
6=দুদক হটলাইন
66=অন্যান্য (উল্লেখ করেন):....
77=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা নেই

প্রশ্ন ১৯.৩ আপনার মতে দুর্নীতির কারণ কি? (দুর্নীতির শিকার হোক বা না হোক সবার জন্য প্রযোজ্য)

1=বিচারহীনতা
2=সামাজিক অসচেতনতা
2=দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করা
4=সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ না করা
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না
88=নিরুত্তর

প্রশ্ন ১৯.8 দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? (দুর্নীতির শিকার হোক বা না হোক সবার জন্য প্রযোজ্য)

1=অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা
2=দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা
3=অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে জানানো এবং ব্যবস্থাকে কার্যকর করা
4=মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা
5=নিয়মিত গণশুনানির ব্যবস্থা করা
6= সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ করা
66=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না
88=নিরুত্তর

বিভাগ ঘ: খানার আর্থ-সামাজিক তথ্য

২০.১ খানার মাসিক খরচ

ক্রমিক নম্বর	খরচের খাত	পরিমাণ (টাকায়)
১	খাদ্য বাবদ	
২	বাড়ি ভাড়া বাবদ	
৩	শিক্ষা/লেখাপড়া বাবদ	
৪	চিকিৎসা বাবদ	
৫	বস্ত্র/পোষাক-পরিচ্ছদ বাবদ	
৬৬	অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...	
মোট টাকা		

২০.২ খানার মাসিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (নভেম্বর ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫)

ক্রমিক নম্বর		পরিমাণ (টাকায়)
১	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় ও নগদ জমা	
২	বিনিয়োগ (শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড ও অন্যান্য)	

২০.৩ খানার মাসিক আয় (সকল উপার্জনকারী সদস্যের মোট আয়)

ক্রমিক নম্বর	আয়ের উৎস	পরিমাণ (টাকায়)
১	কৃষিজাত পণ্য/ফসল হতে আয় (উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে)	
২	মাছ, হাঁস-মুরগী ও পশুপালন হতে আয় (উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে)	
৩	চাকরি/দিন মজুরি হতে আয়	
৪	ব্যবসা হতে আয়	
৫	বাড়ি/দোকান/অন্যান্য স্থাপনা ভাড়া বাবদ আয়	
৬	বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ	
৭	দেশের অন্য স্থান হতে প্রেরিত অর্থ	
৬৬	অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...	
মোট টাকা		

২০.৪ তথ্য সংগ্রহকারির মতামত (যদি থাকে)

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর আইডি: ....

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম: ....

তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ....

ফিল্ড সুপারভাইজারের নাম: ....